# আনওয়ারুছ ছালিকিন

## اَنْوَارُ السَّالِكِيْن

بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ ঃ মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

# আনোয়ারুছ ছালিকিন

# اَنْوَارُالسَّالِكِيْن

উর্দূ ভাষায় মূল কিতাবখানা রচনা করিয়াছেন
আমার পীর ও মুর্শিদ মহতরম ওয়ালিদ ছাহেব
**আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিব্‌লাহ (রঃ)**

রচনাকাল ১৯৭২ইং, প্রকাশকাল ১৯৮৪ইং

অনুবাদক
মোঃ ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী (ফুলতলী)

**প্রকাশনায়**
ফুলতলী পাবলিকেশন্স
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী
জকিগঞ্জ, সিলেট

**প্রকাশক**
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী
জকিগঞ্জ, সিলেট



**প্রকাশ কাল**

**প্রথম সংস্করণ**
১৪১১ হিজরী
১৩৯৮ বাংলা
১৯৯১ইংরেজী

**৬ষ্ঠ সংস্করন**
**জানুয়ারী ২০১৯ ইংরেজি**
**পৌষ ১৪২৫ বাংলা**
**রবিউস সানি ১৪৪০ হিজরী**

নির্দিনময় ঃ ১০০ (একশত টাকা) মাত্র।

# সূচীপত্র

# ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِئُ الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٍ + ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِى الْقِدَمِ

مَوْلَاىَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ-

আনোয়ারুছ ছালিকিন ইল্‌মে তাসাউফ বিষয়ে লিখিত একখানা মুল্যবান কিতাব। কিতাবখানা রচনা করিয়াছেন আমার ওয়ালিদ মুহতারাম মুর্শিদে বরহক হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)।

উর্দ্দূ ভাষায় রচিত ও আরবী উদ্ধৃতি সম্বলিত মূল্যবান কিতাবখানা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন যাবৎ পীর ভাইদের মধ্যে অনেকেই অনুভব করিতেছিলেন।

আমি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে ওয়ালিদ ছাহেবের দোয়া লইয়া কিতাবখানার অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম। পূর্বের সংস্করণে কিছু ছাপার ভুল ধরা পড়ায় সংশোধন করা হইয়াছে। তবুও বিজ্ঞ জনের দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে অবহিত করিলে ছাওয়াবের ভাগী হইবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওছিলায় আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদিগকে খালিছ আমল করার তৌফিক দেন এবং ছিলছিলার বুজুর্গানে কেরামের ফয়েজ দান করেন।

উল্লেখ্য যে, আনোয়ারুছ ছালিকিন মূল কিতাবের প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে কোন স্থান বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং কোন স্থানে সংযোজন করা হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় সংস্করণের অনুবাদ।

পরিশেষে বলিতে হয় ইলমে তাসাউফ কেবলমাত্র কিতাব পাঠ করিয়া হাসিল করা যায় না। এই জন্য কামিল মুর্শিদের সাহায্য লাভ করিতে হয়।

বিনীত-

মোঃ ইমাদ উদ্দিন ফুলতলী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَسَرَّ كُنْهَ حَقِيْقَةِ الْاَشْيَاءِ عَنْ بَصَائِرِ الْاَنَامِ وَاَبْدَءَهَا عَلٰى قُلُوْبِ الْغَوَاصِيْنَ فِىْ بُحُوْرِ الْمَعْرِفَةِ لِخَوَاصِّ الْمُقَامِ - ثُمَّ اصْطَفٰهُمْ بِمَعَالِىْ الْمَنْزِلَةِ وَفَوْزِ الْمُرَامَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَفْضَلِ الْخَلْقِ عَلٰى الدَّوَامِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ -

## ফানাফিশ শাঈখ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে প্রচুর নিয়ামত দান করিয়াছেন, যে নিয়ামতগুলি গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নিয়ামতগুলির মধ্যে 'আকল' (বিবেক) সর্বোত্তম নিয়ামত। বিবেক দ্বারা ধরা-ছুঁয়ার বাহিরের জিনিষ অনুভব করা যায়। ধরা-ছুঁয়ার বাহিরের জিনিষের গুণাবলীর পূর্ণতা সম্পর্কে যখন বিশ্বাস স্থাপিত হয়, তখন তাহার প্রতি স্নেহ মমতাও সৃষ্টি হয়। মহব্বতের গুণগত মানের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। চুড়ান্ত পর্যায়ের মহব্বতকে ক্বলবের শরাব বলা হয়। যেমন ঃ কোরআন শরীফে আছে-

وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ -

**তরজমা ঃ** কুফরীর ফলে তাহাদের হৃদয়ে গো বৎসের ভালবাসা পান করানো হইয়াছিল। (সূরা বাকারাঃ আয়াত-৯৩)

মহব্বতের দ্বারা فنافى الشيخ (মুর্শিদের প্রেমে বিলীন) হওয়া যায়। فنافى الشيخ কোন দোষণীয় কর্ম নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নবর্ণিত দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ حُبَّکَ وحُبَّ مَنْ یُّحِبُّکَ وَالْعَمَلَ الَّذِیْ یُبَلِّغُنِیْ حُبَّکَ۔

"ইয়া আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই ছওয়াল করিতেছি তোমার নিকট তোমার মহব্বত এবং ঐ ব্যক্তির মহব্বত যে ব্যক্তি তোমাকে ভালবাসে। তাহাছাড়া এমন আমল করার তৌফিক চাহিতেছি যে আমল আমাকে তোমার মহব্বতে পৌঁছাইয়া দিবে।"

কেননা বন্ধুকে ভালবাসার মাধ্যমে বন্ধুর বন্ধুকে ভালবাসা যায়। এই নিয়মে فنافی الشیخ (মুর্শিদের স্নেহে বিলীন) হওয়া যায় এবং فنافی الشیخ দ্বারা فَنافِی الرسول হাসিল করা যায়।

## মহব্বতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মানুষের উন্নতির সোপান হইল ঈমান। ঈমান হইল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত। যেমন হযরত উমর (রা.) এর ঘটনার দ্বারা তাহা সু-প্রমাণিত।

একজন লোক শায়খ বা মুর্শিদের স্তরে পৌছেন ঈমান দ্বারা অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত দ্বারা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মহব্বত লাভ করা যায়। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইলেন আল্লাহর হাবিব। তাই উল্লেখিত বিধান মুতাবিক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মহব্বত হাসিল করা যায় এবং আল্লাহ তায়ালার মহব্বত দ্বারা প্রকৃত বান্দার মর্যাদা লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন-

یُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ۔

**তরজমা ঃ** তাহারা আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাহাদিগকে (দেবদেবীকে) ভালবাসে, কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহর প্রতি তাহাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। (সূরা বাকারাঃ আয়াত-১৬৫)

প্রেমিক যাহাকে ভালবাসে তাহার মহব্বতের ধ্যানে নিজেকে বিভোর করিয়া রাখে।

নিম্নোক্ত আয়াত শরীফের আলোচ্য বিষয় হইল তাহাই।

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

**তরজমাঃ** যাহারা আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে। (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত-১৯১)

তাসাউফের মূল হইল এই ভালবাসার ধ্যান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন, সেই দোয়ার মধ্যে রহিয়াছে– وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ! যে তোমাকে ভালবাসে তাঁহার মহব্বত আমাকে দান কর। অর্থাৎ ছালিহীনগণকে মহব্বত করা ছালিহীনগণের মাধ্যমে। তাই মহব্বতের ধারাবাহিক পরস্পর সম্পর্কই তাসাউফের ছিলছিলা। মহব্বতের মধ্যে বিলীন ও নিমজ্জিত হওয়ার সূচনা ছালিহীনগণের নিকট বায়আতের দ্বারা হয়। কেননা ছালিহীনগণের একজনের সাথে অন্য জনের বায়আতের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। অর্থাৎ বায়আতে ছালিহীন দ্বারা পর্যায়ক্রমে সম্পর্কের ফলে বায়আতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিল হয় এবং বায়আতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট বায়আত হাসিল হয়। যেমন কোরআন শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ -

**তরজমা ঃ** যাহারা আপনার বায়আত গ্রহণ করে তাহারা আল্লাহর বায়আত গ্রহন করে। (সূরা ফাতহঃ আয়াত-১০)

ছালিহীনগণের মহব্বত পর্যায়ক্রমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত হইল ঈমানের মূল সূত্র এবং আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে পৌঁছার মাধ্যম। আল্লাহর মহব্বত হইল তাসাউফের মূল বুনিয়াদ। ঈমানের

মকছুদ বা উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা। আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখ্যায়িত করিয়াছেন-

دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا-

**তরজমা** ঃ হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠাইয়াছি আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (সূরা আহযাব, আয়ত-৪৬)

আলোচিত মহব্বত হাসিল করা যায় না তাসাউফ ছাড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ-

**তরজমা** ঃ আল্লাহ তায়ালার ইবাদত এমভাবে কর যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছ।

আল্লাহ তায়ালার দেওয়া সামর্থনুযায়ী ও আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবিক তাঁহার দিদার লাভ করার ধ্যান, বিশেষ মনোযোগ ও আত্মার বিকাশ সাধন ছাড়া সম্ভবপর নয়। তাহা হাসিল করিতে হইলে তাসাউফকে অবলম্বন করিতে হয়।

ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ- وَاللّٰهُ ذُوْالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ-

**তরজমা** ঃ ইহা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহতো মহা অনুগ্রহশীল। (সূরা জুম'আঃ আয়াত-৪)

আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তুর মধ্যে কোন কোনটিকে বিশেষ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করার পিছনে কোন কারণ থাকিতে পারে, যাহাকে ওছিলা বলা হয়। যেমন মক্কা শরীফে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাবা শরীফ নির্মাণ করিলেন এবং ইসমাঈল (আঃ) কে এইস্থানে রাখিয়া গেলেন; কারণ এই স্থান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান। পুষ্প সুগন্ধগুণে ধন্য হইল হযরত হাওয়ার (আঃ) অশ্রু বিন্দুর পরশ পাইয়া। উদ্ভিদ, বৃক্ষরাজি ও তৃণমালা সুগন্ধ লাভ করিল হযরত আদমের (আঃ) অশ্রুতে সিক্ত হওয়ার কারণে। আবার কোন কোন সময়

আল্লাহ তায়ালা কোন কারণ বা ওছিলা ছাড়াই এই সম্মানে কাহাকেও ভুষিত করেন। যেমন মাটির গভীরে জল আছে কিনা তাহা দর্শন করার শক্তি আল্লাহ তায়ালা হুদহুদের চোখে দান করিয়াছেন। শকুনির চোখে দূরদর্শন শক্তি দান করিয়াছেন। সে ষোলশত মাইল পর্যন্ত দেখিতে পায়। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সেরা মানুষকে অগণিত বিশেষ নিয়ামত দান করিয়াছেন। এই দানগুলির মধ্যে বিশেষ একটি দান হইল ইল্‌ম বা জ্ঞান।

## ইল্‌মের স্তর

ইল্‌ম দশ প্রকার ঃ আল্লাহ তায়ালা এক একজন নবীকে এক এক ধরণের বিশেষ ইল্‌ম দান করিয়াছেন। যেমন হযরত আদম (আঃ) কে ইল্‌মে ছানায়াত (শিল্প ও কারুকার্য জ্ঞান) হযরত সুলাইমান (আঃ) কে পাখীর ভাষা জ্ঞান, হযরত লুকমান (আঃ) কে ইল্‌মে হিকমত, হযরত ঈসা (আঃ) কে মৃতকে পূনঃজীবিত করার জ্ঞান দান করিয়াছেন। তাফসীরের কিতাব সমূহে এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত খিজির (আঃ) কে আল্লাহ তায়ালা ইল্‌মে ফারাসাত (তথ্য জ্ঞান) দান করিয়াছেন। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত ইল্‌ম একত্রে দান করা হইয়াছে।

ইল্‌ম প্রধানত: দুই প্রকার ঃ একটি অর্জিত ইল্‌ম অন্যটি হইল খোদা প্রদত্ত ইল্‌ম। ইল্‌মে ওহবী ২ প্রকার। যথা ঃ ১) ইল্‌মে শরীয়ত ২) ইল্‌মে ফারাসত।

১) ইল্‌মে শরীয়ত ঃ মানব জীবনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত করাই ইল্‌মে শরীয়তের উদ্দেশ্য। সকল নবীকে এই ইল্‌ম পর্যায়ক্রমে দান করা হইয়াছে।

২) ইল্‌মে ফারাসত ঃ এই ইল্‌ম হাসিল করা সকল নবীর জন্য অপরিহার্য নয়। কোরআন শরীফে এই ইল্‌ম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বাণী প্রদান করিয়াছেন-

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

**তরজমা ঃ** উহারা সাক্ষাত পাইল আমার বান্দাদিগের একজনের, যাহাকে আমি আমার নিকট হইতে রহমত দান করিয়াছিলাম ও আমার নিকট হইতে শিক্ষা দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (সূরা কাহফঃ আঁয়াত-৬৫)

হযরত মুসা (আঃ) খিজির (আঃ) কে যখন বলিলেন-

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا -

**তরজমা ঃ** সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি? (সূরা কাহফঃ আয়াত-৬৬)

তখন খিজির (আঃ) বলিলেন-

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا - وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا -

**তরজমা ঃ** আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না। আর কিভাবে আপনি ধৈর্য্য ধারণ করিবেন এমন এক বিষয়ে যে বিষয়ের সংবাদ আপনার আয়ত্বে নাই। (সূরা কাহফঃ আয়াত-৬৭-৬৮)

হযরত মুসা (আঃ) যে নবী ছিলেন এই সর্ম্পকে কোন দ্বিমত নাই। অথচ খিজির (আঃ) একজন ওলী অথবা নবী এই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। উপরোল্লিখিত প্রথম আয়াত শরীফ দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত খিজির (আঃ) কে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে খাছ ইল্‌মে লাদুনী ও রহমত দান করা হইয়াছিল। ২য় আয়াতে খিজির (আঃ) বলিতেছেন যে, ধৈর্য্যধারণ করিয়া টিকিয়া না থাকার কারণে ঘটনাবলীর প্রকৃত কারণ হযরত মুসার (আঃ) সামনে উদঘাটিত হয় নাই।

## ইল্‌মে জাহির ও ইল্‌মে বাতিন

উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হইল যে, ইল্‌ম পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত। ইল্‌মে জাহির ও ইল্‌মে বাতিন।

**ইল্‌মে বাতিন ঃ** বাতিন এই জন্য বলা হয় যে, এই ইল্‌ম সকলের সামনে প্রকাশিত নয়। এই ইল্‌মে বাতিনকে ইল্‌মে ফারাসত বলা হয় অথবা এই

ইল্‌মকে বাতিন এই জন্য বলা হয় যে, ইহা অনেকের সামনে প্রকাশিত হইলেও অনেকের সামনে যে অপ্রকাশিত তাহা সুনিশ্চিত। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়-হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলাইমান (আঃ) এর বিচার মীমাংসার ব্যাপারটি। নিম্নোদ্ধৃত আয়াত শরীফে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ـ

**তরজমা ঃ** আমি সুলাইমান (আঃ) কে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে আমি দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। (সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত-৭৯)

তাহাছাড়া হযরত খিজির (আঃ) যখন একটি নৌকা ভাঙ্গিয়াছিলেন তখন হযরত মুসা (আঃ) নৌকাটি ভাঙ্গার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করেন। খিজির (আঃ) পূর্বের ওয়াদার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তখন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নোক্ত আয়াত শরীফের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে।

اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ـ

**তরজমা ঃ** আমি কি বলি নাই যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবেন না। (সূরা কহাফঃ আয়াত-৭৫)

এখানে দেখা যাইতেছে যে, নৌকাটির ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে হযরত খিজির (আঃ) অবগত ছিলেন, অথচ মুসা (আঃ) অবগত ছিলেন না। অনুরূপভাবে এন্তাকিয়া নামক লোকালয়ে একটি ভগ্ন প্রাচীরের নীচে দুইজন এতীমের যে মাল সংরক্ষিত ছিল, হযরত খিজির (আঃ) তাহা দেখিতে পাইলেন এবং মালের নিরাপত্তার জন্য প্রাচীর মেরামত করিয়া দিলেন, অথচ মুসা (আঃ) প্রাচীরের নীচে লুক্কায়িত সম্পদ দেখিতে পাইলেন না, বরং খিজির (আঃ) এর কর্মের উপর আপত্তি করিয়া বসিলেন। এই ধরণের ঘটনাবলী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইল্‌মে জাহির ও ইল্‌মে বাতিন স্বতন্ত্র দুইটি ইল্‌ম।

আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল প্রকার ইল্‌ম দান করিয়াছেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ "আলিমগণ আম্বিয়াগণের উত্তরাধিকারী"। তাই আম্বিয়াগণের উত্তরাধিকারী

হিসাবে উলামাগণের পক্ষে নবীগণের ইল্‌ম ও কেরামতের অংশের অধিকারী হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য সাক্ষাৎ অপরিহার্য্য নয়। অর্থাৎ স্বশরীরে সাক্ষাৎ ছাড়াও একজন অন্যজন দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন। যেমন হযরত ওয়েস করণী (রা.) সাক্ষাৎ ছাড়াই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

## শিকড়হীন বৃক্ষ

যে ব্যক্তির সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত অধিক আত্মিক সম্পর্ক রহিয়াছে, তিনি ততটুকু ঈমানী শক্তি ও রুহানী শক্তিতে বলিয়ান। এই শক্তিতে বলিয়ান ব্যক্তিরাই অন্যকে আলোকিত করিতে পারেন। অন্যদিকে যে ব্যক্তির সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুহানী সম্পর্ক নাই, সে যত বড় আবিদ হউক না কেন শিকড় কর্তিত বৃক্ষ তুল্য। শেষোক্ত শ্রেণী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমাইয়াছেন-

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ـ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ـ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ط

**তরজমা ঃ** আপনি যখন তাহাদিগের দিকে তাকান, উহাদিগের দেহাকৃতি আপনার নিকট প্রীতিকর মনে হয়, উহারা যখন কথা বলে আপনি সাগ্রহে তাহাদের কথা শ্রবণ করেন, যদিও উহারা দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সাদৃশ্য। (সূরা মুনাফিকুন ঃ আয়াত-৪)

মোটকথা ঃ নিজের বাহ্যিক জীবনকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক ও আমলের নূরে আলোকিত করার নাম শরীয়ত এবং অভ্যন্তরে সেই অনুপম আলোর প্রতিফলন ও বিকিরণ ঘটানোর নাম তাসাউফ (তরীকত)।

## যে নিজেকে নিজে পরিচয় করিতে পারেনি সে তার 'রব'কে পরিচয় করিতে পারেনি

ইমাম নিশাপুরী (র.) ইল্‌মে মারিফতের সারসংক্ষেপ সম্পর্কে বলিয়াছেন-

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

তরজমা ঃ যে নিজেকে পরিচয় করিতে পারিয়াছে, সে তাহার 'রব' কে পরিচয় করিতে পারিয়াছে। আর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের ক্রটি ও দূর্বলতা সম্পর্কে অবগত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার হাতে সর্বময় ক্ষমতা রহিয়াছে। যে ব্যক্তি স্বীয় অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক চিন্তা করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালার জালাল ও কামাল সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়াছে, সে তাহার সত্ত্বা ক্ষণস্থায়ী তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, সে আল্লাহ তায়ালা যে চিরন্তন তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

## আল্লাহর দুশমন হইতে অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিতে হইবে

ইল্‌মে মা'রিফত হাসিল করার জন্য আল্লাহর দুশমন হইতে অন্তঃকরণকে মুক্ত না রাখিলে তাহার কুমন্ত্রণায় নিপতিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। ঈসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার কাছে মোনাজাত করিলেন, হে পরওয়ারদিগার! মানুষের কোন স্থানে শয়তান অবস্থান করে, সেই স্থানটি আমাকে দেখাইয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সেই স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। ঈসা (আঃ) দেখিলেন যে, শয়তান তাহার মাথাটি মানুষের কলবে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার মাথাটি সর্পের মাথার মত মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন শয়তান পিছাইয়া যায়। যখন সে আল্লাহকে স্মরণ করে না তখন শয়তান তাহার মাথাটি কলবের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

لو لا ان الشيا طين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا الى ملكوت السموت ـ وقال ايضا صلى الله عليه وسلم ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة ـ واما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب با لحق ـ واما لمة الملك فا يعاد با لخير وتصد يق بالحق ـ فمن وجد ذالك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ

**তরজমা ঃ** শয়তান যদি বনি আদমের কলবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করিত তবে তাহারা আকাশ মন্ডলের অবস্থা অবলোকন করিত। অন্য হাদীছ শরীফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-নিশ্চয়ই মানুষের সাথে শয়তানের নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে এবং ফেরেশতারও নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। শয়তানের নৈকট্যের ফলে মানুষ মন্দ কাজে প্ররোচিত হয় এবং সত্যকে অস্বীকার করে। ফেরেশতার নৈকট্যের ফলে উত্তম কাজে প্ররোচিত হয় এবং সত্যকে গ্রহণ করে। শেষোক্ত অবস্থা যাহাদের, তাহারা যেন অবগত হয় যে ইহা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এবং তাহারা যেন আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন। অন্য অবস্থায় যাহারা নিপতিত হইবে তাহারা যেন আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে অভিশপ্ত শয়তান হইতে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করিলেন-

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً- وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

**তরজমা ঃ** শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার উপদেশ দেয় আর আল্লাহ তোমাদিগকে তাহার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারাঃ আয়াত-২৬৮)

## নিষ্ফল ধারণা

মানুষের মনের ধারণা দূর্ভাগ্যের অথবা সৌভাগ্যের কারণ হইতে পারে। কু-ধারণা ও সু-ধারণার মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া বিভ্রান্তির শিকার মানুষ তখনই হয়, যখন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ৪টি অবস্থার একটি পাওয়া যায়। ১) দুর্বল বিশ্বাস, ২) প্রবৃত্তিগত ও চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা, ৩) খোদাভীতির বিধান সমূহ লঙ্ঘন করিয়া প্রবৃত্তির বশিভুত হইয়া যথেচ্ছা আচরণ ৪) দুনিয়ার সম্পদ ও সম্মানের জন্য লালায়িত হওয়া। সুতরাং এই ৪টি বিপদ হইতে যিনি মুক্ত তিনিই শয়তানের কু-মন্ত্রণা এবং ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরিত শুভ সংবাদ-এই উভয় বিষয়ের

মধ্যে পার্থক্য ধরিতে পারিবেন। অন্যদিকে যে ব্যক্তি উল্লিখিত ৪টি দোষে দুষ্ট, তিনি উভয়টির মধ্যে পার্থক্য ধরিতে পরিবেন না।

## কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানের কু-মন্ত্রণা

মুসলিম জ্ঞানী-গুণীগণ এই ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করে সে ইলহাম ও শয়তানের কু-মন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্য ধরিতে পারে না। কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানের কু-মন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্য এই, মানুষের কু-প্রবৃত্তি তাহাকে অন্যায় কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাগাদা দিতে থাকে। শয়তান কোন ব্যক্তিকে অবমাননাকর কাজে আহবান করিলে এবং সে তাহা প্রত্যাখান করিলে শয়তান ঐ ব্যক্তিকে অন্য একটি অপকর্মের দিকে আহবান করে। কেননা শয়তানের উদ্দেশ্য হইল, যে কোন উপায়ে পথভ্রষ্ট করা। ওয়াছওয়াছাহ বা কু-মন্ত্রণার আসল অর্থ এই, মানুষকে এমন বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাহা সে ভুলিয়া রহিয়াছে এবং এই বিষয়ে উদ্ধুদ্ধ করা।

শয়তানের প্ররোচনার ফলেই শেষ পর্যন্ত অপকর্ম সংঘঠিত হয়। তাই বলা যায় শয়তান বাহিরের কর্ম সম্পাদন করে। কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতে ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে-

وَمَا كَانَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ -

**তরজমা ঃ** আমার তো তোমাদের উপর কর্তৃত্ব ছিল না, আমি তোমাদিগকে কেবল আহবান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়াছিলে। (সূরা ইবরাহিমঃ আয়াত-২২)

আহলে তাসাউফ এই ধরণের কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানের কু-মন্ত্রণা হইতে অন্তঃকরণকে রক্ষা করার জন্য পাহারা দেওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। বুজুর্গানে কেরাম রুহানী ফয়েজ দ্বারা এই কর্মে সহায়তা করিয়া থাকেন। কেননা সাধারণ সিপাহী হইতে সিপাহীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে চোর অধিকতর ভয় করিয়া থাকে। বায়আতের দ্বারা ছিলছিলার

বুযুর্গানে কেরামের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এমনভাবে যুগসূত্রের সৃষ্টি হয় যেমন হাদীছ শরীফের সনদের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলন সাধিত হয়। তরিকার তা'লিম, যিকর ও অন্যান্য অজিফা তরিকার বুযুর্গগণ হইতে ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং বিবিধ ভেদ ও রুহানী বিষয় সমূহের তা'লিমও এইভাবে চলিয়া আসিতেছে। অর্থাৎ এই শিক্ষা একজন হইতে অন্য জনের কাছে ধারাবাহিকভাবে পৌঁছিতেছে। ইহা কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলিয়াছেন لاالــه الا اللّٰــه তওহীদে আওয়াম (সাধারণ লোকের একত্ববাদে বিশ্বাস); এবং لاالٰـــه الاهـو তওহীদে খাওয়াছ (বিশেষ লোকের তৌহিদে বিশ্বাস) কেননা আল্লাহ তায়ালার বাণী لاالـه সব কিছুই নশ্বর। الاهو। অর্থ একমাত্র তাঁহার সত্বাই অবিনশ্বর।

ইমাম নিশাপুরী (র.) বলিয়াছেন-যিক্র সমূহের মধ্যে এই যিক্র ও রহিয়াছে-

يَـاهُـوَ ـ يَـامَـنْ لَا هُوَ اِلَّاهُوَ ـ يَاا َزَلُ يَاابَدُ ـ يَادَهْرُ يَادَيْهُوْرُ ـ يَامَنْ هُوَ الْحَيُّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ ـ

তাহাছাড়া আমাকে কোন মুর্শিদ এই যিক্রও শিক্ষা দিয়াছেন-

يَاهُوَ ـ يَامَنْ لاَ هُوَ اِلَّاهُوَ ـ يَامَنْ لَاهُوَ بِلاَهُوَ اِلَّاهُوَ ـ

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমোক্ত যিক্রের উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই ফানা মনে করা। দ্বিতীয় যিক্রের উদ্দেশ্য হইল 'ফানা ফিল্লাহ' বা আল্লাহতে বিলীন হওয়া। তৃতীয়ঃ যিক্রের উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য সব কিছুকে ফানা খেয়াল করা। ৪র্থ যিক্রের উদ্দেশ্য হইল ফানাকে ফানা মনে করা পবিত্র সত্তা ছাড়া।

প্রকাশ থাকে যে, সৃষ্টি ও আল্লাহ তায়ালার ইছম সমূহের মধ্যে আশ্চর্যজনক সম্পর্ক রহিয়াছে। মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের এবং প্রকৃতিই তাহাকে কোন না কোন ইছমের সাথে মিল সাধনে সহায়তা করে। কোন না কোন ইছমের আবেদন কোন না কোন ব্যক্তি সত্তাকে প্রভাবিত করে। যাহাকে এই ইছম

প্রভাবিত করে সে ঐ ইছম নিয়মিত আয়ত্ব করিলে সহজে উপকৃত হয়। আল্লাহ তায়ালাই তৌফিক দানকারী।

শায়খ আবু নজিব বাগদাদী (র.) মুরিদকে একবার বা দুইবার চিল্লা (নির্দিষ্ট নিয়মে নির্জনতা অবলম্বন) করার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তাহাকে সামনে রাখিয়া আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র ৯৯ ইছম পাঠ করিতেন এবং মুরিদের চেহারার দিকে লক্ষ্য রাখিতেন যে, মুরিদের চেহারায় এই ইছম পাঠের ফলে কোন প্রভাব পড়িয়াছে কিনা। মুরিদের চেহারায় পরিবর্তিত কোন লক্ষণ না দেখিলে বলিতেন, তুমি বাজারে গমণ কর এবং দুনিয়ার কারবারে লিপ্ত হও। তোমাকে এইজন্য অর্থাৎ ইল্‌মে মারিফতের জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। আবার পবিত্র কোন বিশেষ ইছম পাঠ করার সময় মুরিদের চেহারায় পরিবর্তনের লক্ষণ দেখিলে সেই ইছমের যিক্‌র করার জন্য বলিতেন এবং বলিতেন, এই পদ্ধতিতেই তোমার সামনে মারিফতের দ্বার উদঘাটিত হইবে। কেননা শুধু সাধনা ও প্রচেষ্টা দ্বারা মানব প্রবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করা যায় না; তবে যে প্রবৃত্তি তাহাকে বশিভুত করিয়া ফেলার সম্ভাবনা তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে। তাই রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-মানুষ স্বর্ণ রৌপ্যের খনির মত রুহসমূহ পুঞ্জিভুত। তোমাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা তোমার জন্য সহজলভ্য হইবে।

প্রত্যেক বস্তুর প্রাথমিক উন্নতি সাধিত হওয়ার পর তাহার ভিত্তিমূল আংশিক অথবা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেমন খেজুর ও সুপারি হইতে চারা গজাইবার পর তাহার আসল সত্ত্বা (বীজ) বিলুপ্ত হয় অর্থাৎ মাটির সাথে মিশিয়া লুপ্ত হইয়া যায়। অবশেষে বৃক্ষ যখন তাহার উন্নতির চরম পর্যায়ে উপনীত হয় তখন ফল ধারন করে এবং তাহার মূল অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। দেখা গেল যে, বীজ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত বৃক্ষ শাখা প্রশাখা ও ফল বা ফুলে বিকশিত হইতে পারে না। এইভাবে মানুষ তাহার প্রবৃত্তি ও সত্ত্বাকে বিলীন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্যও তাই। এবং ইহাই তাহার আসল মনযিলে প্রত্যাবর্তনের পথ। মানবাত্মা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ সে নিরাশ্রয় মুসাফিরই থাকিয়া যায় এবং যখন আল্লাহ তায়ালার মর্জি মুতাবিক মিলন সাধিত হয়, তখন সে নিজ

আলয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাই। আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বাণী প্রদান করিয়াছে- وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ

উদ্দেশ্য স্থলের প্রান্ত পর্যন্ত অর্থে اِلَى আসে। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল মানুষ যেন আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌছে। মানবাত্মার উন্নতির মূল হইল শরীর হইতে আলাদা হওয়া। হাফিজ ইবনুল কাইয়ুম আল জওজি (র.) তৎপ্রণীত "আর রূহ" কিতাবে এইভাবে লিখিয়াছেন-

كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ-

**তরজমা ঃ** অবশ্যই পুণ্যবাণদিগের আমলনামা ইল্লিয়ীনে (সূরা মুতাফফিফিনঃ আয়াত-১৮) এই আয়াত শরীফের ভাষ্যে যে হাদীছ শরীফ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার রুহ ফিরিশতাগণ একে একে সাতটি আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করাইয়া সিদরাতুল মুনতাহায় লইয়া যান এবং আল্লাহ তায়ালার সমীপে পেশ করেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার জন্য নিরাপত্তালিপি প্রদান করেন, কবরে লইয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং কবরে জান্নাতি চাদর ও বিছানা দান করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাগণকে বলেন, আমার বান্দাহকে বল-

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ দুলহীনের মত ঘুমাও। উল্লেখিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের উন্নতি নির্ভর করে তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপর।

প্রথম পর্যায়ে মানুষ উন্নত মর্যাদায় সমাসীন থাকে। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে-

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُعَلَى الْفِطْرَةِ اَىْ عَلَى الْاِسْلَامِ-

**তরজমা ঃ** নব প্রসূত সকল সন্তান ইসলামের উপরই জন্ম গ্রহণ করে। কেননা এই ফিতরত বা ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া মানুষের উন্নতির চরম সোপান।

কিন্তু দুনিয়াতে আসিয়া কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর বিবিধ সংস্পর্শের ফলে আসল অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং অবনতি ঘটে। যখন প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে

এই সকল সম্পর্ক বিদুরীত হয় তখন আবার আসল রূপ প্রকাশিত হয়। এই সকল বাধা-বিপত্তি ছাড়াও মানুষের আসল দুশমন শয়তান তাহাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। তাহাছাড়া শৈশবের অজ্ঞতা যৌবনের উন্মত্ততাও ইহার ক্ষতি সাধন করে। তাই প্রত্যেক মানুষের জন্য সজ্ঞানে ঈমান আনা জরুরী। ঈমানের বিবিধ স্তর রহিয়াছে। কেননা ঈমান আসল নির্ভরশীল যে একীন বা বিশ্বাসের উপর, তাহার তিনটি স্তর রহিয়াছে। (১) عِلْمُ الْيَقِيْنِ (২) حَقُّ الْيَقِيْنِ (৩) عَيْنُ الْيَقِيْنِ তাহাছাড়া উত্তম কর্মের ফলে ঈমানের জ্যোতি প্রখর হয়। অন্যদিকে মন্দ কর্মের ফলে ঈমানের জ্যোতি ম্লান হইয়া যায়। আমলে ছালেহ (উত্তম কর্ম) দুই প্রকার যথা ১) তা'লিম হুকুমের জন্য অর্থাৎ নির্দেশ পালনার্থে আমল করা। ২) মাহবুবের (যাহাকে ভালবাসে) সন্তুষ্টি কামনা করিয়া উৎসাহ সহকারে মনের আনন্দে আমল করা।

মারিফতের অবস্থা দুইটি ঃ দালিলিক প্রমাণ দ্বারা মারিফত লাভ করা এবং অন্যটি হইল নিরীক্ষণ করিয়া পরিচয় করা। যেমন চিনিকে দলিল দ্বারা মিষ্টি বলিয়া প্রমাণ করা এবং মুখ দিয়া তাহার স্বাদ যে মিষ্টি তাহা অনুভব করা।

কামিল ও প্রকৃত সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তির সাথে যত বেশী পরিচয় ঘটে, ততবেশী তাহার সাথে স্নেহ-ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তায়ালাকে তাহার মূল সত্ত্বা দ্বারা পরিচয় করা মুশকিল। আল্লাহ্ তায়ালাকে পরিচয় করিতে হয় তাহার সৃষ্টির দ্বারা। যাহারা সৃষ্টির মধ্যে এই ধ্যান ও মুরাকাবা করেন, তাহাদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরীফে বুদ্ধিমান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন-

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا - سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

**তরজমা ঃ** যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে 'হে আমাদের প্রতিপালক'! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নি-শাস্তি হইতে রক্ষা কর। (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত-১৯১)

যিক্‌রের দ্বারাই খিলওত দর আনজুমান লাভ করা যায়। অর্থাৎ যাহারা সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার মহিমা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করেন তাহারা জনসমাবেশে থাকিয়াও আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্যে নিজেকে একা বলিয়া অনুভব করিতে পারেন। যখন আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বান্দার এক পর্যায়ে পরিচিতি হয়, তখন বান্দা স্বেচ্ছায় মনের তাগাদায় আনন্দের সাথে যিকর করে। পরিচিতি না হওয়া পর্যন্ত যিক্‌র কেবল মাত্র নির্দেশ পালন করার উদ্দেশ্যে করা হয়।

মোটকথা ঃ আল্লাহ্ তায়ালার সকল প্রকার যিক্‌রের দ্বারা ঈমানের নবায়ন হয় এবং অন্তরের মরিচা দূর হয়। যেমন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه

**তরজমা ঃ** তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه দ্বারা।

## উত্তম সাহচার্য

মানুষের জীবনে সাহচার্যের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন কোন ব্যথিত মানুষের সান্নিধ্যে গেলে আমাদের মন ব্যথায় কাতর হইয়া পড়ে। আবার কোন সুখী ও আনন্দচিত্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে আমাদের হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করি। দর্পনে সূর্য দর্শনের চেয়েও মানুষের মনের আয়নার প্রতিফলন বেশী প্রভাবশালী ও ফলপ্রসু। মানুষের অন্তরের অবস্থার প্রতিফলন ঘটে মানব দেহে। তাই অন্তর বা কলবকে আয়না সদৃশ্য বলা হইয়াছে।

যাহারা প্রকৃতপক্ষে জীবিত মানুষ তাহাদের দ্বারা অন্যান্য মানুষ উপকৃত হইয়া থাকে। এমনকি কলব যাহাদের জীবিত, তাহাদের মৃত্যুর পরও অন্য মানুষ তাহাদের দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন।

মানুষ জীবিত না মৃত তাহার মাপকাঠি হইল ঈমান। অর্থাৎ যাহার ভিতরে ঈমান আছে তাহার কলব জীবিত এবং যাহার ভিতরে ঈমান নাই সে মৃত। দ্বিতীয় শ্রেণী সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ ফরমাইয়াছেন-

فَاِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ-

অর্থাৎ আপনি মৃতকে শুনাইতে পারিবেন না, বধিরকেও শুনাইতে পারিবেন

না। যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। (সূরা রুমঃ আয়াত-৫২)

এই আয়াত শরীফে যাহাদের কলব মৃত তাহাদিগকে মৃত বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাদের ভিতরে ঈমান নাই।

ঈমানের দৃঢ়তার মধ্যেও বিবিধ স্তর রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-হযরত উমর (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিবেদন করিয়াছিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমি আমার প্রাণ ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে অধিক মহব্বত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে করিয়া থাকি। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পবিত্র হাত মুবারক হযরত উমরের বক্ষে রাখিলে হযরত উমর (রা.) বলিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন আমি আমার প্রাণ হইতে অধিক মহব্বত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রতি অনুভব করিতেছি। তখন উমরের উক্তি শুনিয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন-"হে উমর! তোমার ঈমান পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।"

## কামিল মানুষের সু-দৃষ্টি

ঈমানের পূর্ণতা সাধনের নিমিত্তে কামিল ব্যক্তির তওজজুহ (আধ্যাত্মিক সু-দৃষ্টি)-এর প্রয়োজন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ছামিরের সুদৃষ্টির প্রভাব আছহাবে উখদুদকে এমনভাবে মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে, "যূনওয়াছ" বাদশাহ তাহাদিগকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করিয়া আব্দুল্লাহ বিন ছামিরির তওজ্জুহ এর প্রভাব দূর করিতে পারে নাই।

হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্ব মুহুর্তে স্বীয় ভগ্নিপতি ও ভগ্নির নিকট কোরআন শরীফের আয়াত শ্রবণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তখন তাহারা কোরআন শরীফ তিলাওত না করিয়া অপেক্ষাকৃত কামিল ছাহাবী হযরত খাব্বারা (রা.) এর দ্বারা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করাইয়া হযরত উমর (রা.) কে শ্রবণ করান, যার প্রভাবে হযরত ওমর (রা.) কে বাধ্য হইয়া কলিমা পাঠ করিতে হইয়াছিল।

ইসলামের বিবিধ মনযিল ও স্তর রহিয়াছে এবং ইসলামের চুড়ান্ত স্তর হইল তাসাউফ। ইসলামের সেই চুড়ান্ত স্তরের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)

কে আহবান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ উল্লেখ করা হইয়াছে।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ لا قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

তরজমা ঃ যখন তাহার রব তাহাকে বলিলেন اسـلام (ইসলাম গ্রহণ কর)। তিনি (ইব্রাহীম আ.) বলিলেন-আমি কুল আলমের রবের প্রতি আত্মসমর্পন করিলাম। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত-১৩১)

এখানে ইসলাম দ্বারা ইসলামের চুড়ান্ত ও পূর্ণ স্তরকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ নিজের সব কর্তৃত্বকে আল্লাহ তায়ালার হাতে সোপর্দ করিয়া আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নিজেকে খালিছ করা। যেমন নিম্নবর্ণিত আয়াত শরীফে আল্লাহ তায়ালা বাণী প্রদান করিয়াছে-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

**তরজমা ঃ** বল আমার ছালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে। (সূরা আনআ'মঃ আয়াত-১৬২)

এই মর্যাদার নামই তাসাউফ। উল্লিখিত আয়াত শরীফে যে 'আছলিম' শব্দ আসিয়াছে তাহার দ্বারা কুফর হইতে ইসলাম গ্রহণের কথা বুঝানো হয় নাই, নবী প্রথম হইতেই মুসলমান। তাহার পক্ষে কুফর হইতে ইসলাম গ্রহণ করা নিয়ম বহির্ভূত। কোন ব্যক্তি কুফর হইতে সদ্য ইসলাম গ্রহণ করিয়া নবী হইতে পারেন না।

**মোটকথা ঃ** প্রত্যেক বস্তু অন্য কিছু দ্বারা প্রভাবিত হইয়া উন্নতি লাভ করে বা অধঃপতিত হয়। যেমন ঠান্ডা, গরম ও বৃষ্টি দ্বারা বৃক্ষরাজি প্রভাবিত হয়। বৈদ্যুতিক তার বিদ্যুতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। লৌহ অগ্নি দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রবাহমান জলধারা মাটিকে পাথরে রূপান্তরিত করে। এই নিয়মে মানুষের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বস্তুর দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে পানি ও মাটির প্রভাব মানুষের উপর অধিক বর্তায়। মানুষ যেন আলম (সৃষ্টির) এর ক্ষুদ্র রূপ এবং তাহার দুইটি চোখ নদীতুল্য। যে ব্যক্তি ইশকের আনলে উত্তপ্ত, তাহার চোখ হইতে শীতল অশ্রু নির্গত হয়। মানুষ জীবিত কি মৃত, তাহা প্রমাণ করে তাহার

চোখের জল। অন্তঃকরণ যখন উত্তপ্ত হয় বা অন্তরে কোন জ্বালা সৃষ্টি হয়, তখন দুই চোখে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এদিকে যতক্ষণ হায়াত বা জীবন অব্যাহত থাকে ততক্ষণ ক্বলব উত্তপ্ত থাকে। তাই বলা যায় জীবনী শক্তি অব্যাহত থাকিলেই চোখের জল ঝরে। যেমন সজীব বৃক্ষের একপাশে অগ্নি সংযোজন করিলে অন্য পাশে পানি নির্গত হয়; কিন্তু রুক্ষ কাষ্ঠ খন্ডের এক পাশে অগ্নি সংযোজন করিলে অন্য পার্শ্ব দিয়া পানি বহির্গত হয় না। মানুষের দৃষ্টিতে তাহার অন্তরের অবস্থা প্রকাশ পায়। একজনের বদ নজরে অন্যজন আক্রান্ত হওয়া তার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাহাছাড়া প্রমাণ হিসাবে বলা যায় একজনকে হাসিতে দেখিলে অন্যের হাসি আসে এবং ক্রন্দনরত কোন ব্যক্তিকে দেখিলে দর্শকের কান্না আসে। উক্ত নিয়ম মুতাবিক ভাল মানুষের স-নজর যাহার উপর পড়ে, সে অবশ্যই দোষ-ক্রুটিমুক্ত হয় এবং অসৎলোকের দৃষ্টি যাহার উপর পড়ে, সে অবশ্যই অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়।

এই বাহ্যিক দৃষ্টিকে মুলাহিযাহ এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকে অথবা কেবলমাত্র বাতিনী দৃষ্টিকে তওজ্জুহ বলা হয়।

আরশের নীচ হইতে হাওয়া প্রবাহিত হইয়া বিবিধ বস্তুর সাথে ঘর্ষিত হইয়া প্রবাহিত হয়। বনি আদমের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে সংঘর্ষের ফলে বাতাসের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা অতুলনীয়। কেননা ঈমানদারের ভিতরে যে বাতাস প্রবেশ করে, তাহা ঈমানের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নির্গত হয় এবং সেই বাতাসের দ্বারা রহমতের বিকাশ ঘটে। এইভাবে বেঈমানের অন্তরের অবস্থার দ্বারা প্রভাাবিত হইয়া বেঈমানের নিঃশ্বাস নির্গত হয়। অসুস্থ ব্যক্তির নিঃশ্বাস রোগের আছর লইয়া নির্গত হয়। তাই এক ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির সাহচর্যের প্রভাব পড়ে। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে ইরশাদ ফরমাইয়াছেন-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اتَّقُو اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ۔

**তরজমা ঃ** হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও। (সূরা তাওবাহঃ আয়াত-১১৯)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

اِنَّ الْاَرْوَاحَ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ۔

**তরজমা ঃ** রূহ সমূহ পুঞ্জিভূত।

অন্যস্থানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

**তরজমা ঃ** যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সাথী

এবং هُمْ لَا يَشْقٰى جَلِيْسَهُمْ

উল্লিখিত আয়াত শরীফ এবং হাদীছ শরীফ দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রশ্নটি হইল কোন বুজুর্গের নিকট আসিয়া কোন বদ আমল লোক যদি বলে, আমি আপনার নিকট বায়আত করিতে চাই, তবে তাহাকে কি বায়আত করাইব? উল্লিখিত আয়াত শরীফ ও হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত ব্যক্তিকেও বায়আত করানো উচিত।

ইমামুল হিন্দ শাহ ওলিউল্লাহ (র.) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আরো বলিয়াছেন যে, যদি ঐ ব্যক্তির বায়আত গ্রহণ না কর এবং সে আমল সংশোধন করার চেষ্টায় লিপ্ত না থাকিয়া মৃত্যুবরণ করে, তবে ছালিহীনের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিল না। অথচ সে নেক লোককে ভালবাসে, তাই তাহাদের সঙ্গ কামনা করে যাহা তাহার নেক নিয়তের ও সৌভাগ্যের লক্ষণ। বায়আতের দালিলিক প্রমাণ কোরআন শরীফে রহিয়াছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ - يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -

**তরজমা ঃ** যাহারা আপনার বায়আত গ্রহণ করে তাহারাতো আল্লাহর বয়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত উহাদিগের হাতের উপর (সূরা ফতহঃ আয়াত-১০)

নেক সাহচর্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত উদাহরণ পেশ করা যায়। অল্পক্ষণের জন্য আগুনের সংস্পর্শে আসায় লোহা আগুনের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। মুমিনের অন্তরের সম্পর্ক দীর্ঘকাল ওয়াহদানিয়াতের জ্যোতির সাথে বিদ্যমান থাকিলে তাহার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বুজুর্গানে কেরাম হইতে বর্ণিত নিম্নলিখিত উক্তি উক্ত অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। گفتہ او گفتہ اللہ بود তাহার উক্তি আল্লাহরই উক্তি। যখন একটি গিরগিটি সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিজেকে সূর্যের রংঙ্গে রঞ্জিত করিতে পারে, তখন একজন মানুষ কেন

ধ্যানের দ্বারা নিজেকে রঞ্জিত করিতে পারিবে না? বৈদ্যুতিক তার বিদ্যুতের প্রভাবে আগুনের গুণে গুণান্বিত হয়। এইভাবে কোন ব্যক্তি ক্রোধের দৃষ্টিতে কাহারো অন্তরে শত্রুতার ভাব সৃষ্টি করিয়া কলবকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। আবার স্নেহ দৃষ্টির দ্বারা মহব্বতের রৌশনীতে আলোকিতও করিতে পারে। আধুনিককালে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াও যাহারা মানুষের অন্তরের শক্তি ও তাসাউফকে অস্বীকার করেন, তাহারা মানুষের সঠিক তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুরু করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত হেদায়তের প্রতি আহবানকারী ও পথ প্রদর্শকগণ দ্বারা হেদায়তের যে ধারা অব্যাহত থাকিবে তাহার প্রমাণ কোরআন শরীফে রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন শরীফে বাণী প্রদান করিয়াছেন-

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا -

**তরজমা ঃ** (হে নবী), আমি আপনাকে পাঠাইয়াছি স্বাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (সূরা আহযাবঃ আয়াত ৪৫-৪৬)

প্রকৃতপক্ষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনা কোন বস্তুর সাথে করা যায় না। ইমাম বুছিরী (র.) বলিয়াছেন-

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِىْ مَحَاسِنِهٖ -

فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ -

উক্ত আয়াতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে **'সিরাজাম মুনিরা'** বা উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে তুলনা করার রহস্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি হইতে প্রদীপে অগ্নি সংযোজন করা সম্ভবপর নয়। সম্ভব হইলেও তাহা দুস্কর ও মুশকিল ব্যাপার। অথচ একটি প্রদীপ হইতে অগণিত প্রদীপ জ্বালানো সহজ ব্যাপার। ইহাতে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রৌশনী দ্বারা অন্যকে আলোকিত করার

গতিধারাকে অব্যাহত রাখা। তাই আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত আয়াত শরীফে প্রদীপ বলে আখ্যায়িত করিয়াছেন। হেদায়তের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালা **'সিরাজাম মুনিরা'** বলিয়া রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেক বান্দাগণের মহব্বত মানুষের হৃদয়ে স"ষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে বলিয়াছেন

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ـ

**তরজমা ঃ** যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, দয়াময় তাহাদিগের জন্য সৃষ্টি করিবেন মহব্বতের সম্পর্ক (সূরা মরিয়মঃ আয়াত-৯৬)

সর্বসিদ্ধ নিয়ম হইল, বন্ধুর বন্ধু বন্ধু হন। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাগণের মধ্য হইতে এক দলকে ওলি হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা বাণী প্রদান করিয়াছেন।

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ـ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ـ

**তরজমাঃ** জানিয়া রাখ! আল্লাহর ওলিগণের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। যাহারা বিশ্বাস করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে; তাহাদিগের জন্যে আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে এবং পরলৌকিক জীবনে। (সূরা ইউনুছঃ আয়াত- ৬২, ৬৩ ও ৬৪)

উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, এই সকল ওলিগণ মৃত্যুকালে ব্যথিত ও ভীত হইবেন না; বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বেহেশতের সুসংবাদ দান করা হইবে। তাহাছাড়া দুনিয়ার জীবনে তাহাদের জন্য যে শুভ সংবাদ রহিয়াছে, তাহা হইল তাহারা সত্য স্বপ্ন দর্শন করিবেন এবং মুমিন বান্দাগণ তাহাদিগকে স্নেহ করিবেন এবং তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন। কেননা উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ মকবুলিয়াতের লক্ষণ। প্রকৃত পক্ষে ওলি পরিচয়ের নিয়ম ইহাই। এই উক্তির দলিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-

مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللّٰهِ حَسَنٌ ـ

**তরজমা ঃ** মুমিনগণ যে বিষয়কে উত্তম বলিয়া মনে করেন সেই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার নিকটও উত্তম।

হ্যাঁ মুনাফিক সব সময়ই অন্য ব্যক্তির অনিষ্ট কামনা করে এবং কু-ধারণা রাখে। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির মধ্যে মানুষের কলবের সমতুল্য নম্র-স্বচ্ছ অথবা কঠিন ও অন্ধকার কিছুই নাই। মানুষের অন্তঃকরণ যখন কঠিন হয় তখন সীমাহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। যখন নম্র হয় তখন অপরিসীম স্বচ্ছ হয়। কোরআন শরীফে এই সম্পর্কে নিম্নরূপ উদাহরণ পেশ করা হইয়াছে-

**فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً - وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ -**

**তরজমা ঃ** ইহা পাথর কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। পাথর ও কতক এমন যে, উহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয়। (সূরা বাকারাঃ আয়াত-৭৪)

ক্বলবে যে মরিচা পড়ে তাহা হাদীছ শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

**قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ - قِيْلَ وَمَاجِلَائُهَا - قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ -**

তরজমা ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-"নিশ্চয়ই ক্বলব সমূহে মরিচা ধরে যেমন মরিচা ধরে লোহায়। নিবেদন করা হইল (ইয়া রাসুলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহা পরিষ্কার করার উপায় কি? তদুত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরন করা ও কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা।"

অন্য হাদীছ শরীফে আছে যতক্ষণ মানুষ আল্লাহর যিকর হইতে গাফিল থাকে, ততক্ষণ শয়তান তার শুড় মানুষের ক্বলবে প্রবিষ্ট করিয়া রাখে। তাই শয়তানকে দূর করার জন্য যিকরুল্লাহ প্রয়োজন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

جَدِّدُوْ اِيْمَا نَكُمْ بِلاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه

তরজমা ঃ তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর لَا اِلٰهَ اِلا اللّٰه দ্বারা।

আল্লাহ তায়ালার রহস্য সমূহের মধ্যে একটি হইল এই, আল্লাহ তায়ালার স্বীয় নামের হা অক্ষরে মূল (ه) আকৃতিতে মানুষের ক্বলবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ ক্বলবের আকৃতি (ه) হরফের মত। اللّٰه শব্দের প্রথম হামজাকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট থাকিবে لِلّٰه অতঃপর لِلّٰه শব্দের প্রথম লাম বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকিবে لَه তারপর দ্বিতীয় লাম বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকিবে (ه) যে হু দ্বারা আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্ত্বাকে বুঝানো হইয়াছে। কোরআন শরীফের নিম্নবর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

هُوَ اللّٰه الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَ -

**তরজমা** ঃ তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতিত কোন ইলাহ নাই। (সূরা হাশরঃ আয়াত-২২)

ه"হা" হরফকে মুষ্টি বদ্ধ হাতের আকৃতিতে লিখা হয়। প্রত্যেক মানুষের ক্বলব তাহার মুষ্টির মত থাকে।

মোটকথা ঃ আল্লাহ তায়ালার সাথে মানুষের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। তাই ঈমানের সহিত যিকরুল্লাহর ফলে মুমিনের অন্তঃকরণ আল্লাহ তায়ালার ওয়াহদানিয়াতের নূরে জ্যোতির্ময় হয়। ফলে কোন কোন সময় মুমিনের অন্তঃকরণে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর স্ফুরণ ঘটে। শেষ পর্যায়ে যখন অন্তঃকরণ যিকরুল্লাহ দ্বারা কলুষমুক্ত হয়, তখন যে বস্তুর দিকে অন্তরকে ধাবিত করে সেই বস্তু তাহার অন্তরে প্রতিবিম্বিত হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুশাহাদায়ে রব্বানী রব্বানী বা চির সত্যের দর্শন লাভ করে। এই বিষয়ের প্রতি নিম্নোক্ত হাদীছ শরীফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করিয়াছেন-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰه كَاَنَّكَ تَرَاهُ

**তরজমা** ঃ আল্লাহ তায়ালার ইবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছ।

পরিষ্কার পানির দিকে লক্ষ্য করিলে যেমন আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি

অবলোকন করা যায়, ঠিক সেইভাবে স্বীয় স্বচ্ছ কলুষমুক্ত অন্তঃকরণের দিকে লক্ষ্য করিলে মানুষ সব কিছু অবলোকন করিতে পারে। পানিতে বিবিধ দৃশ্য অবলোকনের কর্মকান্ডকে আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের একটি উপমা হিসাবে পেশ করা যায়। যেমন পরিষ্কার জলাশয়ের নিকট বসিয়া যদি কেহ স্বীয় চেহারা অবলোকন করেন, তবে তাহার নীচে চেহারা দেখিবে। দাঁড়াইয়া যদি অবলোকন করেন তবে দেখিবেন দর্শক যত দূরে চেহারার প্রতিবিম্ব ততদূরে। দাঁড়ানো অবস্থা হইতে যত বেশী পানির দিকে ঝুকিবেন চেহারা তত নিকটে দেখিবেন। এমনকি চেহারা যদি পানির সাথে মিলাইয়া দেন তবে প্রতিবিম্বিত চেহারা মূল চেহারার সাথে মিলিয়া যাইবে। এইভাবে বান্দা আল্লাহ তায়ালার যত বেশী নৈকট্য লাভ করিতে চাহিবে এবং যত বেশী নিকট বলিয়া ধারনা করিবে, ততবেশী নিকটে পাইবে। হাদীসে কুদসীতে রহিয়াছে أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ আমি আমার বান্দার ধারণা মুতাবিক। সেজদা অবস্থায় বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার যতটুকু নৈকট্য লাভ করে অন্য কোন অবস্থায় ততটুকু সম্ভবপর হয় না। আর ঐ নৈকট্য লাভই মানব জীবনের পূর্ণতার চরম পর্যায়। তালিবের জন্য শর্ত হইল তিনি যেন নিম্নোক্ত কবিতায় উল্লিখিত মন মানসিকতার অধিকারী হন।

یابم اورا یا نیابم جستجوئے میکنم
دیدم اورا یا ندیدم آرزوئے میکنم -

তাহাকে পাই বা না পাই অন্বেষণ করিতে থাকিব। দর্শন লাভ করি বা নাই করি আকাঙ্খা পোষণ করিব।

ক্বলব কলুষমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মস্তিষ্ক মানসিকতা কলুষমুক্ত হয়। কেননা ক্বলবের স্বচ্ছতা ও কলুষতার প্রভাবে সমস্ত শরীর প্রভাবিত হয় এবং বিশেষতঃ মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়। মস্তিষ্ক কলুষমুক্ত হইলে তাহার উপরের সুক্ষ্ম আবরণ ও পরিষ্কার হইয়া যায়। উল্লিখিত সুক্ষ্ম পর্দার সম্পর্ক সৃষ্ট জগতের শেষ সীমানার সাথে অর্থাৎ আরশের নীচের সাথে। মানুষের মস্তিষ্কের সুক্ষ্ম ভাগের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে ''লওহে মাহফুজের'' সাথে। তাই মস্তিষ্কের উক্ত অংশকে ''লওহে ইনসানী'' বলা হয়। যেমন কোরআন মজীদ মুখস্থ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রথম প্রথম একটি আয়াত আয়ত্ব করা

মুশকিল হইয়া পড়ে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে বার বার আয়াত সমূহের মস্তিষ্কে আলোড়ন সৃষ্টির ফলে মস্তিষ্কের ময়লা পরিষ্কার হইয়া যায়। ফলে তাহার প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ আয়ত্বে আসেন

এইভাবে মানুষ যখন খালি মনে আল্লাহ তায়ালার প্রতি মনোনিবেশ করে এবং ধ্যান করে তখন তাহার হৃদয়ে মস্তিষ্ক পথে যাহা কিছু আসে তাহা "ইলহাম"। যে কলবে পাহারার সুবন্দোবস্ত আছে, সেই কলবে ইলহাম হইয়া থাকে। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘন্টা ধ্বনির মত যে অহী আসিত তাহা এই শ্রেণীর ছিল।

**মোটকথাঃ** যিক্‌রের দ্বারা যখন কলব পরিষ্কার হইয়া যায় এবং উক্ত কলব দ্বারা সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করা যায়, তখন আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর মারিফত লাভ হয়। (যতটুকু আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া দান করেন) এই ধ্যান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআন কারীমে বাণী প্রদান করিয়াছেন-

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

**তরজমা ঃ** এবং (যাহারা) আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত-১৯১)

এই মারিফত বা পরিচিতির উপর সেই মহব্বতের নির্ভর যে মহব্বত সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -

**তরজমা ঃ** বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন। (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত-৩১)

মারিফত বা পরিচিতি যত অধিক হয় মহব্বত ততটুকু বর্ধিত হয়। ইহার দ্বারা ঈমানী শক্তি বর্ধিত হয় এবং ঈমানের রূপ চমকপ্রদ হয়। এইরূপে প্রকৃত স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত আয়াত শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে-

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً صلے وَنَحْنُ لَهٗ عَا بِدُوْنَ -

**তরজমা ঃ** আল্লাহর রঙ্গে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিক সুন্দর? এবং আমরা তাহারই ইবাদতকারী। (সূরা বাকারাঃ আয়াত-১৩৮)

পৃথিবীতে নানা রং রহিয়াছে। যাবতীয় রং কোন না কোন উপায়ে মিটাইয়া ফেলা যায় কিন্তু মুমিনের কলবে যে ঈমানের রং রহিয়াছে তাহা মুছিয়া ফেলা যায় না। এমনকি আগুনে নিক্ষেপ করিয়া ও সম্ভবপর হয় না। আগুনে নিক্ষেপ করিলে পূর্বের চেয়েও সেই রূপ আরো উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। যেমন নবীগণের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে ও ছাহাবাগণের মধ্যে খাব্বার ইবনুল ইরত (রা.) কে এই বিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়াছে। ঈমানের অপরূপ রঙ্গে রঞ্জিত মানুষের রূপ মৃত্যুর পরও অক্ষুন্ন থাকে। এমনকি যেই স্থানে ঐ ব্যক্তিকে দাফন করা হয় সেই স্থানও তাহার রূপে রঙ্গিন হয় এবং এই স্থানের মর্যাদা ও মাহাত্ম বৃদ্ধি পায়। তাই দেখা যায় বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গের কবরের পরিচিতি পেশ করার সময় সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন আজমীর শরীফ, সিরহিন্দ শরীফ ইত্যাদি।

**মোটকথা ঃ** প্রেমের শিকলে আবদ্ধ মানুষের অন্তরে যে আলোকবর্তিকার সৃষ্টি হয় তাহা দুনিয়ার জীবন শেষ করার পরও অক্ষুন্ন থাকে এবং কবরের মাটিকেও আলোকিত করে। যেমন বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুত প্রবাহিত থাকিলে মাটির নীচে ও পানির নীচে বাতি জ্বালানো যায়। তদ্রুপ বুজুর্গানে কেরামের মৃত্যুর পরও মানুষ তাহাদের দ্বারা উপকৃত হয়।

## প্রত্যেক বস্তু তাহার স্বজাতিকে অন্বেষণ করে

کند ہم جنس باہم جنس پرواز

کبوتر باکبوتر باز باباز

প্রত্যেকই স্বজাতির সঙ্গে উড়ে। কপোত কপোতের সাথে, বাজপাখী বাজ পাখীর সাথে।

আল্লাহ প্রেমিকগণের সাথে বিশিষ্ট ও সাধারণ মুসলমানগণের অন্তরের সম্পর্ক তাহাদের জীবদ্দশায়ও থাকে এবং মৃত্যুর পরও থাকে। তাই বুজুর্গানে কেরামের মাযারে মানুষের ভীড় লাগিয়াই থাকে। বুজুর্গানে কেরামকে সুপারিশের যোগ্য বিবেচনা করিয়া অনেকে নিজ নিজ হাজত লইয়া সেখানে যায়। আল্লাহ তায়ালা ওলিগণের অছিলায় হাজত পূরণ করেন। কিন্তু যে সকল মুসলমান আল্লাহর ওলিগণকে অপছন্দ করে তাহারা কাছেও আসে না। এদের অন্তর রোগাক্রান্ত, তাহারা অপারগ। কেননা রোগীর মুখে সুস্বাদু বস্তু তিক্ত মনে হয়। চাহিদা ও রুচিবিরুদ্ধ বস্তু অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। যেমন মেথরের জন্য সুগন্ধি দ্রব্য ক্ষতিকারক। ইমাম দমিরী (র.) লিখিয়াছেন যে, গোবর পোকার উপর যদি গোলাপ জল ছিটানো হয় তাহা হইলে সে মরিয়া যায়। অনুরূপভাবে সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রান লইলে শকুনী মরিয়া যাইবে।

## কুফর, নেফাক, আত্মদাম্ভিকতা

মানুষের আত্মশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তাহার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অপছন্দ করে। ফলে আত্মশুদ্ধিকল্পে যে সকল ব্যক্তির সাহচর্য্যের প্রয়োজন তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। এই অবাঞ্চিত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় মক্কাবাসীদের অনেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সংস্পর্শ হইতে দুরে রহিয়া গেল। এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণ প্রধানতঃ ক) কুফর খ) নেফাক গ) আত্মদাম্ভিকতা। বরং আত্মদাম্ভিকতায় মুনাফিক স্বভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

## ওছিলা

কোন ওছিলা ও কারণ ব্যতীত দুনিয়াতে কিছুই হয় না। তাই দুনিয়াকে "আলমে আসবাব" উপকরণ নির্ভরশীল জগত বলা হইয়াছে। ওছিলা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ۔

**তরজমাঃ** হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের ওছিলা অন্বেষণ কর। (সূরা মায়েদাঃ আয়াত-৩৫)

প্রকৃত পক্ষে ইবাদত মকবুল হওয়ার জন্য ওছিলার প্রয়োজন। যেমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের জন্য নামাযের শেষের দুরূদ শরীফকে ওছিলার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণের ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুরূদ শরীফ ওছিলা। আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইছতেছকার দোয়ার সময় হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হস্তকে ওছিলা স্বরূপ স্বীয় হস্তে উঠাইয়া লইয়াছিলেন।

**মোটকথা-** ওছিলা অবলম্বন করার এই পদ্ধতি উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সব সময় প্রচলিত আছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আল্লাহ তায়ালার সমীপে দরখাস্ত পেশ করার সময় লোক অন্য নেক মানুষের ওছিলা পেশ করিয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ পালনে অগ্রগামী হওয়ার কারণে যখন কোন নেক ব্যক্তিকে আমরা স্নেহ করি তখন সেই স্নেহই আল্লাহ তায়ালার মহব্বত হাছিলের একটি উপকরণ হইয়া যায়। যেমন আবু সুফিয়ান যদি হযরত আব্বাসের (রা.) ওছিলা না পাইতেন তবে আবু সুফিয়ানের প্রাণ রক্ষার বাহ্যত অন্য কোন উপায় ছিল না। আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাহার স্ত্রীর ওছিলা লাভ করিতে না পারিলে সমূদ্রে ডুবিয়া মরিতেন।

**মোটকথা-**জীবিত, মৃত, মানুষ ও পশু সকলের জন্য উন্নতি ও পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে ওছিলা অবলম্বন করিতে হয়। ইহা চিরন্তন নিয়ম। ওছিলার ফলে নগন্য বস্তুও উন্নত মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১) মুসা (আ.) এর লাঠি ২) ঈসা (আ.) এর গাধা ৩) উস্তুনে হান্নানা ৪) ছালেহ (আ.) এর উষ্ট্রি ৫) আছহাবে কাহফের কুকুর ৬) উহুদ পাহাড় ইত্যাদি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহের পরশে ধন্য প্রত্যেকটি জিনিস বরকতময় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ছাহাবাগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন একদল ছাহাবী বদরের জিহাদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করিয়া বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। ঐ বদর জিহাদে ফেরেশতাগণের মধ্য হইতে একটি দল অংশ গ্রহণ করার ফলে আকাশ বাসীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।

এইভাবে কাবা শরীফের গিলাফ ও কোরআন শরীফের জামলী যথাক্রমে কাবা শরীফ ও কোরআন শরীফের ওছিলায় মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। মুমিন ব্যক্তি যেই স্থানে ইবাদত করেন সেই স্থানটিতেও এক ধরণের আধ্যাত্মিক গুণ সৃষ্টি হয়। যেমন হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, মুমিন ব্যক্তি যেই স্থানে সেজদা করিয়া থাকেন সেই স্থানটি তাহার মৃত্যুর পর ফরিয়াদ করে। আল্লাহ তায়ালা কোন কোন কর্মকে ওছিলাসহ সম্পন্ন করান, যেমন আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) এর লিখিত পত্রের ওছিলায় নীল নদের অবাধ্যতা দূর করা। দুদুল্যমান তকদীর দোয়ার ওছিলায় পরিবর্তিত করা। ছদ্‌কার ওছিলায় বিপদ দূর করা ইত্যাদি। এইভাবে মানব সন্তান পিতা-মাতার ওছিলায় মুমিন অথবা কাফির হওয়া। যেমন হাদীছ শরীফে আছে-

فَاَ بَوَاهُ يُهَوِّ دَانِهِ وَيُمَجِّسَا نِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ-

অতঃপর তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ইয়াহুদী, অগ্নিপুজক ও নাছারায় পরিণত করে।

সুবিখ্যাত উক্তি রহিয়াছে الصحبة موثره সাহচর্য প্রভাবিত করে এবং

صحبت صالح تراصالح کند

**তরজমা ঃ** উত্তম মানুষের সাহচর্য তোমাকেও উত্তম করিবে।

আল্লাহ তায়ালা পাক কালামে ইর্শাদ করেন-

كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ-

**তরজমা ঃ** তোমরা সত্যবাদীদিগের সঙ্গী হও (সূরা তাওবাহঃ আয়াত-১১৯)।

এই আয়াত শরীফে যে সাহচর্য বুঝানো হইয়াছে তাহার জন্য দৈহিক নৈকট্যই যথেষ্ট নহে। যেমন সাক্ষাৎ না হওয়া সত্ত্বেও ওয়েছ করণী (রা.) পূর্ণ সফলতা লাভ করেন। ইয়ামনী আশিকের মত অগণিত বুজুর্গানে কেরাম বাহ্যিক সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ সফলকাম হইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওলাদতের পূর্বে যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস ও মহব্বত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন,

যদিও তাহারা আহলে ফিতরত তবুও তাহারা নাজাত পাইয়াছেন।

সাক্ষাৎ বা সহাবস্থানই যথেষ্ট নয়, যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল ইসলাম গ্রহণ করিয়া ইসলামের নির্দেশ পালন করা সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্থ ও বঞ্চিত হইয়া গেল। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল না। উল্লেখিত সাহচর্যের ধারাবাহিক প্রবাহ তরিকত সৃষ্টি করিয়াছে।

মুর্শিদ ঃ রুহানী শক্তির বলে পথ প্রদর্শনকারীকে মুর্শিদ বলা হয়

মুরিদ ঃ বিশ্বাসের সহিত রুহানী শক্তি হইতে যিনি উপকৃত হইতে চান তিনি মুরিদ। আশিক যেমন তাহার চোখের দৃষ্টি দ্বারা মা'শুকের অন্তরে মহব্বতের আগুন জ্বালাইয়া দেয় ঠিক সেইভাবে ছিলছিলার মাধ্যমে মহব্বতের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুরিদ ও মুর্শিদের মধ্যে পরস্পর যুগসূত্র সৃষ্টি হয়। সত্যিকারের তালিব হইলে মুর্শিদের সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হন এবং মুর্শিদ স্বীয় ক্বলবের ভাব মুরিদের ক্বলবে ঢালিয়া দিতে সক্ষম হন। কোন কোন মুরিদ নিজ মুর্শিদকে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় গোলাম বলিয়া বিশ্বাস রাখেন, ফলে মনযিল অতিক্রম করিতে পারেন।

پیر من خس است - واعتقاد من بس است

**তরজমা ঃ** পীরের উপর আমার বিশ্বাসই যথেষ্ট যদিও তিনি তৃণতুল্য।

কোন কোন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ কাবা শরীফের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আল্লাহ তায়ালার জালাল দর্শনে অভিভুত হন।

## মানব সৃষ্টির মধ্যে শিক্ষনীয় নিদর্শন

হযরত আদম (আ.)-এর জন্মের পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যাহারা দুনিয়াতে আসিবে তাহাদের দেহের বিশেষ কয়েকটি অঙ্গের বিশেষ রং আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। যেমন চোখের অভ্যন্তরে সাদা ও কালো রং, হাতের তালুতে বাদামী রং, নখের ধুসর রং, তবে কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোন লোক আসিবে না যাহাকে অন্য লোক হইতে আলাদা করার মত কোন বিশেষ চিহ্ন

নাই। অর্থাৎ কোন দুই ব্যক্তি কখনও বরাবর হইবে না।

এই রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে-

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ -

**তরজমা ঃ** অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান। (সূরা মুমিনঃ আয়াত-১৪)

আল্লাহ তায়ালার আশ্চর্যজনক সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে ইহাও যে, চোখের কালো মনি হইতে দৃষ্টি শক্তির জ্যোতি বাহির করিয়াছেন। আবার জ্যোতি হইতে অন্ধকারকে প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন নখের সফেদ অংশ হইতে নখের অগ্রভাগ বাহির করিয়াছেন।

সৃষ্টি জগতে যাহা কিছু আছে, মানুষের অভ্যন্তরে এমন সব কিছুরই উদাহরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই পৃথিবীকে শ্রেষ্ঠ জগত এবং মানুষকে ক্ষুদ্র জগত বলা হয়। যেমন মানুষের দেহের মধ্যে কলব হইল বাদশাহ, তাহার উজির জিহবা (বাক শক্তি), সভাসদ ও কর্মকর্তা হইল বিবিধ অঙ্গ। তাহার মূল পুঁজি জীবন। তাই দেখা যায় কলবের আনন্দ ও বিষাদ সমস্ত শরীরকে প্রভাবিত করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

اِنَّ فِىْ الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ - وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ - اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ -

**তরজমা ঃ** দেহের মধ্যে একটি মাংস পিন্ড রহিয়াছে। ইহা সংশোধন হইলে সমস্ত দেহ সংশোধন হইয়া যায় এবং ইহা বিনষ্ট হইলে সমস্ত দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। সাবধান ইহাই ক্বলব।

উপরন্ত মানুষের ভাল মন্দের নির্ভরতা হইল এই কলবের উপর। মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গে গোপন শক্তি আমানত রাখা হইয়াছে। যেমন শরীরের সবচেয়ে দুর্বল অঙ্গ চুল। চুলের মধ্যে শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, বাক শক্তি, অনুভূতি শক্তি ইত্যাদি রহিয়াছে। তাহা নিম্নোদ্ধৃত পবিত্র আয়াত শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ-

**তরজমা ঃ** আমি যখন তাহাদিগকে আহবান করি যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর, উহারা কানে অঙ্গুলি দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজদিগকে। (সূরা নুহঃ আয়াত-৭)

নূহের (আ.) বাণী শ্রবণ না করার জন্য তাহার কওম যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই এই আয়াত শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত নূহের (আ.) বাণী শ্রবণ না করার জন্য শুধুমাত্র তাহাদের উভয় কান ঢাকিয়া ফেলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাহারা স্বীয় শরীরকেও মোটা কাপড়ে আবৃত করিয়াছিল এই জন্য যে, নূহের (আ.) বাণী যাহাতে তাহাদিগকে আদৌ প্রভাবিত না করিতে পারে। কাপড় দ্বারা শরীর ঢাকিয়া ফেলার কারণ কি ছিল এই সম্পর্কে তাফসীর সমূহে নিম্নলিখিত কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে। মানুষের প্রতি লোমে ও লোমকূপে শ্রবণ শক্তি রহিয়াছে। তাই সমস্ত শরীর ঢাকিয়াছিল এই সন্দেহে যে, লোম কূপের মাধ্যমে আওয়াজ শরীরে প্রবেশ করিবে। তাহাছাড়া বিষয়টি যে সত্য তাহা পরীক্ষিত। যেমন কোন ব্যক্তির সমস্ত শরীর যদি জলে নিমজ্জিত থাকে তবে সে আহবানকারীর আওয়াজ শ্রবণ করিতে পারে না। কিন্তু তাহার শরীরের কিয়দংশ বা মাথার চুল পানির উপর ভাসমান থাকিলে শুনিতে পায়; কান জলে নিমজ্জিত থাকিলেও।

সমস্ত শরীরে যে এক ধরণের দর্শন শক্তি রহিয়াছে তাহার প্রমাণ অন্ধকার কুঠরীতে আবদ্ধ ব্যক্তির যদি দেহের কিয়দংশ এমনকি সামান্য চুলও আলোর পরশ পায় তবে এই আলোর প্রতিফলন সমস্ত শরীরে পরিলক্ষিত হইবে। এইভাবে যদি কোন ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ করিয়া জলে বা স্থলে বসিয়া থাকে তবে সে সূর্য উদিত কি অস্তমিত তাহা দেখিতে পাইবে। এমনকি সূর্যের আলো কখন মেঘের আবরণে ঢাকা পড়িতেছে আর কখন মেঘমুক্ত হইয়া কিরণ বিকিরণ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিবে।

সমস্ত শরীরে যে এক ধরণের বাক শক্তি রহিয়াছে তাহার প্রমাণ কোরআন শরীফে রহিয়াছে-

وَاِنْ مِّنْ شَيْئٍ اِلَّايُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ-

**তরজমা ঃ** এমন কিছুই নাই যাহা তাহার প্রশংসা,পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। (সূরা বনি ইসরাইলঃ আয়াত-৪৪)

কেননা চুল সমূহ شيى বা বস্তুর অন্তর্ভূক্ত। তাহাছাড়া নিম্নোদ্ধৃত আয়াত শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানব দেহের প্রতিটি অংশের বাকশক্তি রহিয়াছে। তাই মানব দেহ আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ ও যিক্র করিতে সক্ষম।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

**তরজমা ঃ** আমি আজ ইহাদিগের মুখ মোহর করিয়া দিব, ইহাদিগের হস্ত কথা বলিবে আমার সহিত এবং ইহাদিগের চরণ সাক্ষ্য দিবে ইহাদিগের কৃতকর্মের। (সূরা ইয়াসিনঃ আয়াত-৬৫)

মানুষের দেহের মধ্যে রহমত, গজব, মহব্বত শত্রুতা ইত্যাদি প্রকাশের যোগ্যতা রহিয়াছে। জিহবা যেমন মানুষের ক্বলবের মুখপাত্র চক্ষুও তেমন। জিহবা ও চক্ষুর মধ্যে কেবল মাত্র পার্থক্য হইল এই যে, জিহবা ক্বলবের মুখপাত্রের কর্ম সম্পাদন করে শব্দের দ্বারা। চক্ষু মুখপাত্রের কর্ম সম্পাদন করে নিঃশব্দে। মানুষ চোখে না দেখিয়া কল্পিত কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি তার ক্বলবে আহরণ করিতে পারে। চোখের মধ্যে এমন শক্তি রহিয়াছে যে, সে রশ্মির সাথে চোখের সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া বাতাসে উড়িতে পারে। যদিও তাহা যাদু বিদ্যার অন্তর্ভূক্ত। তাহাছাড়া মানুষের মধ্যে আভ্যন্তরীণ একটি চক্ষু রহিয়াছে। সে চোখে রহিয়াছে ধ্যানের শক্তি, যে দৃষ্টির ধ্যানের মাধ্যমে আহরিত কল্পিত জ্ঞানের দ্বারা কল্পিত বস্তু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়। ইহাকে চিন্তা শক্তি বা গবেষণা শক্তি বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচিতি নিম্নরূপ প্রদান করিয়াছেন। আয়াত-

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-

**তরজমা ঃ** এবং (যাহারা) আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত-১৯১)

মোটকথা ঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গে যে শক্তি আমানত রাখিয়াছেন, মানুষ যদি তাহা সঠিক কর্মে প্রয়োগ না করে তবে মানুষ পশু বা তার চেয়ে অধম জীবে পরিণত হয়। আল্লাহ তায়ালা এই সকল লোক সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন-

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّايَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّايُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّايَسْمَعُوْنَ بِهَا ج اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُم اَضَلُّ ج اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ -

**তরজমা ঃ** আমি তো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদিগের হৃদয় আছে কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না। তাহাদিগের চক্ষু আছে তদ্বারা তাহারা দেখে না এবং তাহাদিগের কর্ণ আছে তদ্বারা শ্রবণ করে না। উহারা পশুর ন্যায়, বরং ইহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত। তাহারাই গাফিল (সূরা আরাফঃ আয়াত-১৭৯)

তাই বলা হয় মানুষকে তার আভ্যন্তরীণ সঠিক কর্ম ও আভ্যন্তরীণ সংশোধন হইতে বিরত রাখার অর্থ হইল মানুষকে পশুর স্তরে নামাইয়া দেওয়া। যদি খেজুরবীজকে দীর্ঘকাল টাকচার মধ্যে রাখা হয় তবে সেই বীজ বীজই রহিয়া যাইবে। অন্য দিকে যদি এই বীজকে মাটি ও পানির সংস্পর্শে লইয়া যাওয়া হয় তবে সেই বীজ হইতে খেজুর বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে এবং পুনরায় খেজুর উৎপাদন করিবে।

এইভাবে মানুষকে যতক্ষন চরিত্র সংশোধনকারী ব্যক্তিবর্গ (ছালেহীন) হইতে দূরে রাখা হইবে ততক্ষণ সে নিষ্ফল থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ে ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ -

**তরজমা ঃ** হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। (সূরা তাওবাহ ঃ আয়াত-১১৯)

উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ মুতাবিক যখন কোন ব্যক্তির ছাদিকীনগণের

সাহচর্য নছিব হয় তখন তাহার মধ্যে ছাদিকীনের অবস্থা সৃষ্টি হয়। যেমন অগ্নির সংস্পর্শে আসার ফলে লোহার মধ্যে আগুনের মত দাহিকা শক্তির সৃষ্টি হয় এবং ক্ষুদ্র একটি পাত্রের পানি সমূদ্রের সাথে মিশিয়া গেলে সেই পানিতেও উদ্বেলিত সমূদ্রের অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহাই হইল ওছিলার উপকারিতা, যে ওছিলার ফলে লৌহ অগ্নিতে রূপান্তরিত হয় এবং পেয়ালার পানি সমূদ্রের পানিতে রূপান্তরিত হয়। বুজুর্গানে কেরাম বলিয়াছেন-

هیچ چیزے خود بخود چیزے نشد

هیچ آهن خود بخود تیغ نشد

**তরজমা ঃ** কোন বস্তু নিজে নিজে বস্তু হইতে পারে নাই। যেমন লৌহ নিজে নিজে তরবারী হইতে পারে নাই।

যেইভাবে আল্লাহ তায়ালা সন্তানের পিতা-মাতাকে তাহার শিক্ষার জিম্মাদার করিয়াছেন। সেইভাবে এক মুমিনকে অন্য মুমিনের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়াছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهِ-

**তরজমা ঃ** তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল, প্রত্যেককেই তাহার অধিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

সৃষ্টির সব কিছুর উবুদিয়ত (আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের) গুণ রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন-

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا-

**তরজমা ঃ** আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হইবে না বান্দারূপে। (সূরা মরিয়মঃ আয়াত-৯৩)

এই উবুদিয়ত (অর্থাৎ ইবাদত করার গুণ) খোদা প্রদত্ত স্বভাবসুলভ। কিন্তু মানুষের এই গুণ এখতেয়ারী অর্থাৎ নিজেই এই গুণে গুণান্বিত হইতে হয়। ইহাই মানব সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা অন্য এক আয়াত শরীফে

ফরমাইয়াছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۔

**তরজমা ঃ** আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে। (সূরা যারিয়াতঃ আয়াত-৫৬)

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল যেন তাহার সর্বাঙ্গ দ্বারা উবুদিয়তের হক আদায় করে। মানুষের উবুদিয়ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, সংক্ষিপ্ত ও প্রশস্থ। এই প্রশস্থ ইবাদতকে তাসাউফ বলা হয়। ইহাই আসল মানবতার রূপ। বুজুর্গানে কেরাম বলিয়াছেন-

آدمی را آدمیت لازم است

عود را گر بو نباشد ہیزم است

তরজমা ঃ মানুষের জন্য মানবতা অপরিহার্য। আগর কাঠে যদি সুগন্ধ না থাকে তবে তাহা সাধারণ বৃক্ষ।

**মোটকথা ঃ** শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে উবুদিয়তের মধ্যে দাখিল করার জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন হয়। তাই তাসাউফের ধারক ও বাহকগণ সমস্ত দেহ কোষকে যিক্রুল্লায় অভ্যস্ত করেন। নির্দেশ পালন করার পিছনে নির্দেশ দাতার প্রতি মহব্বত থাকা জরুরী। আবার মহব্বত হাছিল করার জন্য যিক্‌র করা জরুরী। কোন কিছু লাভ করার জন্য যাহা অপরিহার্য তাহা লাভ করার প্রচেষ্টাও অপরিহার্য। অর্থাৎ মান্যতার জন্য মহব্বত এবং মহব্বতের জন্য যিক্‌র অপরিহার্য্য। ফল দাঁড়াইবে এই مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَه যে যাহা পছন্দ করে সে তাহার আলোচনায় পঞ্চমুখ।

সুতরাং দেখা গেল যিক্‌রের দ্বারা মহব্বত এবং মহব্বতের দ্বারা নির্দেশ পালন করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

تعصى الاله وتظهر حبه ☆ هذا لعمرى فى الفعال بديع۔

لو كنت صادقا فيحبه لا طعته ☆ المحب لمن يحب مطيع۔

**তরজমা ঃ** আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী কর তবু আল্লাহ তায়ালার মহব্বত

রহিয়াছে বলিয়া দাবী কর। আমার জীবনের শপথ! ইহা এক অভিনব কর্ম। তুমি সত্যিকার আল্লাহ তায়ালাকে ভাল বাসিলে তাহার নির্দেশ পালন করিতে। নিশ্চয় যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার নির্দেশ পালন করে।

যেহেতু মানুষ তাহার পূর্ব অভ্যাস মত কর্ম করে। নিদ্রাগমনের সময় যে আমল করা হয়, ঐ আমল সারা রাত আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। মুসলমানগণ একবাক্যে যাহাদিগকে পথের দিশারী ও মুর্শিদ বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছেন, তাহারা মানুষের সর্বশেষ শ্বাসকে যিক্‌রে অভ্যস্থ করার তালিম দিয়াছেন। মানুষের জীবনাবসান হইবে শেষ নিঃশ্বাসের সাথে। এদিকে لاالـه হইতে الاالله এর উপর জীবন শেষ হওয়া উত্তম। তাই নিঃশ্বাস ফেলার সময় الاالله অভ্যাস করাকে অধিকাংশ বুজুর্গানে কেরাম পছন্দ করিয়াছেন। আবার অনেকে তাহার বিপরীত। এই যিক্‌রকে পাস আনপাস বলা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

طُوْبٰى لِمَنْ مَاتَ وَلِسَانُهُ رَطَبَةٌ بِذِكْرِ اللّٰهِ۔

**তরজমা ঃ** সেই ব্যক্তির জন্য শুভ সংবাদ যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল যে, তাহার রসনা আল্লাহ তায়ালার যিক্‌রে সিক্ত।

তাই বলা যায় মানুষের জীবনের অন্তিম ইচ্ছা হইল যে, সে জীবনের শেষে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিতে করিতে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে পৌঁছে। এই যিক্‌রের অভ্যাস দ্বারা খাতিমা বিল খায়ের আশা করা যায়। এইভাবে যিক্‌রের অভ্যাস করিলে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বাণী-

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُم

**তরজমা ঃ** সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত-১৫২)

হাদিসে কুদসী مَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ

**তরজমা ঃ** আমাকে যে অন্তর দিয়া স্মরণ করে আমিও তাহাকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করি।

তাহাছাড়া এই যিক্‌রকারী ব্যক্তির ক্বলবের উপর শয়তান হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সুতরাং যিক্‌র দ্বারা ক্বলবের পাহারারও ব্যবস্থা হইয়া যায়।

উপকরণের জগতে ওছিলা ব্যতীত কোন কিছু হয় না। এই নিয়মে কোন কিছুকে পবিত্র করার জন্য কোন ওছিলা প্রয়োজন। সুতরাং মুশরিকরা যখন পবিত্র কাবা শরীফকে ভুতখানায় রূপান্তরিত করিয়াছিল, তখন কাবা শরীফকে পাক করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। বনি ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল হইতে রক্ষা করিয়া নদী পার হইয়া আসার জন্য হযরত মুসার (আ.) লাঠিখানা দ্বারা আঘাত করিতে হইয়াছিল। এমনিভাবে মানুষের সংশোধনের জন্য কিছু উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়।

মানুষের শরীরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হইল **قلب** যে ক্বলব শরীরের জন্য কাবার তুল্য। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

**اِنَّ فِىْ الْـجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاوَهِىَ الْقَلْبُ -**

তরজমা ঃ নিশ্চয় দেহের মধ্যে একটি মাংস পিন্ড রহিয়াছে ইহা সংশোধন হইলে সমস্ত দেহ সংশোধন হইয়া যায় এবং ইহা বিনষ্ট হইলে সমস্ত দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। সাবধান ইহাই ক্বলব।

নির্ধারিত নিয়ম হইল কোন বস্তুর অভ্যন্তর ভাগ সম্পূর্ণ শূন্য থাকিতে পারে না। বরং তাহা কোন কিছু দ্বারা পূর্ণ থাকিতে হয়। কোন পাত্র হইতে একটি জিনিস বহিষ্কার করিলে অন্যটি তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। মানুষ যদি **لااله** দ্বারা তার ক্বলবকে খালি করে, তবে **الا اللّٰـــه** এর সাহায্যে ওয়াহদানিয়াতের নূরে ক্বলবকে পূর্ণ করিতে পারিবে। ক্বলবে যে সকল কথা উদিত হয় তাহা যেমন নিন্দনীয় তেমন প্রশংসনীয়। আর্থাৎ সব কথা নিন্দনীয় নয়। অন্যায় লোভ মানুষকে যারপর নাই লাঞ্চিত করে। কিন্তু নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে লোভ মানুষকে সম্মানিত করে ও উচচ মর্যাদা দান করে। আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন-

وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ -

**তরজমা** ঃ এবং তাঁহাকে (আল্লাহকে) ভয় ও আশার সহিত ডাক। আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়নদিগের নিকটবর্তী। (সূরা আ'রাফঃ আয়াত-৫৬)

এইভাবে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর উহাকে চাপাইয়া দেন। আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা প্রশংসনীয়; কিন্তু তাহার বিপরীতে মহব্বত নিন্দনীয়। আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতের দ্বারা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়; এবং আল্লাহর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কোরআন শরীফ, কাবা শরীফ, আউলিয়ায়ে কেরাম, উলামায়ে কেরাম এর সাথে মহব্বতের ফলে আল্লাহ তায়ালার সাথে মহব্বত সৃষ্টি হয়। এইভাবে দুনিয়ার সব কিছুর মহব্বতকে আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে রূপান্তরিত করা যায়। প্রকৃত পক্ষে ইহার মধ্যেই ইশকের রহস্য গুপ্ত রহিয়াছে।

پائے سگ بو سیدہ مجنون خلق پرسید اینچہ شد
گفت ایں سگ گاہ گہ در کوے لیلی رفتہ بود

মজনুকে একটি কুকুরের পায়ে চুম্বন করিতে দেখিয়া লোকেরা বলিল এ আবার কি? সে বলল এই কুকুরটি কখনও লায়লীর আবাসস্থলে বিচরণ করিত।

তাসাউফের লক্ষ্য হইল পাগলামী বর্জন করা। পাগল ৫ প্রকার। ১) জিন দ্বারা আক্রান্ত পাগল। ২) নেশাদ্রব্য সেবন করার ফলে পাগল; যাহাকে নেশাখোর বলা হয়। ৩) মস্তিষ্কে রক্তচাপ সৃষ্টির ফলে পাগল। ৪) মাত্রাতিরিক্ত ভীতির সঞ্চার হওয়ার ফলে পাগল। যাহাকে "মদহুশ" বলা হয়। ৫) مفتون যে নিজ কর্মকেই বড় করিয়া দেখে। প্রমাণাদি ছাড়াই দাবী করিয়া বসে। স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু হইলে দিশেহারা ও জ্ঞানহারা হইয়া পাগলের মত আচরণ করে।

**মোটকথাঃ** পাগল তাহার কর্মের পরিণাম ফল সম্পর্কে চিন্তা করে না। কর্মের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কাজটি কোন ব্যক্তির নির্দেশে হউক বা

স্বেচ্ছায়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রত্যেকটি কর্মের পিছনে একটি উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন এবং কর্মের ফলাফল বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। আল্লাহ তায়ালা পাক কালামে ফরমাইয়াছেন-

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاَهْدٰى سَبِيْلًا -

**তরজমাঃ** বল, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি (নিয়ত) অনুযায়ী আমল করিয়া থাকে এবং তোমাদের রব সর্বাপেক্ষা বেশী অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল। (সূরা বনি ইসরাইলঃ আয়াত-৮৪)

আয়াত শরীফের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম সম্পাদন করা উচিত। অভ্যাস মত নামাজ রোজা ইত্যাদি কর্ম সকলেই করিতে পারে।

তাসাউফের মূল লক্ষ্য হইল মানুষ যেন তাহার জীবনের সব কর্ম একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে করিতে সক্ষম হয়। কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা বাণী প্রদান করিয়াছেন-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -
لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰا لِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

**তরজমাঃ** বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ রাব্বুল আলামিন আল্লাহরই জন্য। তাহার কোন শরীক নাই এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি আর আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরা আনআমঃ আয়াত-১৬২)

তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য হইল নির্ভেজাল হওয়া। স্বর্ণকে যেমন খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করিতে হইলে পুড়িতে হয়। তেমন মানুষকে খাঁটি মানুষে পরিণত করিতে হইলে ইশ্‌কের আগুন ও মহব্বতের প্রয়োজন হয়। সে মহব্বতকে অভিভুত হওয়ার উপকরণ সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তাই ঈমানের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে অভিভুত হওয়া। যেহেতু কাহারো প্রতি স্নেহ মমতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাহার বাধ্য হওয়া যায় না।

যে তাহার মাহবুবের অবাধ্য নয় সে-ই যথার্থ প্রেমিক। দ্বীন বলিতে

খুলুছিয়তকেই বুঝায় (কৃত্রিমতাকে নয়)। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন-

الدين النصيحة ـ الدين النصيحة ـ الدين النصيحة ـ قيل لمن يارسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولرسوله ولائمة السلمين ولعامتهم ـ الحديث

**তরজমাঃ** দ্বীন হইল মঙ্গল কামনা করা, দ্বীন হইল মঙ্গল কামনা করা, দ্বীন হইল মঙ্গল কামনা করা। নিবেদন করা হইল, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কার মঙ্গল কামনা করা? উত্তর দিলেন-আল্লাহ, তাহার রাসুল, মুসলমানদের ইমাম এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।

## মধ্য রেখা

মানব দেহের ঠিক মধ্যস্থলে একটি সোজা রেখা কল্পনা করা হইয়াছে। (অর্থাৎ মানুষের শরীর লম্বালম্বি দুইভাগে বিভক্ত) উভয় অংশ সমান, কিন্তু পুরুষের বাম অংশে পাজরের একটি হাড় নাই। যেই হাড়টি মেয়েলোককে দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মানুষের পাশে মেয়েলি স্বভাবের কেন্দ্রস্থল। তরিকার বুজুর্গানে কেরাম হইতে বর্ণিত আছে যে, মানুষের বাম হাটুর পাশে একটি মোটা শিরা আছে, যে শিরাটিকে কিমাছ বলা হয়। এই রগটি শয়তান প্রবেশের রাস্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাই যিক্‌রে বসার সময় এই শিরাটি চাপিয়া ধরিয়া যিক্‌রে বসা উচিত।

সন্তানসম্ভবা মহিলার জরায়ুর বাম পাশে যখন সন্তান অবস্থান করে তখন মেয়ে সন্তান রহিয়াছে বলিয়া চিকিৎসকগণ ধারণা করেন। শরীয়তের বিধান মুতাবিক নোংরা বস্তু হইতে পবিত্রতা অর্জনের সময় বামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যেমন পায়খানায় প্রবেশ করার সময় বাম পা আগে ফেলিতে হয়। কিন্তু অন্যান্য বরকতময় বিষয় সম্পন্ন করার সময় ডান দিককে প্রধান্য দেওয়া হয়। যেমন মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে ফেলিতে হয় এবং কোরআন শরীফ স্পর্শ করার সময় ডান হাত অগ্রে ব্যবহার করা হয়। তাহাছাড়া বুজুর্গানে কেরাম বাম পার্শ্ব হইতে আগত (কৃত্রিম) জ্যোতিকে শয়তানের দ্বারা প্রকাশিত

আলো বলিয়া মনে করেন।

**মোটকথা**-মানুষের ডান পার্শ্ব রহমানিয়াতের কেন্দ্র এবং বাম পার্শ্ব শয়তানের কেন্দ্র বলিয়া প্রমাণিত। আবার মানব দেহের (সর্বাপেক্ষা অধিক মুল্যবান অংশ) ক্বলব বাম পার্শ্বে অবস্থিত। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম হইল মূল্যবান সম্পদকে নোংরা বস্তু ঘেরাও করিয়া রাখে। যেমন কাঁটার মাঝখানে ফূল, ঝিনুকের নোংরা পেটে মোতি, সর্পবেষ্টিত লাল ইত্যাদি। জান্নাতও কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্বলবকে দেহের অপেক্ষাকৃত নোংরা অংশের মধ্যে রাখার পিছনে যে সকল কারণ বিদ্যমান তন্মধ্যে ইহাও যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফতেহ মক্কার সময় যেভাবে মুর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া কা'বা শরীফকে পরিষ্কার করিয়াছিলেন, সেইভাবে মুমিন যেন তাহার সমস্ত শরীর যিকরুল্লাহ দ্বারা দখল করার পর তাহার দেহের কা'বা অর্থাৎ ক্বলবকে শয়তানের অধিকার হইতে মুক্ত করে। এদিকে নক্শবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকার এই প্রচেষ্টা ক্বলব হইতেই আরম্ভ করা হয়। হযরত বাহা উদ্দিন নক্শবন্দী (র.) বলিয়াছেন-

اول ما آخر هر منتهی است

آخر ما جیب تمنا تهی است

উন্নতির চরম শিখরে আরোহনকারীর স্তর হইতে আমাদের প্রচেষ্টা আরম্ভ। আমাদের আকাঙ্খার পরিণতি শূন্য থলি।

আল্লাহ তায়ালা কোন বস্তু সৃষ্টির সূচনাতেই তাহার মধ্যে ক্ষতি সাধনের ও উপকার করার উভয়বিদ গুণ সমপরিমাণ লুক্কায়িত রাখেন। যেমন মধু মক্ষিকার মুখ গহ'বরের অর্ধাংশ মধু উৎপাদন করে এবং অপর অর্ধাংশ বিষ উদগিরণ করে। সৃষ্ট জীব তাহার ক্ষতি সাধনের প্রবৃত্তিকে পরিহার করিয়া উপকৃত হইতে চায়।

মানুষ তাহার অনিষ্টকর প্রবৃত্তিকে সাধনা ও পরিশ্রমের দ্বারা সংশোধন করিয়া লয়। এই সংশোধনেরও উপকরণ হইতেছে আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত, আল্লাহ তায়ালার কালাম ও আল্লাহ তায়ালার যিক্র। ইহার দ্বারা অন্ধকার দূরিভুত

হইয়া মন অনাবিল শান্তিতে ভরপুর হয়। তবে এই পর্যায়ে পৌছার জন্য এমন যিক্‌রের প্রয়োজন যাহা ফিকর বা ধ্যানের স্তরে পৌছাইয়া দেয়। তাই হৃদয়কে অনাবিল শান্তিতে ভরপুর করার জন্য ফিক্‌র সহ যিক্‌রের প্রয়োজন। যেমন্‌ আল্লাহ তায়ালা বাণী প্রদান করিয়াছেন-

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُ
ولِى الْاَلْبَابِ ۭ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا
ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔

**তরজমা ঃ** আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে বোধ শক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য। যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নি শাস্তি হইতে রক্ষা কর। (সূরা আল-ইমরানঃ আয়াত-১৯০-১৯১)

আয়াত শরীফে উল্লেখিত কর্মের দ্বারা আল্লাহর বান্দা ইবাদতের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন এবং যিক্‌র ও ইবাদতের দ্বারা আত্মিক অনাবিল শান্তি লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ للّٰهِ ۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوْبُ ۔

**তরজমাঃ** যাহারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত হয়। জানিয়া রাখ, আল্লাহর স্মরণের দ্বারা চিত্ত প্রশান্ত হয়। (সূরা রা'দ ঃ আয়াত-২৮)

উপরন্তু যিক্‌রের ফলে মহব্বত পয়দা হয়।

## মানব সৃষ্টির মৌলিক উপাদান

বনি আদমের সৃষ্টির মূল উপাদন ৪টি। পানি, অগ্নি, মাটি ও বায়ু। এই ৪টি উপাদান যেমন অস্তিত্বের মূল তেমন ধ্বংসেরও মূল। উদাহরণ স্বরূপ উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে হাওয়া। হাওয়া প্রত্যেক বস্তুর জীবনের মূল উপাদান, আবার সব কিছু ধ্বংসের মূল।

যেমন ঃ بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

আগুন জীব-জন্তুকে চলাফেরা করার শক্তি দান করে। আবার প্রত্যেক বস্তুকে পোড়াইয়াও ফেলিতে পারে। পানিও জীবনের মৌলিক উপাদান। কিন্তু পানি বৃদ্ধি পাইলে অথবা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক বস্তু মরিয়া যায়।

## মাটির বৈশিষ্ট্য

মাটির বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে বিনয় সর্বোত্তম। বিনয়ী হওয়ার ফলে পৃথিবী আকাশ হইতে উন্নত মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আকাশ হইতে পৃথিবী যে অধিক মর্যাদাবান তাহার কারণ সমূহের মধ্যে একটি কারণই যথেষ্ট যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় কবর পৃথিবীতে রহিয়াছে। কোন বস্তু বিনীত না হওয়া পর্যন্ত উন্নত মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের শুরুতে "বা" হরফ আনিয়াছেন। হরফ সমূহের মধ্যে "বা" হরফটি বিনয়ী, নম্র। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা নূহের (আ.) জাহাজখানাকে বিনয়ী জুদী পাহাড়ে ঠেকাইলেন এবং শাম দেশের বিনীত পাহাড় তুরের উপর হযরত মুসার (আ.) মে'রাজ করাইলেন। মক্কা শরীফের পাহাড় সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিনয়ী পাহাড় "জবলে রহমত'কে সর্বকালের জন্য আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করিয়া লইলেন। মক্কা শরীফের সর্বাপেক্ষা নিম্নভূমিকে কাবা শরীফের জন্য কবুল করিলেন।

**মোটকথা-** বিনয় (নম্রভাব) সব কিছুকে উন্নত করে। মাটির সার্বক্ষণিক বৈশিষ্ট্য হইল বিনয় প্রকাশ। তাই মানুষকে উপদেশ স্থলে বলা হইয়াছে-

زخاک آفریدت خداوند پاک

پس اے بندہ افتادگی کن چو خاک

“আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাটি দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাই হে আল্লাহর বান্দা, তুমি মাটির মত নিজেকে বিলীন কর।” মাটির যেমন উৎপাদন ক্ষমতা রহিয়াছে তেমন ধ্বংস সাধনের ক্ষমতা রহিয়াছে;

বরং মাটিতে অস্তিত্বের বিকাশ সাধিত হয় লয় প্রাপ্ত হওয়ার পর। বৃক্ষ অস্তিত্ব লাভ করে বীজ নষ্ট হওয়ার পর। বীজ লয় প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বৃক্ষে ফল আসে না। অনুরূপভাবে মানুষের অস্তিত্ব ও লয় প্রাপ্তির পূর্বে প্রকাশিত হয় না। তাই কোন এক ব্যক্তি বলিয়াছেন-

নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দাও, যদি সম্মান লাভ করিতে চাও। কেননা বীজ মাটির সাথে মিশিয়া কাননকে ফুলে ফলে সুরভিত করে।

گفت قدوسی فقیری درفنا و دربقا

خودبخود آزاد بودی خودگرفتار آمدی

**তরজমা ঃ** হে কুদ্দুসী! তুমি বলিয়া দাও ফানা ও বাকার মধ্যে ফকিরির অস্তিত্ব লুক্কায়িত। নিজেই স্বাধীন ছিলে আবার নিজেই বন্দী হইলে।

হাদীস শরীফে আছে- مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

**তরজমা ঃ** আল্লাহর ওয়াস্তে যে বিনয় প্রকাশ করে; আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উন্নত মর্যাদা দান করেন।

সেজদারত অবস্থায় একজন মুমিন সর্বাপেক্ষা অধিক বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সেজদাকে সর্বান্তকরণে বিনয়ের সহিত সম্পন্ন করাকে আহলে তাসাউফ মুমিনের জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। যেমন হাদীছ শরীফে আছে-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ـ

باتو اضع باش تاشاداں شوی

گر یاکن تابے دھاں خنداں شوی

তুমি বিনয়ী হও যাহাতে আনন্দিত হইতে পার। দুনিয়ার জীবনে রোদন কর যেন বিনা মুখে হাসিতে পার। (অর্থাৎ আত্মিক খুশীতে মগ্ন হইতে পার।)

**মোটকথা-** অগ্নিদগ্ধ বস্তু ছাড়া সব কিছুকে মাটি হজম করিয়া ফেলে। কেননা অগ্নিতে দগ্ধ বস্তু মাটির জন্য ভক্ষণীয় নয়; যদি দগ্ধ বস্তু নরম কাষ্টখন্ডও হয়। এইভাবে মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ মান্য করিয়া ও আল্লাহ তায়ালার যিক্র করিয়া মহব্বতের আগুন অন্তরে সঞ্চিত করে এবং এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করে তখন তাহার দেহ মাটির ভিতরেও নিরাপদ থাকে। এই শ্রেণীর মানুষের দ্বারা তাহাদের কবর সমূহও মর্যাদাবান হয়। যেমন-হযরত খাজা মঈনুদ্দিন আজমিরী (র.)-এর মাযার যেই স্থানে, সেই স্থানের নাম আজমীর শরীফ; মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.)-এর মাযার শরীফ সিরহিন্দ শরীফ ইত্যাদি বলিয়া লোক মুখে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ুতী (র.) চার শ্রেণীর মানুষের দেহ যে কবরে অক্ষত অবস্থায় থাকে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

১) নবীগণ ২) শহীদগণ ৩) আউলিয়াগণ ৪) হামিলীনে কোরআন।

তবে যাহাদের হৃদয় ভ্রান্ত আক্বিদা ও মুনাফিকির দ্বারা আক্রান্ত তাহাদের দৃষ্টিতে উচু নীচু, শের ও শির, ব্যাঘ্র ও মধু একই সমান।

কবি বলিয়াছেন-

چوں شود خور شید روشن کور شد خفاشھا

جرم چشم کوریا نست نے بود خور شیدرا

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر

گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر

সূর্য যখন আলোক বিকিরণ করে তখন চামচিকা দৃষ্টিহীন হইয়া যায়। ইহাতো সেই দৃষ্টিহীন চোখের দোষ, সূর্যের কোন অপরাধ নাই। দক্ষ ও সম্মানী ব্যক্তিকে নিজের সাথে তুলনা করিও না। যদিও شیر ও شیر উভয় শব্দের বানান সমান; কিন্তু তাহার অর্থের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। شیـــر অর্থ সিংহ আর شیر অর্থ মধু।

## নকশবন্দিয়ার তা'লিম

মানব দেহের প্রতিটি অংশে আলাদা শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই তরিকার ইমামগণ শরীরকে ছয়টি অথবা ১০টি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি অংশকে এক একটি লতিফা নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং লতিফা সমূহকে আল্লাহর যিক্‌রে অভ্যস্ত করার শিক্ষা দিয়াছেন।

লতিফা সমূহের নাম (১) ক্বলব (২) রুহ (৩) ছির (৪) নফস (৫) খফী (৬) আখফা। যে সকল বুজুর্গানে তরিকত ১০ লতিফা ঠিক করিয়াছেন, তাহারা মানুষের উপাদান চতুষ্ঠয়কেও যুক্ত করিয়াছেন।

**ছয় লতিফা ঃ**

নকশবন্দিয়া তরিকার উল্লেখিত ছয়টি লতিফার অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

১। **কলব ঃ** বাম পার্শ্বের স্তনের দুই অঙ্গুলী নিম্নে সামান্য বাম দিকে সরিয়া। এই লতিফাকে اللّٰه শব্দের তা'লিম এমনভাবে দেওয়া হয়, যাহাতে এই লতিফা নিজের ভাষায় পবিত্র اللّٰه শব্দ উচ্চারণ করিতে অভ্যস্ত হয়।

২। **রুহ ঃ** ডান স্তনের দুই অঙ্গুলী নীচে সামান্য ডান পার্শ্বে সরিয়া। এই লতিফাকেও কলবের মত তা'লিম দেওয়া হয়।

৩। **ছির ঃ** কলব ও রুহের মধ্যস্থলে বক্ষের মধ্যে অবস্থিত। উল্লিখিত দুই লতিফার মত এই লতিফাকেও তা'লিম দেওয়া হয়।

৪। **নফস ঃ** নাভিতে অবস্থিত। এই লতিফাকেও অন্যান্য লতিফার মত তা'লিম দেওয়া হয়।

৫। **খফি ঃ** ললাটের উপরিভাগে যেখানে মাথার চুল শেষ হইয়াছে সেখানে অবস্থিত। যেখানে বাতিনি দৃষ্টিশক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই লতিফাকেও অন্যান্য লতিফার মত তা'লিম দেওয়া হয়।

৬। **আখফা ঃ** তালুতে অবস্থিত। শৈশবকালে মাথার মধ্যস্থলে যে স্থানটি স্পন্দিত হয়। এই লতিফাকেও অনুরূপভাবে যিক্‌রের তা'লিম দেওয়া হয়।

## নফি ইছবাত

কোন বস্তু যখন তাহার বাতাস বন্ধ করিতে সক্ষম হয়, তখন উড্ডয়ন শক্তি লাভ করে মানুষ তাহার আভ্যন্তরীন রহস্য লুক্কায়িত রাখিয়া উন্নতির সোপান অতিক্রম করে। অনুরূপভাবে মানুষের পক্ষে শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখা উড্ডয়নের হেতু হিসাবে বিবেচিত হয়। তালিব শ্বাস বন্ধ করিয়া لا শব্দে খেয়াল করিয়া নফস, ছির, খফি ও আখফা অতিক্রম করিবেন। অতঃপর আখফা হইতে الٰـه শব্দ রূহে লইয়া যাইবেন। সেখান হইতে اِلَّاالـلّٰـه শব্দ দ্বারা ক্বলবে আঘাত করিবেন। এই তালিমকে নকশবন্দিয়া তরিকার নফি ইছবাত বলা হয়। এই যিক্‌র বেজোড় সংখ্যায় করিবেন। যেমন-প্রথমবার এক শ্বাসে ৭বার যিক্‌র করিবেন। দ্বিতীয়বার সংখ্যা বর্ধিত করিলে কমপক্ষে ৯বার যিক্‌র করিয়া থামিবেন। তারপর পর্যায়ক্রমে ১১বার, ১৩বার ইত্যাদি। এমনিভাবে ১০০ বার পর্যন্ত বাড়াইবেন। যিক্‌র অবস্থায় ছয় লতিফার যোগ সাধনের সময় এক নূরানী সূত্র প্রকাশিত হইবে। তার উদাহরণ এইরূপ হইবে - অন্ধকার রাত্রিতে একটি শলাকায় আগুন ধরাইয়া ঘুরাইতে থাকিলে যেমন আগুনের একটি চক্র পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি লতিফা সমূহের মধ্যে এমন একটি নূরের চক্র পরিদৃষ্ট হইবে। অবশেষে এই নূরের প্রভাব সমস্ত শরীরে পড়িবে। নফি ইছবাত শেষ করার পর سُلْطَانُ الْاَذْكَارْ শুরু করিবেন।

## সুলতানুল আযকার

সমস্ত শরীরকে একটি লতিফা মনে করিয়া لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰه এর যিক্‌র করিবেন। এই যিক্‌র আয়ত্বে আসিলে সমস্ত শরীর হইতে যিক্‌রের আওয়াজ আসিতে

থাকিবে। এমনকি কোন কোন সময় যিনি যিক্‌র করিতেছেন তিনি যিক্‌রের আওয়াজ শুনিবেন। এমনকি ঐ ব্যক্তি যে স্থানে উপবেশন করিবেন সেইস্থান হইতে যিক্‌রের আওয়াজ শুনিতে পাইবেন। এই যিক্‌রের দ্বারা শরীর এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, কোন সময় শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে শীত অনুভব হয়। কখনো আবার শরীর অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ নড়াচড়া করে। মোটকথা, সুলতানুল আযকার-এর ফলে স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়। কখনো শরীর স্বয়ং নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায়। কোন সময় শরীর নিশ্চল হইয়া পড়ে, আবার কখনো শরীর খেয়ালের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়। কোন সময় গাছ-বৃক্ষ, পাথর ও অন্যান্য সব বস্তু হইতে যিক্‌রের আওয়াজ শোনা যায়।

যেমন কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, হযরত দাউদ (আঃ) এর সাথে পর্বতরাজি ও পাখিকুল আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠ করিত।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরে যে ভাব সৃষ্টি হয়, তাহা মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। যেমন-যাকিরের যিক্‌র, প্রেমিকের প্রেম ও ভালবাসা, মুমিনের ঈমান। তাই আউলিয়ায়ে কেরামকে দাফন করার পর তাঁহাদের দ্বারা তাহাদের কবরও প্রভাবিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওদ্বা মুবারক যে বরকতময় এই সম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই। আউলিয়াগণের মাযার সমূহের বরকতও স্বীকৃত।

## শুগলে নফি

সুলতানুল আয্‌কার আয়ত্বে আসার পর শুগলে নফিতে মশগুল হওয়া উচিত। "শুগলে নফি" সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তালিব কল্পনা শক্তিতে পৃথিবীতে একটি ছিদ্র হইয়া গিয়াছে ধারণা করিবেন। এই ছিদ্রকে কল্পনায় বিস্তৃত করিতে করিতে সমস্ত দুনিয়া ফানা হইয়া গিয়াছে মনে করিবেন। অনুরূপভাবে আকাশের প্রতি কল্পনা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আকাশকে ফানা ধারণা করিবেন। অতঃপর স্বীয় শরীরের নিম্নভাগ হইতে খেয়াল করিয়া পর্যায়ক্রমে সমস্ত শরীর ফানা খেয়াল করিবেন। অতঃপর নফির জ্ঞানকে নফি করিবেন। ফানা খেয়াল করার সময় কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইলে নিম্নলিখিত কলিমা দ্বারা আঘাত করিবেন। কলিমা হইল-

لَامَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰه - لَا فَاعِلَ اِلَّا اللّٰه

ইন্‌শাআল্লাহ উক্ত কলিমার আঘাতে ফানা হইবে। শুগলে নফি শেষ হইলে "শুগলে তয়" শুরু করিবেন।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

**তরজমা ঃ** যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম (সাধন) করে, আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদিগের সঙ্গে থাকেন। (সূরা আনকাবুতঃ আয়াত-৬৯)

কোন ব্যক্তি যদি রেলের উভয় লাইনের উপর বসিয়া বহুদূর পর্যন্ত রেলের লাইনের প্রতি লক্ষ্য করেন, তবে দেখিবেন কিছুদূর যাইয়া লাইন দুইটি একত্রিত হইয়া গিয়াছে। ঐ ব্যক্তি যদি দাঁড়াইয়া লাইনের উপর দিয়া হাটিয়া অগ্রসর হন তবে দেখিবেন তিনি যত অগ্রসর হইতেছেন লাইন দুইটিকে আলাদা দেখিতেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইর্শাদ করিয়াছেন-

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى -

**তরজমা ঃ** আর এই যে, তাহাই পায় যাহা সে করে। (সূরা নজমঃ আয়াত-৩৯)

তালিব যখন দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহসের সহিত নফির জ্ঞানকে নফি করিবেন, তখন বিবিধ রংঙ্গের পর্দা সামনে পরিদৃষ্ট হইবে। তখন দোয়ায়ে 'বাজ গাশ্‌ত' পড়িয়া এই পর্দাগুলি অতিক্রম করিবেন।

## دعاء بازگشت

يَارَبِّ اَنْتَ مَقْصُوْدِیْ تَرَكْتُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ لَکَ - وَاَتْمِمْ عَلَیَّ نِعْمَتَکَ وَارْزُقْنِیْ وُصُوْلَکَ التَّامْ -

**তরজমা ঃ** হে আমার পরওয়ারদিগার! তুমিই আমার মূল উদ্দেশ্য। দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি বিমুখ হইয়াছি তোমারই জন্য। তোমার নিয়ামত আমার প্রতি

পূর্ণভাবে দান কর। তোমার পূর্ণ মিলন আমাকে দান কর।

دعائباز گشت فارسی

اے خداقربان احسانت شوم

اینچہ احسان ست قربانت شوم

**তরজমা ঃ** হে আল্লাহ তোমার এহসানের জন্য আমি কোরবান। এমন এহসান করিয়াছ, যে এহসানের বিনিময়ে আমি কোরবান।

যেহেতু প্রত্যেকের অবস্থান সমান নয়, তাই পর্দা অতিক্রম করিয়া রংহীন পর্দা অতিক্রম করিবেন। রংহীন পর্দাকে মৃদু জল তরঙ্গের সাথে তুলনা করা যায়। এই স্তর অতিক্রম করার পর মুশাহাদায়ে রব্বানীর দৌলতে বিভূষিত হইতে থাকিবেন। যে অবস্থার উল্লেখ নিম্নবর্ণিত হাদিছ শরীফে রহিয়াছে-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ-

**তরজমা ঃ** আল্লাহ তায়ালার ইবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছ।

তখন তালিবের উচিত আদবের দিকে পূর্ণ লক্ষ্য রাখা। ইহাকে "ওলায়তে ছুগরা" নামে আখ্যায়িত করা হয়।

## ফানাফিল্লাহ

এই সুক্ষ্ম তত্ত্বটি ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। এই প্রসঙ্গে দুই একটি উপমা পেশ করিতেছি। অগ্নিদগ্ধ কাষ্টখন্ডকে যখন চুলার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়, তখন চুলার আগুন ও এই আগুনের মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা যায় না। অনুরূপভাবে যখন ছোট জলপাত্রের জল সমূদ্রে নিক্ষেপ করা হয় তখন পাত্রের জলও সমূদ্রের জল একাকার হইয়া যায়। উভয় জলের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। উভয় জল সমুদ্র বক্ষে সমতালে ঢেউ খেলিতে থাকে; প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতে নগন্য

সম্পর্কের দ্বারাও মিলন সাধিত হয়। যেমন অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত লৌহখন্ড যদি দাবী করে যে আমিও আগুন, তবে তাহার দাবী সম্পূর্ণ অমুলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। কেননা লৌহ খন্ডের আগুনের রূপ জ্যোতি ও দাহন শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। যদিও আগুনের মূল অস্তিত্ব লোহা লাভ করিতে পারে না, তবুও লোহার পক্ষে আগুন বলিয়া দাবী করা সঠিক বলিয়া ধারণা করা যাইতেছে না। উল্লিখিত মিছালের আলোকে বলা যায় বায়জিদ বোস্তামির (র.) উক্তি-

لَيْسَ فِيْ جُبَّتِيْ سِوَى اللّٰهِ-

আমার জুব্বার মধ্যে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহ নাই এবং মনছুর হাল্লাজ (র.) এর উক্তি ঃ اَنَاالْحَقُّ দোষণীয় ছিল না।

মোটকথা-গ্লাসের পানির মত যখন তালিব স্বীয় সত্ত্বাকে আল্লাহ তায়ালার ওয়াহদানিয়াতের সমূদ্রের আলোকমালার মধ্যে নিমজ্জিত করিবেন তখন তাহার যে ভাবোদয় হইবে তাহা বর্ণনাতীত। তাহার শেষ সীমানা কোথায় তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেহ অবগত নহে।

কেননা-

دراین ورطه کشتی فروشد هزار

که پید انشد تخته بر کنار

**তরজমা ঃ** সহস্র তরী সমূদ্রের ঢেউয়ে নিখোঁজ হইয়াছে। অক্ষত অবস্থায় কিনারে পৌঁছতে পারে নাই।

## বাকা বিল্লাহ

তালিবের অন্তঃকরণ যখন কলুষমুক্ত হয় এবং তাহার চোখ হইতে ময়লা পরিষ্কার হয়; তখন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ওয়াহদানিয়াতের জ্যোতি দেখিতে পায়।

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ-

**তরজমা ঃ** (এবং) যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহর দিক। (সূরা বাকারাঃ আয়াত-১১৫)

দৃষ্টি সম্পন্ন উজ্জ্বল চোখ যখন কোন পরিষ্কার ও উজ্জ্বল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জ্যোতি আহরণ করে, তখন চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র আকাশ এমনকি স্বীয় চেহারাও অবলোকন করিতে পারে; যেমন চেহারা অবলোকন করা যায় দর্পনে ও জলে। গাছের একটি পাতায় তৈল বা পানির প্রলেপ দিলে পাতার মধ্যে তাহার সামনের বস্তুর প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন শরীফে বাণী প্রদান করিয়াছেন-

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ۔

**তরজমা ঃ** (এবং) যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহর দিক। (সূরা বাকারাঃ আয়াত-১১৫)

যেহেতু সব বস্তুর দিকে আল্লাহ তায়ালা বিরাজিত, তাই স্বচ্ছ হৃদয়ে নিষ্কলুষ চোখে বস্তুর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে ধ্যান করিলে ওয়াহদানিয়াতের নূর দৃষ্ট হইবে।

رنگ عالم عکس رنگ روئے تست

بوئے گلہا عکس بوئے کوئے تست

**তরজমা ঃ** জগতের রূপ তোমারই চেহারার রূপের প্রতিফলন। ফুলের সুগন্ধ তোমারই গলির সুগন্ধের প্রকাশ।

তালিব এই ধ্যানের দ্বারা যে উন্নত মর্যাদা লাভ করিতে পারেন তাহা বর্ণনাতীত। কারণ তালিবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অসীম, তাই অন্বেষণ বা তলবও সসীম নয়। এই পথের পথিকগণের দুইটি অবস্থা, একটি হইল محبیت অন্যটি محبوبیت

## তালিবের অবস্থা

চিশতিয়া তরিকার বুজুর্গানে কেরাম তালিবের অবস্থাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

১। مِنَ اللّٰهِ- সেই অবস্থার নাম যেই অবস্থায় তালিবের রুহ আল্লাহ তায়ালা হতে পলায়ন করে।

২। اِلَى اللّٰهِ- যেই অবস্থায় তালিবের রুহ আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

৩। فِى اللّٰهِ- যখন তালিব আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে নিমজ্জিত হন।

৪। مَعَ اللّٰهِ- যখন তালিব আল্লাহ তায়ালার সহিত বিরাজ করেন।

## محبیت ومحبو بیت

একই তালিবের অবস্থা কখনো **محبیت** আবার কখনো **محبو بیت** উভয় অবস্থা তালিবের জন্য স্বতন্ত্র। **محبو بیت** এর মধ্যে পরীক্ষা ও সংকট অতিক্রম করিতে হয়। তখন তালিব অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে।

**محبو بیت ঃ** তালিব যখন মহব্বত ও এখলাছের বদৌলতে এমন অবস্থায় উপনীত হয়, যে অবস্থায় সে আল্লাহ তায়ালার সব ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকে। পর্যায়ক্রমে বান্দা এমন উন্নত স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়, যে স্তরের উল্লেখ নিম্নবর্ণিত হাদিছ শরীফে রহিয়াছে-

لَا يَزَ الُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَا فِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهُ- فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يَبْصُرُبِهٖ وَيَدَهُ الَّذِىْ يَبْطِشُ بِهَاوَ رِجْلَهُ الَّذِىْ يَمْشِىْ بِهَا-

**তরজমা ঃ** নফল ইবাদতের দ্বারা বান্দা অব্যাহত গতিতে আমার নৈকট্য লাভ করিতে থাকে। অতঃপর আমি তাহাকে ভালবাসি। যখন তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলি, তখন আমি তাহার শ্রবণশক্তি হই, যাহা দ্বারা সে শ্রবণ করে এবং

দৃষ্টিশক্তি হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে অবলোকন করে এবং তাহার দুই বাহু হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে ধারণ করে এবং তাহার দুইটি পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলাফেরা করে। অর্থাৎ উল্লেখিত শক্তিসমূহ সরাসরি আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে লাভ করিয়া থাকে।

এই স্তরকে কুরবে নাওয়াফিল বা 'আল্লাহ তায়ালা কর্তা এবং বান্দা হাতিয়ার' বলা হয়। তখন তালিব মাহবুবিয়ত এর স্তরে উন্নিত হয় এবং-

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ۔

**তরজমা ঃ** আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ তায়ালার উপর সন্তুষ্ট। (সূরা বায়্যিনাহঃ আয়াত-৮) এর মর্যাদা লাভ করে। অর্থাৎ قرب فرائض এই স্তর অতিক্রম করিয়া তালিব যখন অগ্রসর হয়, তখন 'বান্দা কর্তা ও হক হাতিয়ার' এই স্তরে পৌঁছে। এই স্তরকে চিশতিয়ার বুজুর্গানে কেরাম-

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى۔

**তরজমা ঃ** যখন আপনি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেন নাই বরং আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। (সূরা আনফালঃ আয়াত-১৭) তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বান্দাহর কোন কোন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে দুদুল্যমান ফয়সালাকে পরিবর্তন করিয়া দেন। তখন ছোট পাত্রের পানি দ্বারা সমূদ্রের কর্ম সাধিত হয়। তাহার চেয়ে অধিক কলম দ্বারা প্রকাশ করার দুঃসাহস আমার নাই। আমি শুধু চিশতিয়া তরিকার বুজুর্গানে কেরামের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

لب کشائی کیو کرے جب راز سے واقف نھیں
چپ رھے تو اے قلندر مغفرت درکار ھے

রহস্য সম্পর্কে অবগত না হইয়া কেনই বা মুখ খুলিব (অর্থাৎ কথা বলিব) হে কলন্দর, তুমি নীরবতা অবলম্বন কর; কেননা তোমার ক্ষমার প্রয়োজন।

# চিশতিয়া নেজামিয়ার বুজুর্গানে কেরামের তা'লিমসমূহ

১। نفی اثبات- যিক্‌রের নিয়ম হইল এই لَاالٰهَ শব্দকে বাম দিক হইতে টানিয়া ডান স্কন্ধ পর্যন্ত আনিবেন; আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করা হইল বলিয়া খেয়াল করিবেন। অতঃপর اِلَّا اللّٰه দ্বারা ক্বলব ও বাম পাশে আঘাত করিবেন। এইভাবে ২০০ বার নফি ইছবাত যিকর করিবেন। নফি ইছবাত শেষ হইলে শেষ যিক্‌রের পর لَاالٰهَ الاالله محمد رسول الله বলিয়া শেষ করিবেন।

২। اثبات – ডান কাঁধে মুখ নিয়া মুখ ফিরাইয়া আনিয়া শরীরের বাম পাশে الاالله বলিয়া আঘাত করিবেন। এইভাবে ৪০০ বার যিক্‌র করিবেন।

৩। اسم ذات – ডান কাঁধে মুখ নিয়া শরীরের বাম পাশে اللّٰه শব্দ দ্বারা আঘাত করিয়া পুনরায় বাম দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ডান পাশে اللّٰه শব্দ দ্বারা আঘাত করিবেন। এইভাবে ৬০০ বার যিক্‌র করিবেন।

৪। پاس انفاس – اللّٰه শব্দের সহিত শ্বাস গ্রহণ করিবেন। অতঃপর اللّٰه এর সহিত প্রশ্বাস ফেলিবেন। ইহার সংখ্যা নির্ধারিত নয়।

## মুরাকাবাত

প্রথম ৭টি মুরাকাবা করিবেন। ৭টি ছিফত হইল-

سمع - بصر - تکلم - اراده - قدرت - حيات - علم

যে ছিফতগুলি সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত।

১। اللّٰه سميع এই ছিফতকে এমনভাবে খেয়াল করিবেন যে, আল্লাহ তায়ালা শ্রবণ শক্তিতে সমস্ত আলমকে ব্যপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন মানুষের কর্ণ কুহরে কোন বস্তু পড়িয়া থাকিলে যেমন কর্ণ সেই বস্তুকে বেষ্টন করিয়া রাখে তেমন আল্লাহ তায়ালা শ্রবণ শক্তিতে সমস্ত আলমকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।

২। الله بصير আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিশক্তি দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি বেষ্টিত।

৩। اللّٰه متكلم কথার মূল উৎস আল্লাহ তায়ালা।

৪। ارادہ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর সব ইচ্ছাই নির্ভরশীল।

৫। اللّٰه قادر কোন ব্যক্তির মুষ্টিতে কোন বস্তু যেমনি আবদ্ধ, তেমনি আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিয়ন্ত্রণে সমস্ত সৃষ্টি। শক্তিধরের যাবতীয় শক্তি আল্লাহ তায়ালা হইতে আহরিত।

৬। اللّٰه حیٌّ সব বস্তুর জীবনী শক্তি আল্লাহ তায়ালার গুণেরই প্রতিফলন অর্থাৎ সবকিছু জীবিত আল্লাহ তায়ালার জীবনী শক্তিতে।

৭। اللّٰه عَلِیْمٌ আল্লাহ তায়ালার ইল্‌ম সবকিছুকে ব্যপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সৃষ্টির সকল কিছুর জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি, বরং আল্লাহ তায়ালার মহাজ্ঞানের একটি বিন্দু।

## কুরবে নওয়াফিলের মুরাকাবা

এই সকল মুরাকাবা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। এইগুলির তালিম মুর্শিদ হইতে লওয়ার প্রয়োজন। কাগজে কলমে তাহা বর্ণনা করা মুশকিল ব্যাপার। তাই এখানে শেষ করিলাম।

প্রতি একশত বার যিক্‌র করার পর দোয়ায়ে তাওয়াজ্জুহ পাঠ করিবেন। দোয়ায়ে তাওয়াজ্জুহ নিম্নরূপ ঃ

يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ ـ دُلَّنِیْ بِکَ عَلَيْنَا وَارْزُقْنِیْ الثَّبَاتَ عِنْدَ وَجُوْدِکَ مَا اَکُوْنُ مُنَادِيًا بَيْنَ يَدَيْکَ ـ يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ ـ اِلٰهِیْ اِجْعَلْ قَلْبَ عَبْدِکَ الْعَبْدِ الضَّعِيْفِ مَظْهَرَ الّذَاتِکَ وَمَنْبَعًا لّاٰيَاتِکَ ـ يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ ـ اِلٰهِیْ بِعَظْمَتِکَ وَجَلَالِکَ وَارْزُقْنِیْ حُبَّکَ ـ

## চিল্লার নিয়ম

নফল রোজা রাখিবেন। অল্প পরিমাণ খাইবেন। জীব (মাছ মাংস ইত্যাদি) ভক্ষণ করিবেন না। সেলাইবিহীন বস্ত্র পরিধান করিবেন। একশতের পরিবর্তে হাজার বার যিক্র করিবেন। অবশিষ্ট সময় পাছ আনফাস করিবেন। ৭দিনে কোরআন শরীফ এক খতম করিবেন। হিযবুল বাহার-দালাইলুল খায়রাত অজিফা পূর্বের মত পাঠ করিবেন। যদি হিযবুল আজমের অভ্যাস থাকে তবে পড়িবেন। কাহারো সাথে কথা বলিবেন না। চল্লিশ হাতের মধ্যে কোন মেয়েলোককে আসিতে দিবেন না। ৭দিনেও চিল্লা করা যায়, তবে ৪০ দিনে পূর্ণ চিল্লা হয়। চিল্লার একটি জরুরী শর্ত হইল, সব সময় অজু অবস্থায় থাকিবেন। হুজরায় প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে ফেলিবেন এবং আউযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহসহ সূরা নাস তিনবার পড়িবেন। বাম পা ফেলিবার পরে বলিবেন-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ وَلِيّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔ كُنْ لِىْ كَمَا كُنْتَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْزُقْنِىْ مَحَبَّتَكَ۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَاشْغَلْنِىْ بِجَمَالِكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُخْلَصِيْنَ۔ اَللّٰهُمَّ امْحُ نَفْسِىْ بِجَزْبَاتِ ذٰلِكَ يَااَنِيْسَ مَنْ لَااَنِيْسَ لَهٗ۔ رَبِّ لَاتَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ۔

**তরজমা ঃ** ইয়া আল্লাহ, তুমিই আমার দুনিয়া আখেরাতের অভিভাবক। আমার প্রতি তেমন সদয় হও যেমন তুমি সদয় হইয়াছিলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। তোমার মহব্বত আমাকে দান কর। ইয়া আল্লাহ! আমাকে তোমার মহব্বত দান কর। তোমার সৌন্দর্যচ্ছটায় আমাকে মোহিত কর। আমাকে তোমার খালিছ বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত কর। আমার নফসকে বিলীন কর, আমার অন্তরে অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দাও। হে তার সাথী যার কোন সঙ্গী নাই? হে আমার রব! আমাকে নিঃসঙ্গ ত্যাগ করিও না ? আর তুমি উত্তম উত্তরাধিকারী

## বায়আত সুন্নত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কয়েকটি বিষয়ের উপর বায়আত গ্রহণ করা হইত। আল্লাহ তায়ালা বাণী প্রদান করিয়াছেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَا يِعُوْ نَكَ اِ نَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ صلے وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

**তরজমা ঃ** যাহারা আপনার বায়আত গ্রহণ করে তাহারাতো আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত উহাদিগের হাতের উপর। সুতরাং যে উহা ভঙ্গ করে উহা ভঙ্গ করার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাহাকে মহা পুরস্কার দেন। (সূরা ফাতহঃ আয়াত-১০)

শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন-

হাদীছ শরীফে বায়আতের শ্রেণী সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোকেরা বায়আত করিত কখনও হিজরত ও জিহাদের উপর, কখনও আবার ইসলামের রুকনগুলির উপর, কখনও কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে দৃঢ়ভাবে টিকিয়া থাকার উপর, আবার কখনও সুন্নতকে আঁকড়াইয়া ধরা ও বিদআত পরিহার করা, আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ পালনে উদ্বুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য। যেমন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কয়েকজন আনছার মহিলা বায়আত করিয়াছিলেন এই কথার উপর যে, তাহারা মৃত ব্যক্তির জন্য মর্সিয়া ক্রন্দন করিবেন না।

وروى ابن ما جه انه عليه الصلوة والسلام بايع ناسامن فقراء المها جرين علے ان لا يسئلون الناس شيئا ـ فكان احدهم يسقط سوطه فينزل عن فرسه فيا خذه ولا يسئل احدا ـ

তারপর শাহ ওলি উল্লাহ (র.) বলেন

ومما لا يشك فيه ولا شبهته انه اذاثبت عن رسول الله صلے

اللّٰـه عليه وسلم فعل على سبيل العبا دة والا هتمام بشانه لا ينزل على كونـه سنة فى الـديـن - بقى انه صلى اللّٰه عليه وسلم كان خليفة اللّٰـه فى ارضـه وعـالـمـابـمـاانـزل اللّٰه تعالى من القرآن والـحـكـمة معلما للكتاب والسنة ومزكيا للأمة - فما فعله على جهة الـخـلافة كـان سنة للخلفاء - وما فعله على جهة كونه معلما لـلكتاب والحكمة ومزكيا للأمة كان سنة للعماء الراسخين - (ثم قـال) فـلنبحث عن البيعة من اى قسم هى - فظن قوم انها مقصودة على قبول الخلافة - وان الذى تعتاره الصوفية مبا يعة المتصوفين ليس بشئ - وهٰذاظن فاسد لما ذكرنا من ان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم كان يبايع تارة على اقامة اركان الاسلام وتارة على التمسک بالسنة - هذاصحيح البخارى شاهدا على انه صلى اللّٰه عليه وسلم اشترط على جرير عند مبايعته فقال ولنصح لكل مسلم - وانه بايع قوما من الانصار فاشترطت ان لايخافوافى اللّٰه لومة لائم - ويقولوابالحق حيث كانوا - فكان احدهم يجاهد الامراء والملوک بالرد والانكار - وانه صلى اللّٰه عليه وسلم بايع نسوة من الانصارواشترط الاجتناب عن النوحة - الى غير ذٰلک - وكل ذٰلک من باب التزكية والامربالمعروف والنهى عن المنكر - فالحق ان البيعة على اقسام - منها بيعة الخلافة ومنها بيعة الاسلام - ومنها بيعة التمسک بحبل التقوى - ومنها بيعة الهجرة والجهاد - ومنها بيعة التوثق فى الجهاد - وكانت بيعة الا سلام متروكة فى زمن الخلفاء - واما فى زمان الخلفاء الراشدين فلكثرة الصحابة الذين استناروا بصحبة النبى صلى اللّٰه عليه وسلم - وتادبوه فى حضرته فكانوا لا يحتاجونا الى بيعة الخلفاء

۔ واما فی زمن غیر هم خوفا من افتراق الکلمة وان یظن بهم مبا یعة الخلا فة فتهیج الفتن ـــ وکانت الصو فیة یو مئذ یقیمون الخرقة مقام البیعة۔ ثم لما اندرس هذ الرسم فی الخلفاء التزم الصو فیة الفر صة وتمسکوا با لسنة البیعة۔ واللّٰه اعلم

মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলবী (র.) বলেন- যেসকল বুজুর্গানে কেরাম বায়আতের প্রচলন বন্ধ হওয়ার পর পূনঃপ্রবর্তন করিয়াছেন, তাহারা নিম্নলিখিত মারফু হাদীছ শরীফ মুতাবিক কর্ম সম্পাদনকারীগণের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। হাদীছ শরীফের তরজমা-

যে ব্যক্তি লুপ্ত সুন্নতকে পুনরুজীবিত করিল সে তাহার ছওয়াব পাইবে এবং তাহাদের কাজের ছওয়াব পাইবে, যাহারা ইহার উপর আমল করিবে।

## বায়আতের উপকারিতা ও শর্ত

হযরত শাহওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (র.) উক্ত বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দান করিয়াছেন। প্রশ্নগুলি হইল (১) বায়আত কি সুন্নত না ওয়াজিব? (২) বায়আতকে শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত করার মধ্যে রহস্য কি? (৩) যিনি বায়আত করাইবেন তাহার মধ্যে কি কি শর্ত থাকিবে? (৪) যিনি বায়আত করিবেন তাহার জন্য শর্ত কি কি? (৫) বায়আতের উপর টিকিয়া থাকা কতটুকু জরুরী? (৬) বায়আত ভঙ্গ করিলে কি অপকার হইবে? (৭) বারবার একজনের কাছে বায়আত করা বা কয়েকজনের কাছে বায়আত করা উচিত কি না?

**উত্তর সমূহ ঃ**

**১ নং প্রশ্নঃ** বায়আত কি ওয়াজিব না সুন্নত?

**উত্তর ঃ** বায়আত ওয়াজিব নয় বরং সুন্নত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোকেরা বায়আত করিতেন আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে। যে ব্যক্তি বায়আত হইতে বিরত থাকেন তিনি গোনাহগার প্রমাণ করার কোন দলিল শরীয়তে নাই। তাহাছাড়া বায়আত যে ওয়াজিব নয় তাহা সর্ব সমর্থিত।

**২ নং প্রশ্নঃ** বায়আতকে শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত করার মধ্যে রহস্য কি?

উত্তর ঃ অন্তরের গোপন বিষয়কে কর্মের দ্বারা ও মৌখিক প্রকাশ করার বিধান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে রহিয়াছে। এই বিধান এই জন্য রহিয়াছে যে, ব্যক্তির কর্ম ও বচন তাহার অন্তরে লুক্কায়িত বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন আল্লাহ, রাসুল এবং কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অন্তরের ব্যাপার; কিন্তু মৌখিক স্বীকারোক্তিকে অন্তরের বিশ্বাসের স্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতির উপর নির্ভরশীল। এই সম্মতি অন্তরের একটি বিষয়। অতঃপর উভয়ের সম্মতি সূচক মৌখিক বচন ও কর্মকে চুক্তি সম্পাদনের স্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে। এইভাবে তাওবাহ গোনাহের কাজ বর্জন করার দৃঢ় প্রত্যয় ও খোদা ভীতির রজ্জুকে আঁকড়াইয়া ধরা ইত্যাদি বিষয়গুলি গোপন ও অপ্রকাশ্য। বায়আতকে এইগুলির স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে।

**৩নং প্রশ্ন ঃ** যিনি বায়আত করাইবেন তাহার মধ্যে কি কি শর্ত থাকিবে?

উত্তর ঃ যিনি বায়আত করাইবেন তিনি নিম্নবর্ণিত গুণাবলিতে বিভূষিত হইবেন। (ক) কিতাব ও সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি হইবেন। (খ) তফসীর ও হাদীছ সম্পর্কে পারদর্শী হইবেন। তবে তফসীরে মদারিক ও জালালাইন ইত্যাদির জ্ঞানই যথেষ্ট। হাদীছ বিষয়ে মিশকাত শরীফের জ্ঞান যথেষ্ট। কোরআন শরীফ নির্ভুল তিলাওত করিতে সক্ষম হইবেন। কেননা কেরাত যদি ভুল হয় তবে নামায বাতিল অথবা ফাসিদ হইয়া যায়। নামায হইল সকল ইবাদতের মূল। নামাযের ক্ষতিপূরণ অন্য ইবাদতের দ্বারা করা সম্ভবপর নয়। ইল্‌মকে শর্ত হিসাবে ঠিক করার কারণ হইল এই, বায়আতের উদ্দেশ্য সৎকাজের নির্দেশ দান এবং অন্যায় হইতে বারণ করা। তাহাছাড়া সঠিক পথে পরিচালিত করা, আভ্যন্তরীন শান্তি লাভ করা, কু-অভ্যাস দূর করা, প্রশংসনীয় গুণাবলী অর্জন করা, বায়আতের উদ্দেশ্য। এই সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা একজন আলিম ছাড়া সম্ভবপর নয়। তবে যে ব্যক্তির নিম্নলিখিত গুণাবলী রহিয়াছে, তিনি বায়আত করাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কামিল উলামা ও খোদাভীরু মানুষের সাহচর্যে অতিবাহিত করিয়া আদব শিক্ষা করিয়াছেন। হালাল ও হারাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, কিতাব ও সুন্নাত মুতাবিক জীবন অতিবাহিত করেন।

**মুর্শিদের জন্য ২য় শর্ত ঃ** ন্যায় পরায়ন, খোদাভীরু, কবিরা গোনাহ বর্জনকারী, ছগীরা গোনাহর পুনরাবৃত্তি করেন না। শাহ আব্দুল আজিজ (র.) হাশিয়ায়ে আজিজিয়ায় লিখিয়াছেন-ক্বলবকে পরিষ্কার করার জন্য বায়আত শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত কর্ম হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে। মানব সমাজ অনুকরণে অভ্যস্থ। এদিকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্য আমলকে বাদ দিয়া শুধু বাক্যের উপর নির্ভরশীল হইলে চলিবে না। তাই যে মুর্শিদ উত্তম কর্ম সাধনে অভ্যস্থ নহেন, শুধু বাক সর্বস্ব, সেই ব্যক্তি বায়আতের মূল উদ্দেশ্যের ধ্বংস সাধনকারী।

**মুর্শিদের জন্য ৩য় শর্ত ঃ** দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করিয়া পরকালের জন্য লালায়িত হওয়া। আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ সমূহ গুরুত্ব সহকারে পালন করা। যিনি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত দোয়া নিয়মিত পাঠ করেন। সব সময় আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্তরের সম্পর্ক অটুট রাখেন। "ইয়াদ দাশত" তথা আল্লাহকে পূর্ণভাবে সর্বাবস্থায় স্মরণ রাখেন।

**মুর্শিদের জন্য ৪র্থ শর্ত ঃ** সৎকাজে উপদেশ দান করেন এবং অসৎকাজে নিষেধ করেন। স্বীয় অভিমতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সুবিধাবাদী নহেন। নানা খেয়ালের বশীভুত নহেন। তিনি এমন ব্যক্তি নহেন যিনি কোন হুকুমের অধিকারী নহেন এবং কোন অভিমতও ব্যক্ত করার মত সৎসাহস রাখেন না। তিনি ভদ্র, তিনি বুদ্ধিমান, যার আদেশ নিষেধের উপর নির্ভর করা যায়।

**মুর্শিদের জন্য ৫ম শর্ত ঃ** দীর্ঘকাল বুজুর্গানে কেরামের সাহচর্য লাভ করিয়াছেন এবং তাহাদের নিকট হইতে বাতিনী নূর হাসিল করিয়া আন্তরিক শান্তি লাভ করিয়াছেন তজ্জন্য কেরামত জাহির হওয়া বা রোজগার অন্বেষণ হইতে বিরত থাকা শর্ত নহে। কেরামত কামালিয়াতের শর্ত নহে বরং সাধনার ফল। আর রোজগারের চেষ্টা না করা ও উপকরণ বর্জন করা শরীয়ত সম্মত নয়, বরং অল্পে তুষ্ট থাকা ও সন্দেহজনক বস্তুকে বর্জন করা প্রয়োজন।

**৪ নং প্রশ্ন ঃ** যিনি বায়আত করিবেন তাহার জন্য শর্ত কি কি?

**উত্তর ঃ** যিনি বায়আত করিবেন তিনি সাবালক, বুদ্ধিমান ও উৎসাহী ব্যক্তি হইবেন। হাদীছ শরীফে উল্লিখিত আছে, একজন অল্প বয়স্ক ছেলেকে বায়আত করাইবার জন্য উপস্থিত করা হয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাহাকে বায়আত না করাইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করেন। কোন কোন মুর্শিদ ছোট ছোট বাচ্চাদিগকে বরকত ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় বায়আত করানো জায়িয বলিয়াছেন। শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন, হয়তো যাহারা ছোটদের বায়আতকে জায়িয বলিয়াছেন তাহারা মুসলিম শরীফের হাদীছকে দলিল হিসাবে উপস্থিত করিয়াছেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে-হযরত জুবায়ের (রা.) তাহার ৭ বা ৮ বছর বয়োঃপ্রাপ্ত ছেলে আব্দুল্লাহকে লইয়া বায়আত করাইবার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে সামনে দেখিয়া মুচকি হাসেন এবং বায়আত করান।

**৫নং প্রশ্ন ঃ** বায়আতের উপর টিকিয়া থাকা কতটুকু জরুরী?

**উত্তর ঃ** সুফীগণের মধ্যে ধারাবাহিক প্রচলিত বায়আত বিভিন্ন ধরণের। তন্মধ্যে প্রথম হইল গোনাহ হইতে তাওবাহর জন্য বায়আত।

২য়-ছালিহীনগণের ছিলছিলাভুক্ত হওয়াকে বরকতের কারণ মনে করিয়া বায়আত করা। যেমন হাদীছ শরীফের সনদ গ্রহণ করা। কেননা নিশ্চয় ইহাতে বরকত রহিয়াছে।

৩য়-আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনার্থে নিজেকে অন্তরায়মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় করা এবং বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সাথে ক্বলবের যুগসূত্র স্থাপন করা। ইহাই হইল মূল বুনিয়াদ। আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ কর্মগুলিকে বর্জন করা, বায়আত এর শর্ত পূর্ণ করা অর্থাৎ কবিরা গোনাহ ত্যাগ করা। ছগীরা গোনাহের পুনরাবৃত্তি না করা। আল্লাহ তায়ালার আদেশকে যথাযথভাবে মান্য করা। যেমন ওয়াজিব ও সুন্নাত।

**৬নং প্রশ্ন ঃ** বায়আত ভঙ্গ করিলে কি অপকার হইবে?

**উত্তর ঃ** এই কঠোর সাধনা ও মন্দকে বর্জন করার উপর টিকিয়া থাকিয়া নিজেকে রহমতের নূরে আলোকিত করিতে হইবে। এই অবস্থা যখন স্বভাবে পরিণত হইবে তখন শরীয়ত যে সকল সুখদায়ক বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছে তাহা গ্রহণ করা যায় এবং কর্ম ও গ্রহণ করা যায়, শিক্ষকের দায়িত্ব, বিচারকের দায়িত্ব।

**৭নং প্রশ্ন ঃ** বারবার একজনের কাছে বায়আত করা বা কয়েকজনের কাছে বায়আত করা উচিত কি না?

**উত্তর ঃ** একাধিকবার বায়আত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত আছে। সুফীগণ হইতেও বর্ণিত আছে। এখন প্রশ্ন হইল দুইজনের নিকট বায়আত করা কেমন? হ্যাঁ যিনি বায়আত করাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে যদি (উল্লেখযোগ্য) ত্রুটি থাকে, তবে তেমন অসুবিধা নাই। এইভাবে প্রথম যিনি বায়আত করাইয়াছিলেন তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নাগালের বাহিরে চলিয়া যান, তাহাকে পাওয়ার আশা না থাকে, তবে অন্যের নিকট বায়আত করিতে কোন আপত্তি নাই। ওজর ছাড়া বিবিধ স্থানে বায়আত করা খেলার সমতুল্য। ইহাতে বরকত নষ্ট হয় এবং মুর্শিদের মনোভাব তাহার দিকে ধাবিত হয় না।

## তালিবের জরুরী কর্ম

সর্বপ্রথম স্বীয় আক্বিদা বিশ্বাসকে পূর্ববর্তী অনুসরণীয় বুজুর্গানে কেরামের আক্বিদা মুতাবিক ঠিক করিয়া লইবেন। আল্লাহ তায়ালা যে সকল পূর্ণ গুণাবলীতে নিজেকে বিভূষিত করিয়াছেন এবং সত্য সংবাদ দানকারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার উপর ছাহাবাগণ ও তাবিয়ীগণ বিশ্বাস রাখিতেন সেই আক্বিদা পোষণ করা। আল্লাহ তায়ালাকে সব রকমের ত্রুটি, দেহ, দিক, রং, আকৃতি ইত্যাদি হইতে পবিত্র ও মুক্ত মনে করা। আল্লাহ তায়ালাকে উপাদান নির্ভরশীল বা মুখাপেক্ষী মনে না করা অথবা আল্লাহ তায়ালার আরশে অবস্থান করা, হাস্য করা ও হাত বিশিষ্ট হওয়া ইত্যাদির উপর সংক্ষিপ্ত ঈমান আনিয়া প্রকৃত তথ্য আল্লাহ তায়ালার হাতে সোপর্দ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআন করীমে ইর্শাদ করিয়াছেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ-

তরজমা ঃ কোন কিছুই তাহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (সূরা শু'রাঃ আয়াত-১১)

তারপর নবীগণের নবুওতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, বিশেষভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আদেশ নিষেধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা। তিনি যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া জানিয়া লওয়া। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে জানাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী এবং সংবাদ দিয়াছেন পরকাল, জান্নাত, দোযখ,হাশর, হিসাব, আল্লাহ দর্শন, কিয়ামত, কবর আযাব ইত্যাদি বিষয়ে। উক্ত বিষয়াদি বিশুদ্ধ দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

**মোটকথা ঃ** আকাঈদ যদি ঠিক না হয় তাহা হইলে সব ইবাদত ও সাধনা নিস্ফল। তাহার পর কবীরা গোনাহ হইতে বিরত থাকা ও ছগীরা গোনাহ হইতে বিরত থাকা। তাহার পর আরকানগুলির (মৌলিক কর্মগুলির) মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়াছে, তাহা দূর করার চেষ্টা করিবেন। নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা, রোজা, যাকাত, ইত্যাদির মধ্যে যে ত্রুটি রহিয়াছে তাহা দূর করা, যাহাতে নিয়ম মোতাবিক এই কর্মগুলি সম্পন্ন করা যায়।

তাহার পর তালিব দৈনন্দিন জীবনের কর্মগুলি সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত হইবেন। যেমন-খানা-পিনা, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, সাহচর্য, বিবাহ-সাদী ও মানুষের সাথে যাবতীয় লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, দান, ইজারা প্রদান ইত্যাদি কর্মকে সুন্নত মুতাবিক সম্পন্ন করা। কেননা মানুষের সাথে লেন-দেনের সময় সামান্য হেরফের হইলে ইবাদত নষ্ট হইয়া যায়। কারণ ইহার দ্বারা আল্লাহর বান্দাগণের অধিকার খর্ব করা হয়।

তৎসঙ্গে নির্দেশিত যিক্‌র আযকারে সকাল সন্ধ্যা মশগুল থাকিবেন। নিজের চরিত্র হইতে অবমাননাকর অভ্যাসগুলি দূর করিবেন। মোনাজাতে ইয়াকুবীর পরিশিষ্টে হযরত ইয়াকুব বদরপুরী (র.) এই কু-অভ্যাসগুলির প্রতি নিম্নলিখিত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ইশারা করিয়াছেন-

خواهی کہ شدد ل توچو آئینہ + دہ چینر بروں کن از دروں سینہ

حرص طمع بخل وحرام وغیبت + کذب وحسد کبر وریاوکینہ

**তরজমা ঃ** তোমার অন্তঃকরণকে যদি আয়নার মত স্বচ্ছ করিতে চাও তবে দশটি বিষয় তোমার অন্তর হইতে বাহির করিয়া লও। লোভ, লালসা, অন্যায়, কার্পন্য, হারাম, পরনিন্দা, মিথ্যা, হিংসা, দাম্ভিকতা, পরশ্রীকাতরতা, লোক দেখানোর নিমিত্তে ইবাদত।

তাহাছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়াদি গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন করিবেন। কোরআন শরীফ তিলাওত, আখেরাতের আলোচনা, ইল্‌মের মাহফিলে অংশ গ্রহণ, যিক্‌রের মাহফিলে অংশ গ্রহণ এবং মসজিদ ইখতিয়ার করা। তাহার পর আভ্যন্তরীণ সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত হইবেন, আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্তরের সম্পর্ক দৃঢ় করিবার চেষ্টায় লিপ্ত হইবেন। সদা সর্বদা ক্বলবের দৃষ্টি দ্বারা ধ্যান করিবেন।

অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ হইল এই, বাতিল আক্বিদা ত্যাগ করা, আলিমগণকে জিঁজ্ঞাসা করিয়া ও কিতাব অধ্যায়ন করিয়া সঠিক আক্বিদা সম্পর্কে অবগত হইয়া নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করিবে। কেননা বর্তমানে ফিতনার যুগ।

اے بسا ابلیس آدمروے ہست

پس بہر دستے نبایدداودست

**তরজমা ঃ** বহু ইবলিশ মানুষরূপে বিরাজ করিতেছে, তাই নিজের হাতখানা সকলের হাতে সমর্পন করা ঠিক নয়।

## কাদিরিয়ার যিক্‌র

১। **এক দরবী ঃ** কাদিরিয়ার প্রথম যিক্‌র এক দরবী। এই যিক্‌রের নিয়ম হইল গলা ও দিলের শক্তিতে সজোরে চাপ প্রয়োগ করিয়া উচ্চ স্বরে লম্বা করিয়া পবিত্র আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করিবেন। অতঃপর শ্বাস স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত থামিবেন। এইভাবে বার বার যিক্‌র করিবেন।

২। **দুই দরবী ঃ** ইহার নিয়ম হইল- নামাযে যেইভাবে বসিতে হয় ঠিক সেইভাবে বসিবেন। প্রথমবার ইছমে যাত (পবিত্র আল্লাহ শব্দ) দ্বারা ডান

উরুতে, দ্বিতীয়বার ক্বলবে আঘাত করিবেন। ইহা বার বার একাধারে করিবেন। ক্বলবে শক্তির সাথে আঘাত দেওয়া বা দরব করা উচিত। যাহাতে অন্তঃকরণ প্রভাবিত হয় এবং ওয়াছওয়াছা ও পেরেশানী দূর হইয়া একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

৩। **তিন দরবী ঃ** ইহার নিয়ম হইল-চারজানু বসিয়া প্রথম বার ডান উরুতে ২য় বার বাম উরুতে ৩য় বার ক্বলবে দরব (আঘাত) করিবেন। তৃতীয় আঘাত যেন অপেক্ষাকৃত শক্ত ও উচ্চ স্বরে হয়।

৪। **চার দরবী ঃ** ইহার নিয়ম হইল -চারজানু বসিয়া প্রথম বার ডান জানুতে ২য় বার বাম জানুতে ৩য় বার ক্বলবে ৪র্থ বার সামনে দরব করিবেন। ৪র্থ আঘাত যেন অপেক্ষাকৃত শক্ত ও সজোরে হয়।

## জেহরী যিক্‌র ও নফি ইছবাত

প্রকাশ থাকে যে, যিক্‌রে জেহেরের মধ্যে সীমা লঙ্গন করা নাজায়িয। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বাণী প্রদান করিয়াছেন-

اِرْبَعُوْا اَنْفُسَكُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمًّا وَّلَا غَائِبًا ـ

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা স্বাহরগ হইতেও নিকটে-

ইহার নিময় হইল-কিব্‌লাহ্‌মুখী হইয়া নামাযের আসনে বসিয়া চক্ষু বন্ধ করতঃ لا উচ্চারণ করিবেন যেন নাভী হইতে উচ্চারণ করিতেছেন। এই স্বরকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া আনিয়া ডান কাঁধের উপর আনিবেন। তাহারপর الـه বলিবেন যেন তাহা মস্তিষ্কের খুলি হইতে বাহির করিতেছেন। তাহারপর الاالـلـه দ্বারা স্ব-বলে ক্বলবে আঘাত হানিবেন। তখন আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন মকছুদ প্রিয় বা অস্তিত্ব সম্পন্ন নয় তাহা খেয়াল করিবেন। একমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা যে বিদ্যান তাহাই খেয়াল করিবেন।

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন- যাকিরের স্তর হিসাবে এই সকল কল্পনা ও ধ্যানের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রথম স্তরের যাকির অন্য

সকল স্নেহ সম্পর্কের নফি করেন। মধ্যম স্তরের যাকির আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল মকছুদের নফি করেন। উচ্চ স্তরের যাকির আল্লাহ ছাড়া সর্ব স্তরের অস্তিত্বের নফি করেন। এই পন্থায় যিক্‌র করার উদ্দেশ্য হইল বিবিধ দিক হইতে আগত নানা ধরণের ওয়াছওয়াছা ও খেয়াল দূর করা এবং এক মনে আল্লাহ তায়ালার দিকে ধ্যান নিবদ্ধ করা। যিক্‌রের কোন বৈঠকে আনন্দ, আবার কোন বৈঠকে ভাবমত্ত হইয়া বিনীত হওয়া একমনা হওয়ার পক্ষে সহায়ক। তাই তরিকার এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা বর্জনীয় বেদআত নয়। ফজর ও আছরের পর ছালিকগণ একত্রে বসিয়া যিক্‌র করিবেন। কেননা সম্মিলিত অবস্থায় যে উপকার হয় তাহা একা হয় না। তালিবের মধ্যে যখন যিক্‌র জলির প্রভাব প্রকাশিত হইবে এবং নূর উপলব্ধি করিবেন তখন তাহাকে খফি যিক্‌রের নির্দেশ দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি উল্লেখিত শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিয়মিত (দৈনিক) ৪ হাজার বার হিসাবে দুই মাস কাল যিক্‌র করিবেন, তাহার মধ্যে এই সকল প্রভাব হইবে। সেই ব্যক্তি অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন হন বা বিচক্ষণ।

হযরত মৌলানা ইয়াকুব বদরপুরী (র.) একদিন যিক্‌র শেষ করিয়া আমি অধমকে (মোঃ আব্দুল লতিফ ফুলতলী) ডাকিলেন। অতঃপর বলিলেন-আমি কাদিরিয়া তরিকায় ৪ দরবী যিক্‌রে মশগুল ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমাকে কাদিরিয়া তরিকার ৫ দরবী যিক্‌র দান করা হইল। মনের নানাবিধ খেয়াল দূর করিবার জন্য এবং নূর হাসিল করিবার জন্য এই যিক্‌র যারপর নাই উপকারী।

৫ দরবী যিক্‌রের নিয়ম হইল। চারজানু (আসনে) বসিবেন। প্রথমে ডান উরুতে দ্বিতীয় বার বাম উরুতে, ৩য় বার ক্বলবে ও ৪র্থ বার বক্ষের সামনে আঘাত হানিয়া নূরের কল্পনা করিবেন এবং শ্বাস গ্রহন করার সময় এই নূর ছিনার অভ্যন্তরভাগে লইয়া যাইবেন। অতঃপর মাথার সামনে আঘাত হানিয়া ছাতার আকারে নূর কল্পনা করিবেন।

তারপর আমাকে ৬ দরবী যিক্‌র দেওয়া হইল। ইহার নিয়ম হইল এই, (চারজানু) আসনে বসিয়া ১ম বার ডান উরুতে, ২য় বার বাম পার্শ্বে অবস্থিত কলবে, ৩য় বার ডান পার্শ্বে অবস্থিত রুহে, ৪র্থ বার বক্ষ বরাবর সামনে ও ৫ম

বার ললাটের সামনে আঘাত করিয়া ছাতার আকৃতির নূর কল্পনা করিবেন। বিশেষ করিয়া ললাট ও বক্ষের নূরকে যথাক্রমে প্রশস্থ ও ব্যাপক হইতেছে ধারণা করিয়া উড্ডয়ন করিবেন। আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে উড্ডয়ন করিতে পারিবেন।

## খফি যিক্‌র

পবিত্র اللّٰه ইছমের যিক্‌র নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করিবেন। চক্ষুদ্বয় ও ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিবেন। অন্তরের ভাষায় বলিবেন الله سميع - الله بصير - الله عليم যেন এই শব্দ নাভী হইতে বাহির করিয়া বক্ষে, বক্ষ হইতে বাহির করিয়া মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিয়া আরশ পর্যন্ত লইয়া যাইবেন। যেভাবে উপরের দিকে গমন করিয়াছিলেন,সেইভাবে الله عليم - الله بصير - الله سميع বলিতে বলিতে ক্রমশঃ নামিয়া আসিবেন। ইহা পালাক্রমে করণীয় বিষয়। এইভাবে বার বার করিবেন। উল্লেখিত শব্দ সমূহের সহিত কোন কোন বুজুর্গ اللّٰه قدير ও যুক্ত করেন। হযরত বদরপুরী (র.)-এর অভ্যাস ছিল এইরূপ। হযরত ইয়াকুব বদরপুরী (র.) (ফুলতলী ছাহেবের (র.)-এর পীর ও মুর্শিদ) এই যিক্‌রের বিস্তারিত পদ্ধতি নিম্নরূপ বর্ণনা করিতেন। اللّٰه سميع বলিতে বলিতে স্বীয় কল্পনায় নাভী হইতে ছিনা পর্যন্ত আরোহন করিবেন। তাহার পর الله بصير বলিতে বলিতে বক্ষ হইতে মস্তিষ্কে গমন করিবেন। সেখান হইতে اللّٰه عليم বলিতে বলিতে আরশের দিকে গমন করিবেন । অতপরঃ এই শব্দগুলি খেয়াল করিতে করিতে পর্যায়ক্রমে অবতরণ করিবেন। যেমন- اللّٰهُ عَلِيْم বলিতে বলিতে অবতরণ করিয়া আরশ হইতে মস্তিষ্কে পৌছিবেন। اللّٰهُ بَصِيْرٌ বলিয়া মস্তিষ্ক হইতে ছিনায় পৌছিবেন। অতপরঃ اللّٰهُ سَمِيْعٌ বলিতে বলিতে ছিনা হইতে নাভীতে পৌছিবেন। এইভাবে প্রত্যেক বার করিবেন। اللّٰهُ قَدِيْر বর্ধিত করিবেন ৩য় শব্দ হিসাবে। তখন মস্তিষ্ক হইতে আকাশে পৌছিবেন এবং ৪র্থ বার আরশে। শেষোক্ত নিয়মে বদরপুরী (র.) যিক্‌র করিতেন।

## পাস আনফাছের নিয়ম

ইহার নিয়ম হইল এই, শ্বাস গ্রহন করার সময় অন্তরের ভাষায় বলিবেন لا اِلٰه এবং শ্বাস বাহির করার সময় اِلَّا اللّٰه। তাহাছাড়া কোন কোন বুজুর্গের মতে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ নিশ্বাস ত্যাগ করার সময় لا اِلٰـــه বলিবেন। উভয় পদ্ধতিই সঠিক। তবে মানুষের জীবনের শেষ اِلَّا الـلّٰـــــه এর উপর হইবে। অন্তরের অবাঞ্চিত ধারণা ও ওয়াছওয়াছা দূর করার নিমিত্তে এই যিকর খুবই প্রভাবশালী। তালিবের জন্য সদা সর্বদা এই যিকর অব্যাহত রাখা অপরিহার্য।

## মুরাকাবা সমূহের বয়ান

যখন যিক্‌রে খফীর প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে, তালিব যিক্‌রের নূর অনুভব করিবেন এবং আল্লাহ তায়ালার অন্বেষণে দৃঢ়তা ও সাহস সঞ্চয় করিবেন এবং নিশ্চুপ থাকা পছন্দ করিবেন ও আখেরাতের জন্য মঙ্গলজনক নয় এমন সব পার্থিব বিষয়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হইবে, তখন যাকিরের ধারাকে যিক্‌রের দিকে প্রত্যাবর্তন করাইবেন।

তরিকার বুজুর্গাণে কেরামের মতে, মুরাকাবা বিভিন্ন ধরণের। সব রকমের মুরাকাবার মূল উৎস হইল একটি বিষয়, তাহা হইল এই যেমন এক আয়াত অথবা একটি কলিমা মুখে উচ্চারণ করিবেন অথবা অন্তরে খেয়াল করিবেন। এই আয়াত ও কলিমার অর্থ ভালভাবে উপলব্ধি করিবেন। অতঃপর তাহার প্রকৃত প্রকাশ যেভাবে হইতে পারে তাহা কল্পনা করিবেন। অতঃপর এই অবস্থায় এমনভাবে মনোনিবেশ করিবেন যাহাতে অন্তরে অন্য কিছু আসিতে না পারে। যতক্ষণ না তাহাতে নিমজ্জিত হইতে পারেন। এমনভাবে নিমজ্জিত হইবেন যেন ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতে সম্পূর্ণ গাফিল থাকেন।

**মোটকথা-** এমনভাবে সেই নামের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাওয়া, যাহাতে অন্য কিছুর ধ্যান না আসে উহাকে মুরাকাবা বলা হয়।

মুরাকাবার দালিলিক প্রমাণ নিম্নলিখিত হাদীছ শরীফে রহিয়াছে-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ ـ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ ـ

## আল্লাহ তায়ালার মুরাকাবা

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মুরাকাবা তালিব মুখে উচ্চারণ করিবেন-

اَللّٰهُ حَاضِرِىْ اَللّٰهُ نَاظِرِىْ اَللّٰهُ مَعِىْ অথবা শব্দ উচ্চারণ না করিয়া মনে মনে খেয়াল করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিকটে বিরাজিত, আল্লাহ তায়ালা নিকটতম দর্শক, আল্লাহ তায়ালা আমার সঙ্গেই আছেন, এই ধারণাকে অন্তরে বদ্ধমুল করার চেষ্টা করিবেন, যদিও আল্লাহ তায়ালা দিক, স্থান হইতে মুক্ত। এমনিভাবে একাগ্র মনে স্বীয় কল্পনার ধ্যানে নিমজ্জিত হইবেন।

## মহব্বতের মুরাকাবা

নিম্নলিখিত আয়াতের মুরাকাবা وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথেই আছেন যেখানে থাক না কেন। (সূরা হাদিদঃ আয়াত-৪)

তিনি যে সঙ্গে আছেন সেই ধ্যান করিবেন দন্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায়, শায়িত অবস্থায়, নিঃসঙ্গ অবস্থায়, কর্মব্যস্ত অবস্থায়, বেকার অবস্থায়, মানুষের সাথে অবস্থানকালে।

## কোরআন শরীফের মুরাকাবা

যেমন নিম্নলিখিত আয়াতের মুরাকাবা فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

**তরজমা ঃ** যেদিকেই তোমরা মুক ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহর দিক। (সূরা বাকারা. আয়াত-১১৫)

অন্য আয়াতে যেমন- اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

**তরজমা ঃ** মানুষ কি অবগত নয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দেখেন। (সূরা আলাক, আয়াত-১৪)

অন্য আয়াতে যেমন- نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْد

**তরজমা ঃ** আমি মানুষের শাহরগ হইতে আরো নিকটে (সূরা কাফ, আয়াত-১৬)

অন্য আয়াতে যেমন- وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِيْطٌ

**তরজমা ঃ** আল্লাহ তায়ালা সবকিছু ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

অন্য আয়াতে যেমন- اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ

**তরজমা ঃ** নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথেই আছেন। তিনি এখন আমাকে হেদায়েত দান করিবেন। (সূরা শুআরাঃ আয়াত-৬২)

অন্য আয়াতে যেমন- هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

**তরজমা ঃ** আল্লাহ তায়ালা অনাদি, তাহার পূর্বে কিছুই ছিল না। তিনি অনন্ত যিনি সবকিছু ফানা হওয়ার পরও থাকিবেন। তিনি প্রকাশ্য তাহার গুণাবলী ও কর্মের মাধ্যমে। তিনি অপ্রকাশ্য তাহার সত্ত্বার ক্ষেত্রে। (সূরা হাদিদঃ আয়াত-৩)

তাহার প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে কেহ অবগত নহে। এই সকল মুরাকাবা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী।

## ফানার মুরাকাবা

মুরাকাবা বা ধ্যান যাহা বিবিধ সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং একের মধ্যে বিলীন ও মগ্ন হইতে সাহায্য করে। এই মুরাকাবা হইল নিম্নলিখিত পবিত্র আয়াতের-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ-

**তরজমা ঃ** ভূ-পৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবলমাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্ত্বা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আররাহমানঃ আয়াত-২৬-২৭)

এই আয়াতের মুরাকাবার নিয়ম হইল এই; আপনি কল্পনা করিবেন যে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এবং দেহ ছাই ভস্মের মত বাতাসে উড়িতেছে। তাহাছাড়া সব কিছুর অস্তিত্ব মিটিয়া গিয়াছে। অতঃপর ধ্যান করিবেন আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান আছেন। এই কল্পনার মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিবেন। ইহা নিজেকে বিলীন করার জন্য বিশেষ উপকারী।

## হাদীছ শরীফ দ্বারা মুরাকাবা

এই ধরণের (ফলদায়ক) কল্পনা (যেমন নিজেকে মৃত বলিয়া ধারণা করা ইত্যাদি) ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন ছহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আলী (রা.) হইতে বর্ণিত আছে-তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন (হে আলী) তুমি বল-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ وَذَكِّرْ بِالْهُدٰى هِدَايَتَكَ الطَّرِيْقِ وَبِالسِّدَادِ

سِدَا دِالسَّهْمِ - (كذا فى الحاشية العزيزية)

উল্লিখিত নিয়মে নিম্নবর্ণিত আয়াত শরীফের মুরাকাবা করিলে নিজেকে বিলীন করিতে সাহায্য করিবে।

আয়াত-

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ -

**তরজমা ঃ** যে মৃত্যু হইতে পলায়ন করিতেছ সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করিবে। (সূরা জুমআঃ আয়াত-৮)

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ -

**তরজমা ঃ** যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে, যদিও সু-রক্ষিত দুর্গে অবস্থান কর। (সূরা নিসাঃ আয়াত-৭৮)

অতঃপর যখন মুরকাবার ফলাফল তালিবের মধ্যে প্রকাশিত হইবে এবং নূর প্রত্যক্ষ করিবেন, তখন তাহাতে তওহীদে আফআলী এর হুকুম হইবে।

## তওহীদে আফআলী

প্রত্যেকটি কাজ যাহা বিশ্বজগতে অনুষ্ঠিত হইতেছে আল্লাহর তরফ হইতে মনে করা। কর্মগুলি কোন ব্যক্তি, যেমন জায়েদ, আমরের সৃষ্টি নয়-তাহা ধারণা করা। যাহাতে আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর ভয় ও আশা অন্তরে না থাকে। শেখ

সাদী (র.) বলিয়াছেন-

دریں نوعی از شرک پوشیدہ ھست

کہ زیدم بیازرد و عمروم نجست

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি বিষয়ের উপর গুরুত্ত্বারোপ করিয়াছেন। (১) একটি হইল যিক্‌র যাহা মৌখিক উচ্চারণে করা হয় এবং (২) ফিক্‌র অর্থাৎ মুরাকাবা বা ধ্যান।

## অপ্রকাশিত ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার তদবীর

হযরত মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বলিয়াছেন, কোন কোন বুজুর্গ নিম্নলিখিত আমলকে ভবিষৎ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরীক্ষিত আমল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নিয়ম হইল এই তালিব গোসল করতঃ স্বীয় উত্তম পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া খুশবু লাগাইয়া নির্জন স্থানে জায়নামাজের উপর এতেকাফে বসিবেন। চারিখানা কোরআন শরীফ চারিপাশে খুলিয়া রাখিবেন। সামনে, পিছনে, ডানে, বামে। তাহার পর সর্বান্তকরণে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিবেন যেন উক্ত বিষয়টি তাহার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অতঃপর চক্ষু বন্ধ না করিয়া পবিত্র আল্লাহ শব্দের যিক্‌র আরম্ভ করিবেন এবং যথাক্রমে ডানে, বামে, পিছনে ও সামনে কোরআন শরীফের উপর যিক্‌র এর দরব করিবেন যতক্ষণ না অন্তরে নূর ও প্রশস্থতা অনুধাবন করেন। একে একে সাতদিন এই আমল করিবেন একাকী নির্জনভাবে। অবস্থা প্রকাশিত হইবে। শাহ ওলিউল্লাহ (র.) উক্ত উক্তি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন-যাহারা এই সকল নিয়ম বলিয়াছেন তাহারা তো বলিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে এই সম্পর্কে কিছু খটকা আছে। কেননা এই আমল করার মধ্যে কোরআন শরীফের সাথে বে-আদবী করা হয়।

শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন, আমার পিতা ও মুর্শিদ ভবিষৎ ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার জন্য যে আমল করিয়াছেন তাহা হইল এই, আল্লাহ তায়ালার যিক্‌র

করিবেন তিনটি পবিত্র ইছমের দ্বারা।

يَاعَلِيْمُ - يَامُبِيْنُ - يَاخَبِيْرُ -

শর্ত মুতাবিক করিবেন। এক দরবী যিক্‌রের মত করিবেন অথবা তিন দরবী যিক্‌রের মত করিবেন, যে পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলিয়াছেন, শর্ত বলিতে নিম্নলিখিত শর্ত-নির্জনতা অবলম্বন করা, উত্তম পবিত্র পোষাক পরিধান করা, গোসল, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা এবং কোরআন শরীফ না রাখিয়া মুসল্লায় বসা। অথবা যেভাবে এক দরবী যিক্‌র সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি, সেইভাবে অথবা যেভাবে দুই দরবী যিক্‌র সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি, সেইভাবে অথবা তিন দরবী যিক্‌রের মত। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

## কশফে রুহ

কাদিরিয়া তরিকার শায়খগণ বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে রুহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে পরীক্ষিত নিয়ম হইল এই سُبُّوْحٌ বলিয়া ডান পাশে আঘাত করিবেন এবং বাম পাশে قُدُّوْسٌ পড়িয়া, আকাশের দিকে رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ এর আঘাত করিবেন এবং وَالرُّوْحُ পড়িয়া কলবে আঘাত করিবেন।

## মুশকিল আছানের জন্য

গুরুত্বপূর্ণ কঠিন সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য উল্লিখিত শর্তসহ নিয়ম হইল এই-তাহাজ্জুদের নামাজ যত রাকাত সম্ভব পড়িবেন। অতঃপর ডান দিকে يَاحَيُّ এবং বাম দিকে يَاوَهَّابُ বলিয়া দরব (আঘাত) দিবেন এইভাবে এক হাজার বার করিবেন।

## অন্তঃকরণের প্রশস্ততার জন্য

## برائے انشراح خاطرودفع بلاء

ইহার নিয়ম হইল পবিত্র আল্লাহ শব্দে ক্বলবে আঘাত করিবেন। لَآاِلٰــهَ اِلَّاهُوَ নফি ইছবাতের নিয়মে করিবেন। (যাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে)। اَلْــحَىُّ উচ্চারণ কয়িা ডান পাশে এবং اَلْقَيُّوْمُ বলিয়া বাম পাশে আঘাত করিবেন।

## রোগ নিবারণের তদবীর

যখন রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে অথবা দুশমনকে পরাভুত করার উদ্দেশ্যে অথবা সংকট দূর হওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা রিজেক প্রশস্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করার উদ্দেশ্য করিবেন তখন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম সমূহের মধ্যে আপনার বিষয় অনুপাতে কোন ইছম ঠিক করিয়া লইবেন। অতঃপর উক্ত ইছমের যিক্র দুই দরব, তিন দরব ও চার দরবে করিবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন রোগ মুক্তির জন্য يَــاشَــافِىُ সংকট দূর হওয়ার জন্য يَاصَمَدُ রিজেক বর্ধিত ও প্রশস্ত হওয়ার জন্য يَارَزَّاقُ শত্রু দমনের জন্য يَامُذِلُّ অনুরূপভাবে নিজ প্রয়োজন মুতাবিক আল্লাহ তায়ালার পবিত্র যিক্র করিবেন।

## কশ্ফে কবর

চিশ্তিয়া তরীকার মাশায়িখগণ বলিয়াছেন, যখন কবরস্থানে প্রবেশ করিবেন তখন সূরা "ইন্না ফাতাহনা" দ্বারা ২ রাকাত নামাজ আদায় করিবেন। অতঃপর কবরবাসীর প্রতি মুখ করিয়া ক্বিবলার দিকে পিঠ করিয়া বসিয়া সূরা মূলক তিলাওত করিবেন। অতঃপর বলিবেন اَللّٰهُ اَكْبَر এবং لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ আর ১১ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করিবেন, তাহার পর মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হইবেন। তাহার পর ২১ বার বলিবেন يَــارَبُّ ــ يَــارَبُّ তাহার পর يَــارُوْحُ বলিয়া আসমানে আঘাত করিবেন যতক্ষণ না প্রশস্থতা ও নূর অনুভব করেন এবং মৃত ব্যক্তির অবস্থা পরিষ্কার হয়।

## কুন ফায়াকুন নামায

চিশ্‌তিয়া তরিকার বুজুর্গানে কেরাম صلوة كن فيكون আদায় করিয়া থাকেন। যেহেতু এই নামাজের দ্বারা অতি শীঘ্র উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং উদ্দেশ্য সাধনে ইহা বলিষ্ট উপকারী, তাই ইহাকে صلوة كن فيكون বলা হয়।

صلوة كن فيكون সম্পর্কে চিশ্‌তিয়ার বুজুর্গানে কেরাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দেয়, তিনি বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাত্রে দুই রাকাত নামাজ আদায় করিবেন । প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা একবার ও এখলাছ ১০০ বার। ২য় রাকাতে সূরা ফাতেহা ১০০ বার ও সূরা এখলাছ ১ বার এবং তাহার পর ১০০ বার বলিবেন-

اے آسان کنندہ دشوار یہا ☆ اے روشن کنندہ تارک ہا

অর্থাৎ হে সংকট নিবারণকারী, অন্ধকারে আলোক দানকারী।

১০০ বার ইসতেগফার শরীফ পড়িবেন। ১০০ বার দুরুদ শরীফ পড়িবেন এবং কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তায়ালার সমীপে দোয়া করিবেন। ৩য় রাত্রি পর্যন্ত অনুরূপ আমল করিয়া মাথার পাগড়ী বা টুপি মাথা হইতে নামাইয়া স্বীয় জামার আস্তিন গর্দানে ঝুলাইয়া দিবেন এবং কাঁদিতে থাকিবেন। ৫০ বার আল্লাহ তায়ালার সমীপে দোয়া করিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ, নিশ্চয় তাহার দোয়া কবুল করা হইবে। والله اعلم

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলিয়াছেন- কোন কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি আস্তিন গর্দানে ঝুলাইয়া দেওয়ার উপর আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন, মছনুন দোয়া সমূহে এই নিয়ম ছাবিত নাই; সুতরাং ইহা কিরূপে জায়িয হইবে? জবাব হইল এই-চাদর উলটানো ইছতেছকার নামাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সুপ্রমাণিত রহিয়াছে।

ইহা দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য করা হইত। অনুরূপভাবে অন্তরের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য নিজের করুণ অবস্থা প্রকাশ করতঃ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে আপত্তিকর হওয়ার কোন কারণ নাই।

শায়খ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন, আমার ওয়ালিদ ছাহেবকে বলিতে শুনিয়াছি,

খাজা হাশিম বোখারী আমাকে ইছমে যাত লিখার জন্য নির্দেশ দেন। আমি তখন দশ বৎসরের ছেলে। আমি তখন অন্য কিছু লিখায় ব্যস্ত ছিলাম। অতঃপর আমি ইহা মনযোগ সহকারে অনেকবার লিখিলাম। ইছমে যাত লিখিয়া প্রায় ৪টি পাতা পূর্ণ করিলাম। অথচ বুঝিতে পারিলাম না।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইছমে যাত আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ইছম লিখার মধ্যে যাকিরের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। লিপিবদ্ধ ইছমে যাত এর ধ্যান করিলে যাকিরের অসীম উপকার সাধিত হয়।

## নক্‌শবন্দিয়ার পারিভাষিক শব্দ

নক্‌শবন্দিয়া মাশায়িখগণের কিছু পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে, যেগুলির উপর এই তরিকার ভিত্তি। কোন কোন শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যে উল্লিখিত যিক্‌রের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। আবার কোন কোন শব্দের মধ্যে এই সকল কর্মের ফলাফলের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এখন এই পারিভাষিক শব্দগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

| | বাংলা | উর্দূ |
|---|---|---|
| ১। | হুশ দরদম | - هوش دردم |
| ২। | নজর বরকদম | - نظر بر قدم |
| ৩। | সফর দর ওয়াতন | - سفر در وطن |
| ৪। | খিলওত দর আঞ্জুমান | - خلوت درا نجمن |
| ৫। | ইয়াদ করদ | - یاد کرد |
| ৬। | বাযগশ্‌ত | - باز گشت |
| ৭। | নিগাহ দাশ্‌ত | - نگهداشت |
| ৮। | ইয়াদ দাশ্‌ত | - یادداشت |

এই আটটি শব্দ হযরত আব্দুল খালিক গজদওয়ানী (র.) হইতে বর্ণিত।

তাহাছাড়া তিনটি শব্দ হযরত বাহা উদ্দিন নকশবন্দী (র.) হইতে বর্ণিত।

এই তিনটি হইল-

১। উকুফে যমানি - وقوف زمانی

২। উকুফে কলবি - وقوف قلبی

৩। উকুফে আদদী - وقوف عددی

## হুশ দরদম

হুশ দরদম অর্থ দমে দমে সাবধানতা অবলম্বন করা ও সর্তক থাকা। সদা সর্বদা প্রতিটি নিঃশ্বাসের সময় নিরীক্ষণ করা যে, আমি যিক্রে রত না যিক্র হইতে গাফিল। আল্লাহ তায়ালার দরবারে সদা-সর্বদা নিজেকে বিনীতভাবে উপস্থিত রাখার ইহাই উত্তম পদ্ধতি। এই ধরণের সাবধানতা প্রাথমিক স্তরের তালিবের জন্য বিশেষ জরুরী। তালিব যখন কিছু পথ অতিক্রম করিবেন এবং সুলুক, মুরাকাবা ইত্যাদি স্তরে উপনীত হইবেন, তখন কিছুক্ষণ পর পর নিজের অবস্থা নিরীক্ষণ করিবেন। যেমন এক ঘন্টা অতিবাহিত হইলে চিন্তা করিবেন এই ঘন্টায় বা সময়ে আমি গাফিল ছিলাম না যাকির। যদি ধরা পড়ে যে গাফিল ছিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইবেন। সাথে সাথে পরবর্তী সময়ে অনুরূপ গাফিলতির শিকার হইবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন। এইভাবে সব সময় নিরীক্ষণ ও অন্বেশন করিতে থাকিবেন। যাহাতে সব সময় আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে থাকিতে পারেন। শেষোক্ত সাবধানতাকে وقوف زمانی বলা হয়।

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন- وقوف زمانی কে ছুফীগণ মুহাসাবা বলিয়া থাকেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, হুশিয়ার সেই ব্যক্তি যে, নিজের প্রবৃত্তিকে সংযত করে এবং মরণের পরের জন্য আমল করে। আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.) খুতবার সময় বলিয়াছিলেন, নিজের হিসাব নিজেই করিয়া লও হিসাব লওয়ার পূর্বে। নিজের অবস্থা পরিমাপ কর পরিমাপ হওয়ার পূর্বে। প্রস্তুতি গ্রহণ কর, কিয়ামতের দিন

আল্লাহ তায়ালার সামনে উপস্থিত করা হইবে। তোমাদের কোন কিছু লুক্কায়িত থাকিবে না। পূর্বে আলোচিত মুহাসাবা (বা নিজের অবস্থা নিজে পরখ করা) বিষয়ে কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতে দলিল রহিয়াছে-

وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ۔

**তরজমা ঃ** প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠাইয়াছে, (সূরা হাশরঃ আয়াত-১৮) তাহাছাড়া হাদীছ শরীফেও দলিল রহিয়াছে-

اَلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ۔

**তরজমা ঃ** প্রকৃত বুদ্ধিমান সে, যে তাহার প্রবৃত্তিকে বশিভূত করিতে পারে, মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে। ব্যর্থ সেই ব্যক্তি, যে তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তায়ালার উপর নিস্ফল আশা রাখে।

## নজর বর কদম

নজর বর কদম ছালিকের জন্য জরুরী হইল চলাফিরা করার সময় স্বীয় চরণযুগল ছাড়া অন্যদিক হইতে দৃষ্টি সংযত করিয়া রাখা। উপবিষ্ট অবস্থায় কেবলমাত্র সামনের দিকেই দৃষ্টিপাত করা। কেননা বিচিত্র কারুকার্য ও আশ্চর্যজনক নানাবিধ রূপ দর্শন করিলে তরিকত পন্থীর অবস্থা নাজেহাল হইয়া যায়। এবং যে বস্তুর অন্বেষণে তিনি আছেন, তাহা হইতে বিমুখ হইয়া পড়েন। মানুষের আওয়াজ শ্রবণ করা ও তাহাদের নানাবিধ কথাবার্তার দিকে লক্ষ্য করা উল্লিখিত অনিষ্টকর দৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ অনিষ্টকর।

শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন-আমি আমার মুর্শিদ (পিতার নিকট) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন, দৃষ্টি অবনত রাখা প্রথম পর্যায়ের তালিবের জন্য। যাহারা উচ্চস্তরে পৌছিয়াছেন তাহারা স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা করিবেন যে, তিনি নবীগণের মধ্যে কোন নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। (আল্লাহ তায়ালা যেন নবীগণের উপর তাহার অপরিসীম রহমত অবতীর্ণ করেন)।

কেননা আউলিয়াগণের মধ্যে অনেকে সায়্যিদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্কের উপর প্রতিষ্ঠিত হন। আবার কোন কোন ওলি হযরত মুসার (আঃ) পদাঙ্ক অনুসরণের ফয়েজ লাভ করেন। এইভাবে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামগণের কথা ধারণা করিতে পারিবেন। যখন উন্নত স্তরের ব্যক্তি নিজ রাহবারকে পরিচয় করিয়া লইবেন, তখন উচিত হইল তাহার অবস্থা স্বীয় রাহবারের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া।

## সফর দর ওয়াতন

"সফর দর ওয়াতনের" রহস্য হইল মানুষের প্রকৃতিগত দোষ হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া ফিরিশ্‌তাকুলের উন্নত গুণে নিজেকে গুণান্বিত করা। ছালিকের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হইল, তিনি যেন স্বীয় নফসের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন যে, তাহার মধ্যে মখলুকের প্রতি আকর্ষণ আছে কি না। যখন অবগত হইবেন যে, এমন আকর্ষণ আছে, তখন নতুনভাবে তাওবাহ করিবেন এবং মনে করিবেন যে, ইহা তাহার জন্য ভুত স্বরূপ। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ হইতে যাহা কিছু বিরত রাখে তাহাই ভুত বিশেষ। অতঃপর উচ্চারণ করিবেন لا اله الا الله বলার সময় ধারণা করিবেন যে, আমি বস্তুর স্নেহ পরিত্যাগ করিলাম। الا الله বলার সময় ধারণা করিবেন যে, আমি তদস্থলে আল্লাহ তায়ালার মহব্বত স্থাপন করিলাম। যেহেতু গাইরুল্লার মহব্বত অন্তরের অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা বাহির করা সম্ভবপর নয় গভীর অনুসন্ধান ছাড়া। ছালিকের জন্য জরুরী হইল অন্তরে অন্যের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ আছে কি না তাহা ভালভাবে অন্বেষণ করা। যদি থাকে তবে তাহা উল্লেখিত কলিমার দ্বারা সদা-সর্বদা দূর করা।

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) বাণী প্রদান করিয়াছেন-যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার খালিছ মহব্বতের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে সেই স্বাদ দুনিয়া হইতে বিমুখ করিয়াছে

এবং মানুষ হইতেও বিমুখ করিয়াছে।

## খিলওত দর আঞ্জুমান

খাজা আলী রামিতিনী (র.) বলিয়াছেন-

از دروں شو آشناواز بیروں بیگانہ وش
ایں چنیں زیبا روش کم می بود اندر جہاں

খিলওতদর আঞ্জুমান এর অর্থ হইল অন্তর দিয়া আল্লাহ তায়ালার সাথে সর্বাবস্থায় মশগুল থাকা। পড়াশুনা, কথাবার্তা, খানা-পিনা, চলা-ফিরা সকল অবস্থায় মশগুল থাকা। উল্লেখিত বিষয়াদিতে ব্যস্ত থাকার সময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়া হইতে মন-মানষিকতাকে বিরত রাখা। খাজা নক্শবন্দী (র.) বলিয়াছেন, এই বিষয়ের প্রতি নিম্নলিখিত আয়াত শরীফে ইশারা করা হইয়াছে-

رِجَالٌ لَّاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

তরজমা ঃ সেই সব লোক যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হইতে বিরত রাখে না। (সূরা নূরঃ আয়াত-৩৭)

دل بیـــارو دست بـکـار অন্তর বন্ধুর সাথে এবং হাত কর্মে লিপ্ত। তাফসীরে হক্কানীর প্রণেতা বলিয়াছেন, রিয়া হইতে আত্মরক্ষার উত্তম পদ্ধতি হইল নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে ওলামাগণের কাপড় পরিধান এবং হক তায়ালার সাথে বিদ্যমান থাকা। তখন অধিকাংশ মানুষ ধারণা করিবে যে এই ব্যক্তি আলিম, কিতাব লইয়া ব্যস্ত থাকে। এই ব্যক্তির দরবেশীর সাথে কোন সম্পর্ক নাই। ফলে তাহার প্রতি ওলী বলিয়া অধিকাংশ লোকের ধারণা জন্মিবে না। কিন্তু ফকির দরবেশের বেশ ধারণ করিলে তাহার বিপরীত ধারণা জন্মিতে পারে।

খাজা বাহা উদ্দিন নক্শবন্দী (র.) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধ্যান জমাইয়া রাখা এবং গাফিল না হওয়া কিভাবে সম্ভবপর? ইহার স্ব-পক্ষে খাজা (র.) নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিলেন।

رِجَالٌ لَّاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

**তরজমা ঃ** সেই সব লোক যাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হইতে বিরত রাখে না। (সূরা নূরঃ আয়াত-৩৭)

## ইয়াদ করদ

''ইয়াদ করদ'' অর্থ যিকরুল্লাহ হয়তো নফি ইছবাতের মাধ্যমে অথবা ইছবাতের মাধ্যমে। খাজা নক্শবন্দী (র.) বলিয়াছেন-যিক্রের উদ্দেশ্য হইল অন্তরকে সর্বদা মহব্বতের সহিত আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আল্লাহ তায়ালার সমীপে উপস্থিত রাখা। কেননা গাফলতকে দূর করার নাম যিক্র বা স্মরণ (হাশিয়ায়ে আজিজিয়া)

## বাযগশ্ত

''বাযগশত'' শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরিয়া আসা। তালিব কিছুক্ষণ যিক্র করার পর মুনাজাতের দিকে ৩ অথবা ৫ বার প্রত্যাবর্তন করিবেন-দোয়া করিবেন, হে আমার রব। তুমিই আমার মকছুদ, আমি দুনিয়া ও আখেরাতকে বিসর্জন দিয়াছি তোমারই জন্য। তোমার নিয়ামত আমার জন্য পূর্ণ করিয়া দাও। তোমার পূর্ণ মিলন আমাকে নছিব কর, শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন, আমার পিতা ও মুর্শিদকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন ইহা যিক্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত । ছালিকের জন্য ইহা এই দোয়া ত্যাগ করা অনুচিত। কেননা আমি যাহা কিছু পাইয়াছি, ইহার বদৌলতে পাইয়াছি। শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন-যখন কালেমায়ে তায়্যিব সর্বান্তকরণে বলিবেন, তাহার পরেই দোয়া-করিবেন, ইলাহি তুমিই আমার মকছুদ। তোমার সন্তুষ্টিই আমার কাম্য, অর্থাৎ এই যিক্রের একমাত্র উদ্দেশ্য তুমিই। কেননা এই যিক্র অন্যান্য সব ভাল-মন্দ খেয়ালকে বাহির করিয়া দেয়। তাই প্রতি নিঃশ্বাসে এখলাছকে সতেজ করিবেন যেন অন্তর আল্লাহ ছাড়া সবকিছু হইতে পবিত্র হইয়া যায়। যদি যাকির এমন এখলাছ অনুভব না করেন তবে মুর্শিদের অনুসরণে উল্লিখিত দোয়া পাঠ করিবেন। বাযগশ্ত হইল এখলাছ লাভ করা। তাই এখলাছ যিক্রের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। কেননা যাকিরের

অন্তরে ওয়াছওয়াছাহ সৃষ্টি হয় মনের সাময়িক খুশী ও আনন্দের ফলে এবং যাকির এই আনন্দে প্রবঞ্চিত হইয়া ইহাকে (সাময়িক ভাবকে) মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা করেন। এই ধরণের ধারণাও ব্যক্তির জন্য বিষ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক।

## নিগাহ দাশ্‌ত

নিগাত দাশ্‌ত হইল মন, কথা ও অন্তরে উদিত অমুলক অবাঞ্চিত বিষয়াদি দূর করা ও তাড়ানো। ছালিকের জন্য সদা-সর্বদা সতর্ক ও সজাগ থাকা জরুরী। তাই অন্তরে এমন কোন খেয়াল রাখা অনুচিত যাহা বিপদে ফেলিবে। খাজা নক্‌শবন্দী (র.) বলেন-অবাঞ্চিত মনকথাকে সূচনাতেই অন্তরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া উচিত। কারণ যখন তাহা অস্তিত্ব লাভ করিয়া প্রকাশিত হইবে, তখন নফসকে তাহার দিকে ঝুকাইয়া ফেলিবে এবং নফসকে প্রভাবিত করিয়া ফেলিবে। এমতাবস্থায় তাহা দূর করা দূরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। নিগাহ দাশ্‌ত হইল ওয়াছওয়াছাহ ও কুমন্ত্রণা হইতে মন-মানষিকতাকে মুক্ত করা। শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন-মনের অবাঞ্চিত ধারণা বা কুমন্ত্রণাকে ঘন্টা/দুই ঘন্টা অন্তরে স্থান দেওয়া উচিত নয়। বুজুর্গানে কেরামের মতে ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আওলিয়ায়ে কেরামনগণ এই দৌলত দীর্ঘকাল পর্যন্ত লাভ করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদের অন্তর পরিষ্কার থাকে।)

## ইয়াদ দাশ্‌ত

ইহা কেবলমাত্র ওয়াজিবুল ওয়াজুদ আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের প্রতি মনোনিবেশ করা, যাহা বাক নির্ভরশীল বা ধারণা প্রসূত নয়। প্রকৃতপক্ষে দৃঢ়তার সহিত এমন মনোযোগ সাধন হয় না পূর্ণ বিলীন ও পূর্ণ বাক্য লাভ না করা পর্যন্ত।

**মোটকথা-** বাক নির্ভরশীল বা খেয়াল প্রসূত নয় পবিত্র সত্ত্বার এমন ধ্যানের নাম یاد داشت তরিকার সাথে যাহার চরম শিখরে আরোহন করিয়াছেন তাহারাই এই দৌলত লাভ করিয়া থাকেন।

## ওকুফে যমানী

হুশ দরদম অধ্যায়ে ওকুফে যমানী সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক প্রহরে নতুনভাবে চিন্তা করা যে আমি গাফিল ছিলাম কি না? যদি গাফলতি ধরা পড়ে, তবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে গাফিল না হওয়ার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা।

## ওকুফে আদদী

বিজোড় সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখা। পূর্বে এই সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যিক্‌র বেজোড় সংখ্যা পর্যন্ত করিয়া শেষ করা, জোড় সংখ্যার নয়।

## ওকুফে ক্বলবী

এখানে ওকুফে ক্বলবী দ্বারা সেই ক্বলব বুঝানো হইল, যে ক্বলব বাম স্তনের নিম্নে অবস্থিত। এই তওজ্জুহের মূল রহস্য যিক্‌রের দরব বা আঘাত সমূহের অনুরূপ। (অর্থাৎ যিক্‌র দ্বারা লতিফায় আঘাত করার সময় যে ধরণের খেয়াল করিতে হয়, ইহাতে তাহাই করিতে হয়।)

কাদিরিয়া তরিকার বুজুর্গানে কেরামের মতে ইহার সার সংক্ষেপ এই, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি যেন খেয়াল না থাকে। বহিরাগত খেয়াল সমূহ অন্তরে যেন প্রবেশ না করে। কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি খেয়াল সীমিত থাকে।

## তাওবাহ বকশী

(তাওবাহ প্রবর্তন অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির প্রতি গোনাহ হইতে তাওবাহ করার খেয়াল সৃষ্টিতে সহায়তা করা)। প্রথমে নিজেকে গোনাহগার খেয়াল করিয়া ঐ ব্যক্তিকে কিছু প্রভাবিত করিবেন। এমনভাবে যেন আপনার ও ঐ ব্যক্তির সত্ত্বা মিশ্রিত হইয়া একই সত্ত্বায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। পুনরায় নতুনভাবে তাহার উপর প্রভাব ফেলিবেন এবং খেয়াল করিবেন যে, ঐ লোক তাহার গোনাহের জন্য অনুশোচনা করিতেছে ও লজ্জাবোধ করিতেছে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফিরাত তলব করিতেছে। তখন ঐ গোনাহগার শীঘ্রই তাওবাহ করিবে।

## তছরুফে কলব

মানুষের অন্তরকে প্রভাবিত করা, যাহাতে তাহার অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি হয় অথবা তাহার অনুভূতিকে প্রভাবিত করা, যেন প্রকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া লয়। পদ্ধতি হইল এই-তাহার নফসের প্রতি অগ্রগামী হইয়া স্বীয় নফসকে তাহার সান্নিধ্যে আনয়ন করতঃ মহব্বতের সহিত সর্বান্তকরণে তাহার দিকে মনোনিবেশ করিবেন। তখন যাহার দিকে মনোনিবেশ করিবেন, সে প্রভাবিত হইবে এবং তাহার পক্ষ হইতে মহব্বত প্রকাশিত হইবে। ফলে তাহার মানস সত্ত্বার আসল চাহিদা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার মহব্বত লাভ করার ইচ্ছা প্রকট হইবে।

## তরিকায়ে নিছবতে আহলুল্লাহ

আল্লাহ ওয়ালাগণের নিছবত বা আন্তরিক ভাবধারা সম্পর্কে অবগতির জন্য তাহার সামনে বসিবেন, যদি তিনি জীবিত হন। যদি মৃত হন তবে তাঁহার কবরের নিকট বসিবেন। অন্য সবকিছুর সাথে বন্ধন ছিন্ন করিবেন। স্বীয় রুহকে তাহার রুহের সন্নিকটে আনয়ন করিবেন কয়েক প্রহর পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাহার রুহের সাথে মিলন সাধন হয়। অতঃপর স্বীয় অস্তিত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলে তখন নিজের অন্তরে যে ভাবের উদয় হইবে তাহাই এই ওলির ভাব।

## তরিকায়ে আশরাফে খাওয়াতির

## طریقہ اشراف خواطر

অন্তরের ভেদ অবগত হওয়ার জন্য সর্ব প্রথম স্বীয় অন্তরকে অন্য সব খেয়াল ও বাক্য হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবেন। স্বীয় নফসকে ঐ ব্যক্তির নফসের নিকট পৌঁছাইবেন। তখন যদি আপনার অন্তরে কোন বিষয়ে খটকা হয় অথবা কোন কিছু অবগত হন, তবে ইহাই তাহার অন্তরের কথা।

### طریقہ کشف وقائع آئندہ

যে বিষয় সম্পর্কে অবগত হইতে ইচ্ছুক সেই বিষয় ছাড়া স্বীয় অন্তরকে অন্য সবকিছু হইতে মুক্ত করিবেন। যখন সব খেয়াল বিদূরীত হইবে এবং পিপাসার্ত

ব্যক্তি যেমন পানির অন্বেষন অপেক্ষা করে, তেমনিভাবে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার স্পৃহা হইবে, তখন নিজেকে ملاء اعلى বা ملاء اسفل জগতের প্রতি নিজ যোগ্যতানুসারে বুলন্দ করিবেন, ঐদিকেই খেয়াল নিবন্ধ রাখিবেন। তখন জাগ্রত অবস্থায় অথবা স্বপ্নে অথবা কোন আহবানকারীর দ্বারা অবস্থা জানিতে পারিবেন।

ملاء اعلى মালাইকায়ে মুকাররাবিনকে বলা হয়, যাহারা আল্লাহ তায়ালার দরবারে নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতা, অথবা গোপনীয় ফয়সালার স্থান।

ملاء اسفل বলা হয়, যাহারা উল্লেখিত শ্রেণীর ফেরেশতা হইতে নিম্নস্তরের। উল্লেখিত কর্মের জন্য হওয়া প্রয়োজন।

## তওয়াজ্জুহ দেওয়ার নিয়ম

এই ধরণের প্রভাবিত করা নক্‌শবন্দিয়া তরিকার কামিল ব্যক্তিবর্গ যাহারা ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ স্তরের লোক, তাহাদের দ্বারা হইয়া থাকে। কেননা তাহাদের মর্যাদাই ভিন্ন।

মধ্যম স্তরের বুজুর্গানে কেরামের পক্ষ হইতে তালিবকে প্রভাবিত করার নিয়ম হইল এই মুর্শিদ পুর্ণ সাহসে তালিবের নফসের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করতঃ ধাক্কা দিবেন। তাহার পর স্বীয় নিছবতের দিকে ধ্যান করিবেন। মুর্শিদ তাঁহার তরিকার বুজুর্গানে কেরামের সাথে নিজের সম্পর্ক সৃষ্টি করিবেন। এই সম্পর্ক সৃষ্টি যখন পূর্ণ আয়ত্বে আসিবে, তখন মুর্শিদের এই তওয়াজ্জুহের সাথে যিকর ও তালিবের ক্বলবে ঢালিয়া দেন। তালিব যদি অনুপস্থিত থাকেন, তবে মুর্শিদ ছুরত কল্পনা করিয়া তাহার দিকে তওয়াজ্জুহ দেন।

## হিম্মতের তথ্য

হিম্মত অর্থাৎ স্বীয় অভিষ্ঠ লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে এমনভাবে একনিষ্ঠ হওয়া এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া যেন অন্তরে কিছু উদিত না হয়। নিজের লক্ষ বস্তুর অন্বেষণ এমন পর্যায়ের হওয়া যেমন পিপাসার্ত পানির অন্বেষণ হয়। কোন কোন বুজুর্গ নফি ও ইছবাতে মশগুল হন এবং لا الـه الا الله দ্বারা এমন ধারণা করেন যে,

কাহারো সাধ্য নাই মুছিবত দূর করার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এবং কোন রিযেক দাতা নাই আল্লাহ ছাড়া। এইভাবে নিজের সবকিছুর সম্পর্কে ভাবেন।

## রোগ আকর্ষণ করা

ইহার পদ্ধতি صاحب نسبت ব্যক্তি নিজেকে অসুস্থ বলিয়া মনে করিবেন এবং ধারণা করিবেন যে, এই রোগে আমি আক্রান্ত। সাহস সঞ্চয় করিবেন এবং অন্তরে অন্য কোন কথা যেন না থাকে শুধুমাত্র এই কল্পনা ছাড়া। তখন রুগ্ন ব্যক্তির অসুখ ঐ ব্যক্তির মধ্যে স্থানারিত হইবে। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্যজনক কুদরতের লীলা।

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন-রোগ ছিনাইয়া লওয়ার পদ্ধতি দুইটি। ১টি ওয়ালিদ ছাহেব হইতে বর্ণিত যাহা উপরে উল্লেখিত করা হইল। অন্যটি হইল যখন কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয় অথবা কোন পাপে লিপ্ত হইতে চায়, তখন صاحب نسبت অজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করিবেন। অতঃপর বিনয় সহকারে আল্লাহ তায়ালার দিকে খেয়াল করিবেন। মুখে বলিবেন-

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ -

**তরজমা ঃ** বরং তিনি যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁহাকে ডাকে এবং বিপদ আপদ দূরীভুত করেন। (সূরা নমলঃ আয়াত-৬২)

এই মোনাজাত ও রুনাজারীর মধ্যে বলিবেন, অমুক ব্যক্তি গোনাহ হইতে বিরত হউক। প্রথম যে পদ্ধতি বলা হইয়াছে সেই পদ্ধতিতে অবশেষে নিজের দেহ হইতে রোগ ছিনাইয়া ফেলিবে।

## মুছিবত হইতে মুক্তির তদবীর

অবতীর্ণ বালা মুছিবত দূর করার পদ্ধতি হইল এই মুছিবতকে তাহার মিছালী ছুরতে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট আকৃতির প্রতিচ্ছবি হিসাবে খেয়াল করিবেন। সম্পূর্ণ শক্তির দ্বারা তাহা দমন করার জন্য খেয়াল নিবদ্ধ করিবেন। অতঃপর নিজ শক্তি ও সাহসকে ঐ মুসিবতের উপর কেন্দ্রিভুত করিবেন এবং স্বীয় রুহকে ملاء على বা ملاء اسفل এর দিকে বুলন্দ করিবেন। ঐদিকে

খেয়াল নিবন্ধ রাখিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ, বালা দূর হইবে।

শাহ ওলিউল্লাহ (র.)বলেন- আমি যে সকল ইশগাল ও তছরুফাত বর্ণনা করিয়াছি তাহা আমার ওয়ালিদ ছাহেবের পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু এই ধরণের تصرفات অর্থাৎ রুহ দ্বারা প্রভাবিত করিয়া পরিবর্তন সাধন করা কেবলমাত্র সেই সকল ব্যক্তির দ্বারা হইতে পারে, যাহারা আত্মিকভাবে শরীরের আবরণকে ভেদ করিতে সক্ষম এবং যাহারা স্বীয় রুহকে অন্য রুহের সাথে মিলন সাধনে সক্ষম। অন্যথায় অন্য কিছুর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা বা অন্য কিছুকে প্রভাবিত করা সম্ভবপর নহে।

## মুজাদ্দিদিয়া তরিকার যিক্‌র

হযরত শাহ সাহেব (র.) বলিয়াছেন-হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.) এর তরিকার মধ্যে অন্যান্য আশগাল রহিয়াছে-যেইগুলির স্বতন্ত্র সত্ত্বা রহিয়াছে, ইহা প্রমাণিত হয় হযরত মুজাদ্দিদ (র.) ও তাঁহার অনুগামীগণের উক্তি দ্বারা। অথবা ছয়টি লতিফা হইতে নফস লতিফা বাকশক্তি সম্পন্ন প্রবৃত্তির বিবিধ দিক ও বিবিধ প্রকাশ। তাই নফস লতিফাকে একদিক বিবেচনায় ক্বলব নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। অন্যদিক বিবেচনায় রুহ নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য লতিফাও। আমার পিতা ও মুর্শিদের উক্তি তাই। আমাকে তিনি এই লতিফা সমূহের অবস্থা বলিয়া দিয়াছেন। প্রথমে এক গোলচক্র অংকন করিয়া বলিয়াছেন, ইহা হইল দিল বা অন্তর। অতঃপর এই গোলচক্রের ভিতরে আরো একটি গোল চক্র আঁকিয়া বলিয়াছেন ইহা হইল রুহ। পর্যায়ক্রমে ছয়টি চক্র আঁকিয়া বলিয়াছেন এই হইলাম আমি। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃত রূপ যাহাকে আরবী ভাষায় انا ফার্সিতে من এবং হিন্দীতে میں বলা হয়। ওয়ালিদ সাহেবকে বলিতে শুনিয়াছি, কোন কোন লতিফা কোন কোন লতিফার অভ্যন্তরে রহিয়াছে। এই দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি হাদীছ পেশ করেন। যে হাদীছ সুফী মহলে সুখ্যাত এবং পর্যায়ক্রমে বর্ণিত। মানব সন্তানের ক্বলব শরীরে সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্বলবে রুহ রহিয়াছে। এইভাবে ছয় লতিফা একের ভিতরে অন্যটি রহিয়াছে। আমার নিকট উক্ত হাদীছের মূল বক্তব্য সংরক্ষিত নয়।

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন-হাদীছবেত্তাগণের নিকট উল্লেখিত হাদীছ সুপ্রমাণিত নয়। মোটকথা, হযরত শায়েখ আহমদ সিরহিন্দির (র.) উক্তির সারসংক্ষেপ হইল প্রত্যেকটি লতিফা শরীরের কোন না কোন অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত।

১। ক্বলব লতিফার সম্পর্ক হইল বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী নীচের সাথে।

২। রুহ লতিফার সম্পর্ক হইল ডান স্তনের নীচে ক্বলবের বরাবরে।

৩। ৩য় লতিফা (ছির) ডান স্তনের উপর বক্ষের মধ্যস্থলের দিকে ধাবিত।

৪। খফি লতিফা বাম স্তনের উপর বক্ষের মধ্যস্থলের দিকে ধাবিত।

৫। আখফা হইল খফির উপরে।

৬। ছির ঠিক মধ্যস্থলে।

৭। নফস- এর স্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর গহবরে।

উল্লিখিত প্রত্যেক স্থান নাড়ীর মত স্পন্দিত হয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (র.) এই স্পন্দনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিটি স্পন্দনে ইছমে যাত খেয়াল করিবার জন্য বলিয়াছেন। অতঃপর নফি ইছবাতের নির্দেশ দিয়াছেন। নফি ইছবাত এইভাবে হইবে-উল্লিখিত সব লতিফার لَا কে বিস্তার করিতে করিতে اَلـــــه এর খেয়াল করিতে হইবে। অতঃপর اِلَّااللّٰه দ্বারা ক্বলবে আঘাত করিবেন।

শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন, শায়খ মুজাদ্দিদ ছাহেবের অনুসারীগণের উক্তির দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক লতিফার নূর ও রং ভিন্ন ভিন্ন। ক্বলবের নূর হলদে, রুহের নূর লাল, ছিরের নূর সাদা, খফির নূর কালো, আখফার নূর সবুজ। ছিরের অবস্থান ক্বলব ও আখফার মধ্যস্থলে। খফি সব লতিফার মধ্যে সুক্ষ্ম ও সুন্দর।

মুজাদ্দিদিয়া তরিকার বুজুর্গানে কেরাম হিম্মত ও তওয়াজ্জুহের সহিত ইছমে যাতের যিক্র তালিবের লতিফায় ঢালিয়া দেন। ফলে তওয়াজ্জুহ গ্রহণকারী স্পন্দন অনুভব করেন। এইভাবে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক লতিফায় যিক্রের নির্দেশ দান করেন। সব লতিফার যিক্র পাকাপোক্ত হওয়ার পর নফি ইছবাতের হুকুম করেন। নফি ইছবাতের যিক্র এইভাবে করার নির্দেশ দেন-খেয়ালের মাধ্যমে নাভীর নীচ হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত لَا কে পৌঁছাইবেন। অতঃপর اِلٰـه কে ডান কাঁধ হইতে ডান স্তনের উপর পৌঁছাইবেন। اِلَّاالـلّٰه কে পাঁচ লতিফার মধ্যে ঘুরাইয়া ক্বলবে আঘাত করিবেন।

## নিছবত সম্পর্কে তথ্য

نسبت কলবের সম্পর্ককে বলা হয়। ইহা দুই প্রকার হয়। একটি হইল ভীতির সম্পর্ক, অন্যটি হইল মহব্বতের সম্পর্ক। তাই আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ইর্শাদ করিয়াছেন-

وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ-

**তরজমা ঃ** তাঁহাকে (আল্লাহকে) ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্ম পরায়নদিগের নিকটবর্তী। (সূরা আরাফঃ আয়াত-৫৬)

যেহেতু সম্পর্ক স্থাপনকারীগণের সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালার সাথে দুই ধরণের হইয়া থাকে। (১) জালালী (২) জামালী। সম্পর্ক স্থাপনকারীর প্রতি যখন আল্লাহ তায়ালার জালালী নূর অবতীর্ণ হয়, তখন তাহার মধ্যে মহব্বতের সৃষ্টি হয়। ফলে ভীতির সঞ্চার অবতীর্ণ হয়, তখন মাহবুবিয়তের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় আশার সঞ্চার হয়। যতক্ষণ তালিব উভয় অবস্থা হইতে বঞ্চিত থাকে ততক্ষণ সে বন্দেগীর স্বাদ হইতেও বঞ্চিত থাকে। তাহাছাড়া যিক্র হইতেও গাফিল থাকিয়া যায়। কেননা মহব্বতের ফলে স্মরণ এবং মহব্বত না হওয়ার ফলে গাফিল থাকা একটি স্বাভাবিক নিয়ম।

مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهُ-

**তরজমা ঃ** যে যাহাকে ভালবাসে তাহার কথা বার বার স্মরণ করে।

তাই যিক্রের ফলাফল নির্ভর করে মহব্বতের উপর। যখন কাহারো এহসানের স্মরণ হয়, তখন তাহার প্রতি মহব্বত হয়। উচ্চস্তরের সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য মহব্বত অপরিহার্য। তাই মহব্বতের ফলে যে যিক্র করা হয় তাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

## হযরত মওলানা শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বংশ পরম্পরায় বর্ণিত পরীক্ষিত আমল সমূহ

শাহ ছাহেব (র.) বলেন-আমার পিতা ও মুর্শিদ শাহ আব্দুর রহিম (র.) আমাকে يَامُغْنِىْ এক হাজার একশত বার ও সূরা মুজ্জামিল ৪০ বার, যদি সম্ভব না হয় তবে প্রত্যহ ১১বার পাঠ করার জন্য ওছিয়ত করিয়াছেন। উভয় আমল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার জন্য পরীক্ষিত আমল। এই আমলের দ্বারা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রশস্ততা লাভ করা যায়।

## দাঁত বেদনা, মাথা ও পেট ব্যথা দূর করার আমল

শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন-আমার পিতা ও মুর্শিদকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমার কাছে দাঁতের বেদনায় অথবা পেটের বেদনায় অস্থির হইয়া কোন ব্যক্তি আসিবে, তখন এক টুকরা কাষ্ঠ লইয়া তাহার উপর বালু রাখিবে; অতঃপর কাষ্ঠ খন্ডের উপরিস্থিত বালুতে পেরাগ বা খুঁটি দ্বারা লিখিবে-

اَبْجَدْ - هَوَّزْ - حُطِّىْ

অতঃপর পেরাগ বা খুঁটি আলিফের উপর চাপিয়া ধরিয়া সূরা ফাতেহা পাঠ করিবে এবং ব্যথা কাতর ব্যক্তি স্থানটিতে তাহার অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিবেন। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে ব্যথা দূর হইয়াছে কি না? যদি দূর হইয়া যায়, উত্তম। না হয় খিলটি আলিফ হইতে উঠাইয়া "বা" হরফের উপর স্থাপন করতঃ সূরা ফাতেহা পাঠ করিয়া পূর্বের মত জিজ্ঞাসা করিবেন ব্যথা দূর হইয়াছে কি না? যদি ব্যথা দূর হইয়া যায় তবে ভাল, না হয় পূর্ব নিয়মে জিম হরফের উপর খিলটি স্থাপন করিয়া সূরা ফাতেহা তিনবার পাঠ করিবেন। অনুরূপভাবে এক হরফের পর অন্য হরফের উপর খিল বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন এবং প্রত্যেকবার সূরা ফাতেহার সংখ্যা বর্ধিত করিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ শেষ হরফ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা ব্যথা হইতে মুক্তি দিবেন।

## হাজত পূর্ণ হওয়া, নিখোঁজকে ফিরাইয়া পাওয়া ও রোগ মুক্তির জন্য আমল

শাহ্ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন, আমার পিতা ও মুর্শিদকে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি-যখন তোমার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয় অথবা কোন আপনজন নিখোঁজ হয় এবং তুমি তাহাকে নিরাপদ অবস্থায় ফিরিয়া পাইতে চাও অথবা তোমার কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয় এবং তুমি চাও যে আল্লাহ তায়ালা যেন তাহাকে সুস্থ করিয়া দেন, তবে সূরা ফাতেহা ৪১ বার ফজরের ফরজ ও সুন্নতের মধ্যখানে পড়িবে।

শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন-ইমাম জাফর ছাদিক (র.) হইতে বর্ণিত যে, সূরা ফাতেহা ৪০ বার পাঠ করিয়া পানিতে ফুক দিয়া জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখে ছিটাইয়া দিলে আল্লাহ তায়ালা উপকৃত করিবেন।

## পাগল কুকুর যদি দংশন করে

চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন এক এক টুকরা রুটিতে নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া ভক্ষণ করিবেন।

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۙ وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۚ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ

**তরজমা ঃ** উহারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে এবং আমি ভীষণ কৌশল করি। (সূরা তারিকঃ আয়াত-১৫-১৭)

## ক্ষুধা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য

যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে একবার "ওয়াকেয়া" সূরা তিলাওয়াত করিবেন, তিনি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে ক্ষুধার আক্রমন হইতে নিরাপদ থাকিবেন।

## ঘুম হইতে জাগিয়া উঠার জন্য

নিদ্রাগমনের সময় সূরা কাহফের-

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ـ

হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট যে সময় জাগ্রত হওয়ার জন্য দোয়া করিবেন, আল্লাহ তায়ালা সেই সময় জাগাইয়া দিবেন।

পূর্ণ আয়াত এইখানে লিখিয়া দেওয়া হইল-

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْ الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ـ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلاً ـ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ
رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ـ قُلْ
اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ فَمَنْ كَانَ يَرْ
جُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ـ

(সূরা কহফ, আয়াত ১০৭-১১০)

## বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য

নিম্নলিখিত তাবিজ লিখিয়া বাচ্চাদের গলায় লটকাইয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা বাচ্চাকে হেফাজত করিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ
شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হোসাইন (রা.) এর জন্য এই তাবিজ প্রদান করিতেন।

أُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ-

এবং বলিতেন (উর্ধ্বতন) পিতা ইব্রাহীম (আ.) তাহার পুত্রদ্বয় ইসমাঈল ও ইসহাককে উক্ত দোয়া দ্বারা তাবিজ করিতেন। মুসলিম শরীফে অনুরূপ বর্ণনা আসিয়াছে।

মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ (র.) মাওলানা শাহ ইসহাক (র.) কেবল মাত্র এই দোয়া লিখিয়া দিতেন-

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ-

আমার মুর্শিদ হযরত ইয়াকুব বদরপুরী (র.) ও অনুরূপভাবে আমল করিতেন।

## সকল বিপদ হইতে মুক্তির জন্য

শাহ ওলিউল্লাহ (র.) তাঁহার পিতা ও মুর্শিদ আব্দুর রহিম (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করিবেন, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সব রকমের বালা মুছিবত হইতে নিরাপদ রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ- وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ- مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ- اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَاَنَّ

اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمًا ، وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْئٍ عَدَدًا - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَا صِيَتِهَا - اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَا طٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ حَفِيْظٌ - اِنَّ وَلِىَّ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ - فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ - عَلَيْهِ تَوَ كَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

## হাকিমের ভয় হইতে নিরাপত্তার জন্য

শাহ ওলিউল্লাহ (র.) তাহার পিতা ও মুর্শিদ শাহ আব্দুর রহিম (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন-তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির (হাকিমের) ভয়ে ভীত হন তিনি যেন পাঠ করেন-

كٓهٰيٰعٓصٓ - كُفِيْتُ - حٰمٓعٓسٓقٓ - حُمِيْتُ -

প্রথম শব্দের অর্থাৎ (كهيعص) পড়ার সময় প্রত্যেক হরফের সাথে ডান হাতের অঙ্গুলী বন্ধ করিবেন। দ্বিতীয় শব্দ (حٰمٓعٓسٓقٓ) উচ্চারণ করার সময় বাম হাতের অঙ্গুলী বন্ধ করিবেন। অঙ্গুলী বন্ধ করার সময় এক একটি হরফ পড়িয়া কনিষ্ঠা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্যন্ত বন্ধ করিবেন। সব অঙ্গুলী বন্ধ করিয়া যে হাকিমকে ভয় করেন তাহার সামনে যাইয়া উভয় অঙ্গুলী খুলিয়া দিবেন।

## রুগ্ন ব্যক্তির জন্য

নিম্নলিখিত আয়াত কোন বাসনে লিখিয়া বাসন ধৌত করিয়া রোগীকে পান করাইবেন-

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ - وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ - يَخْرُجُ مِنْ

بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ - وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - وَاِذَامَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ - قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْ هُدًى وَّشِفَاءٌ -

## ৩৩ আয়াত

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন-আমার ওয়ালিদ ছাহেব বলিয়াছেন, ৩৩ আয়াত যাদুর প্রভাব বিনষ্ট করে এবং চোর, শয়তান ও হিংস্র জন্তুর আক্রমন হইতে নিরাপদ করে।

**নিম্নলিখিত আয়াত সমূহকে ৩৩ আয়াত বলা হয়।**

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُوَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

(সূরা ফাতিহা)

الٓمّٓ - ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَااُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

(সুরা বাকারা, আয়াত ১-৫)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِی
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط یَعْلَمُ مَا
بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ
كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ۔
لَآ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ لا قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ ج فَمَنْ یَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
وَیُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی ق لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ
سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۔ اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ط
وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِیٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ۔
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ۔

(সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৫-২৫৭)

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
تُخْفُوْهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ط
وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ـ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ (اِلَیْهِ) مِنْ رَّبِّهٖ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ۔ لَا نُفَرِّقُ
بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَیْكَ
الْمَصِیْرُ۔ لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا
اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِیْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ

عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا عَلٰى حَمَلْتَهٗ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا

مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفه وَاغْفِرْلَنَا وقفه وَارْحَمْنَا وقفه اَنْتَ

مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۔

(সুরা বাকারা, আয়াত ২৮৪-২৮৬)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ

اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا وَّالشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط

تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ۔ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط اِنَّهٗ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ۔ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ

خَوْفًا وَّطَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ۔

(সূরা আ'রাফ, আয়াত ৫৪-৫৬)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ

الْحُسْنٰى ج وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ

سَبِيْلًا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ

فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا۔

(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ১১০-১১১)

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا۔ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا۔ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا لا اِنَّ اِلٰهَكُمْ

لَوَاحِدٌ - رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ -
اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨ الْكَوَاكِبِ - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
مَّارِدٍ - لَّا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ -
دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ
شِهَابٌ ثَاقِبٌ - فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ
مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ -

(সূরা ছা-ফ্ফাত, আয়াত ১-১১)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ - فَبِاَيِّ اٰلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ - يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا
تَنْتَصِرَانِ -

(সূরা আর- রাহমান, আয়াত ৩৩-৩৫)

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ - هُوَ اللّٰهُ
الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -
هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ - سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

(সূরা হাশর, আয়াত ২১-২৪)

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا لا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ط وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا۔ وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا۔ وَاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا۔

সূরা জ্বিন,আয়াত ১-৪

শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন; আমার পিতা ইহা ছাড়াও অর্থাৎ ৩৩ আয়াতের সাথে-

فاتحه

قل اعوذ برب الناس

قل اعوذ برب الفلق

قل هو اللّٰه احد

قل يٰا يها الكافرون

সূরাও পাঠ করিতেন।

## বসন্ত রোগ

শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন, আমার পিতা বলিতেন-যখন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সূরা "আর-রাহমান" পাঠ করিয়া নীল সূতায় ফুঁক দিবেন। প্রত্যেক فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ পড়িয়া একটি গাঁট দিবেন এবং একটি ফুঁক দিবেন। অতঃপর সূতা গলায় বাঁধিয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার রোগ আরোগ্য করিবেন।

## আছহাবে কাহফের নাম

শাহ ওলিউল্লাহ (র.) বলেন, আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি, আছহাবে কাহফের নামের বরকতে আগুনে জ্বলা, ডাকাতের আক্রমন ও চোরের হাত হইতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

اِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ يَمْلِيْخَا ـ مَكْسَلْمِيْنَا ـ كَشْفُوْ طَطْ ـ فَطَيُوْ نُسْ ـ كَشْفَطْيُوْ نُسْ ـ تَبْيُوْ نُسْ ـ بُوَا نَسْ و كلبهم قطمير وَعَلى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ ـ وَمِنْهَا جَائِرٌ ـ

## হাজত পুরণের জন্য

যখন তোমার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন দৈনিক ১২০০ হিসাবে ১২দিন নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করিবে-

يَابَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ ـ

আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রয়োজন নিবারণ করিবেন।

## হাজত পূরণের নামাজ

কঠিন হাজত পূরণের জন্য ৪ রাকাত নামাজ পড়িবেন। ১ম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর একশত বার পড়িবেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ـ فَا سْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْ مِنِيْنَ ـ

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৭-৮৮)

২য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ১০০ বার পড়িবেন-

رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৩)

৩য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ১০০ বার পড়িবেন-

وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ -

(সূরা হা-মিম, আয়াত ৪৪)

৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ১০০ বার পড়িবেন-

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَ كِيْلُ -

নামাজের সালাম শেষ করার পর ১০০ বার পড়িবেন-

رَبِّ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ -

(সূরা আল-কামার, আয়াত ১০)

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন, ইমাম জাফর সাদিক (র.) হইতে বর্ণিত-তিনি বলিয়াছেন, এই ৪ আয়াত ইছমে আজম। ইহার ওছিলায় যে কোন সওয়াল ও দোয়া কবুল করা হয়। আমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আশ্চর্যান্বিত, যে ব্যক্তি এই আয়াত সমূহের ওছিলা নিয়ে দোয়া করিল অথচ তাহার দোয়া কবুল হইল না।

## পরীক্ষিত ফলদায়ক দোয়া

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ -

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৭)

এই দোয়া যে শীঘ্র ফলদায়ক ও অব্যর্থ সেই সম্পর্কে বুজুর্গানে কেরাম একমত। উক্ত আয়াত দ্বারা দোয়া করার বিবিধ নিয়ম বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ২টি পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা সহজ-

১। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৈনিক ১২০০০ হিসাবে ১২ দিন পড়িবেন। যদি তাহা সম্ভবপর না হয় তবে দৈনিক ১২০০ বার পড়িবেন এবং শেষে কয়েকবার দুরূদ শরীফ পড়িবেন।

২। অন্য নিয়ম হইল সর্বমোট এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়িবেন।

মোটকথা, নিঃসন্দেহে এই আয়াতের মধ্যে শক্তিশালী প্রভাব রহিয়াছে। কেননা এই আমল কোরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ ও বুজুর্গানের উক্তি দ্বারা সঠিক বলিয়া প্রমাণিত। কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত সম্পর্কে ইর্শাদ করিয়াছেন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ-

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৮)

## আছিবের উপদ্রব

যাহার উপর দুষ্ট শয়তানের প্রভাব পড়িয়াছে, তাহার বাম কানে নিম্নলিখিত আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া ফুঁক দিবেন-

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ-

(সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৩৪)

তাহাছাড়া দুষ্ট শয়তানের প্রভাব নষ্ট করার জন্য প্রভাবিত ব্যক্তির কানের নিকট ৭বার আযান দিবেন। ইহাছাড়া নিম্নলিখিত সূরাসমূহ পাঠ করিবেন।

সূরা ফাতেহা, কুল আউজু বিরাব্বিন্নাস, কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক, আয়াতুল কুরসী, সূরা তারিক, সূরা হাশরের هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ হইতে শেষ পর্যন্ত এবং সূরা ছাফফাত সম্পূর্ণ। দুষ্ট শয়তান জ্বলিয়া যাইবে। ইহাছাড়া প্রভাবিত ব্যক্তির কানের নিকট اَفَحَسِبْتُمْ হইতে সূরা আল-মুমিনের শেষ পর্যন্ত পড়িবেন। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে শয়তান সরিয়া যাইবে। তাহাছাড়া পাক পানির মধ্যে নিম্নলিখিত সূরা পাঠ করিয়া ফুঁক দিবেন; অতঃপর রোগীর মুখমন্ডলে ছিটাইয়া দিবেন। রোগী সংজ্ঞাহীন হইলে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিবে। যদি কোন ঘরে দুষ্ট জ্বিনের অবস্থান থাকে তবে ঐ পানি ঘরের চতুর্কিনারায় ছিটাইয়া দিবেন। পুনরায় শয়তান আসিবে না। সূরাগুলি হইল- সূরা ফাতেহা, আয়তুল কুরসী এবং সূরা জ্বিনের প্রথম ৫ আয়াত অর্থাৎ قُلْ اُوْحِىَ হইতে

وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا পর্যন্ত।

(সূরা জিন, আয়াত ১-৫)

যদি কোন ব্যক্তির ঘরে জ্বিন্নাতের প্রভাব পড়ে অথবা জ্বিন্নাত প্রস্তর নিক্ষেপ করে, তবে চারটি লোহার খিল লইয়া প্রত্যেকটির উপর পঁচিশ বার করিয়া নিম্নলিখিত আয়াত পড়িয়া ফুঁক দিয়া ঘরের চার কোনে পুতিয়া রাখিবেন।

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ج فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا-

(সূরা আত্ত্বারিক, আয়াত ১৫-১৬-১৭)

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব (র.) বলেন-

জ্বিনের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির ঘরের প্রতি কাল্পনিক লক্ষ্য করিয়া ঘরের চারি পাশে حٰمٓ পড়িয়া ফুঁক দিয়া এই জ্বিনকে পাকড়াও করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে পেশ করিবেন অথবা নিজের কল্পিত শক্তির দ্বারা কোন স্থানে পুতিয়া ফেলিবেন যদি অনিষ্ট সাধনকারী হয়।

তাহাছাড়া অন্য একটি উপায় হইল -আছিবগ্রস্থ ঘরটির চারিপাশে চক্কর দিবেন এবং ঘরটির ৬টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ যিক্‌রের আঘাত করিবেন এবং বিষয়টি আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ, উক্ত হিছার দীর্ঘকালের জন্য যথেষ্ট হইবে।

## যে মেয়েলোকের সন্তান নাই

হযরত বদরপুরী (র.) বলিয়াছেন, যে মেয়েলোকের সন্তানাদি হয় না, তাহার জন্য নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া তাবিজ দিবেন-

رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ-

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৯)

রৌপ্য নির্মিত মাদুলীর (কবজের) মধ্যে তাবিজটি ভরিয়া গলায় লটকাইয়া দিবেন। তিন মাস পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে ঋতু পরিস্কার হওয়ার পর তিন তিনটি

নফল রোজা রাখিবেন এবং প্রত্যেক দিন আছরের পর উক্ত আয়াত ১০বার পড়িবেন। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন সন্তান দান করিবেন তখন আকিকা ছাড়া আরো একটি বকরী জবাই করিয়া মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করিবেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সন্তানের মস্তক মুন্ডন করার পর তার চুলের পরিমাণ ওজনের স্বর্ণ বা রৌপ্য খয়রাত করিবেন। যদি সম্ভব হয় তবে হারামাইন শরীফাইনের মিসকিনগণের জন্য কিছু ছদ্‌কা প্রেরণ করিবেন। মায়ের গলার তাবিজটি সন্তানের গলায় দিবেন।

সন্তানহীন বন্ধ্যা মেয়েলোকের জন্য শাহ ওলিউল্লাহ (রঃ) বলিয়াছেন, হরিণের جهلى চামড়ায় জাফরান ও গোলাপ দ্বারা নিম্ন লিখিত আয়াত লিখিবেন-

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ـ بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ط

(সূরা রা'দ, আয়াত ৩১)

এই তাবিজ গলায় বাঁধিয়া দিবেন।

তাহা ছাড়া অন্য একটি নিয়ম হইল, চল্লিশটি লং এর মধ্যে নিম্নলিখিত আয়াত পড়িয়া ১বার করিয়া ফুঁক দিবেন। প্রত্যেক দিন একটি লং খাইবেন। ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার পর গোসল করিয়া পাক সাফ হওয়ার পর হইতে লং খাওয়া আরম্ভ করিবেন। উক্ত সময়ে স্বামী স্ত্রী সহবাস করিবেন। আয়াত হইল-

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ط ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ط وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ

(সূরা নূর,আয়াত ৪০)

শাহ আব্দুল আজিজ (রঃ) বলিয়াছেন, এই আমলের একটি শর্ত হইল রাত্রিবেলা লং খাইবেন এবং লং খাওয়ার পর পানি পান করিবেন না।

## যে মেয়েলোকের সন্তান অসময়ে পতিত হয়

মেয়েলোকের সম পরিমাণ দীর্ঘ কুসুম রংঙের সূতা লইয়া তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত আয়াত পড়িয়া নয়টি ফুঁক দিবেন এবং তৎসঙ্গে ৯টি গাঁট দিবেন। অতঃপর সূতা কোমরে বাঁধিয়া দিবেন। আয়াত-

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ ط وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ـ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ

(সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ২৮)

অতঃপর قُلْ يَاۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরা পড়িবেন।

## প্রসব বেদনার জন্য

যে মেয়েলোকের প্রসব বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন, তাহার জন্য এক টুকরো কাগজে নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া কাগজের টুকরা এক খন্ড পাক কাপড়ে বাঁধিয়া বাম উরুতে বাঁধিয়া দিবেন। শীঘ্রই সন্তান ভূমিষ্ট হইবে। আয়াত-

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ (اِهْيًا ـ اَشْرَاهِيًا)

(সূরা আল ইনশিকাক, আয়াত ৪-৫)

দুররে মনছুর কিতাবে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রঃ) আ'মশ (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন اِهْيًا اَشْرَاهِيًا হযরত মুসা (আঃ) এর দোয়া। দোয়ার অর্থ "হে চিরঞ্জিবী" হে জীবিত সবার পরে। হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (রঃ) বলিয়াছেন, সূরার শুরু হইতে حقت পর্যন্ত তিলাওয়াত করিয়া মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়া খাওয়াইবেন। সন্তান শীঘ্রই ভূমিষ্ট হইবে।

## যে মেয়েলোকের ছেলে সন্তান নাই

যে মেয়েলোকের শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে; ছেলে সন্তান নাই। হরিণের চামড়ায় গোলাপ দ্বারা নিম্নলিখিত আয়াত লিখিবেন-

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَاتَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ - عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ-

(সূরা রা'দ, আয়াত ৮-৯)

يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ نِ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا -

(সূরা মারইয়াম, আয়াত ৭)

بحق مريم وعيسى ابنا صالحا - طويل العمر بحق محمد وَاٰلِهٖ -

সন্তান গর্ভ ধারণের তিন মাস অতিবাহিত হইলে তাবিজ মায়ের গলায় দিবেন। তাবিজটি তাহার গলায় থাকিবে।

## যে মেয়ের সন্তান মরিয়া যায়

যে মেয়েলোকের সন্তান জীবিত থাকে না, তাহার জন্য সোমবার দিন দুপুর বেলায় জবাইন ও গোল মরিচের উপর চল্লিশ বার ওয়াশ্‌শামছ সূরা পড়িয়া ফুঁক দিবেন। প্রত্যেকবার দুরূদ শরীফ পড়িয়া সূরা শুরু করিবেন এবং দুরূদ শরীফ পড়িয়া শেষ করিবেন। মেয়েলোক সন্তান গর্ভধারণ করার পর হইতে সন্তানের দুগ্ধ ত্যাগ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন খাইবেন।

## কু-দৃষ্টি ও যাদু হইতে মুক্তির জন্য

গোলাকৃতি একটি নকশা ছুরির দ্বারা অঙ্কন করিবেন। নকশা অঙ্কন করার সময় আয়তুল কুরসী ও এই দোয়া পাঠ করিবেন-

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ - اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا -

(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮১)

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْن

(সূরা ইউনুছ, আয়াত ৮২)

وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ - لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ج

(সূরা আনফাল, আয়াত ০৮)

وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ - اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ -

(সূরা হামিম শুরা, আয়াত ২৪)

তারপরঃ এই দোয়া পাঠ করিবেন-

اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ - يَا حَفِيْظُ يَارَقِيْبُ يَاوَكِيْلُ يَا كَفِيْلُ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ - وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

অতঃপর ছুরি গোলাকৃতি নকশার মধ্যস্থানে পুতিয়া ফেলিবেন এবং বলিবেন ‘‘আমি ছুরিটি যাদুকরের বা কু-দৃষ্টি দানকারীর অন্তরে পুতিয়া ফেলিলাম’’ অতঃপর এই চিহ্ন ঢাকনার দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবেন।

## বদ নজর দূর করার অন্য একটি উপায়

যে ব্যক্তি বদ নজরে আক্রান্ত হইয়াছেন তাহার নিকট তিন হাত দীর্ঘ এক গাছি পাক সূতা রাখিবেন। অতঃপর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করিবেন। দোয়া পাঠ করার পর এই সূতা মাপিয়া দেখিবেন যদি তিন হাত হইতে বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় তবে মনে করিবেন যে, বদ নজর লাগিয়াছে। অতঃপর তিনবার নিম্নলিখিত আমল করিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ নজরের প্রভাব দূর হইবে। আমল করার নিয়ম হইল এই, প্রথমে তিনবার পড়িবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

তাহারপর সূরা ফাতেহা তিনবার পড়িয়া এই দোয়া পড়িবেন। দোয়া পাঠ করার সময় فلان بن فلانة এর স্থানে ঐ ব্যক্তির নাম ও তাহার মাতার নাম বলিবেন। দোয়া-

عَزَمْتُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا الْعَيْنُ الَّتِىْ فِىْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَة بحق اللّٰه وبنور عظمة وجه اللّٰه بما جرى به القلم من عند اللّٰه الى خير خلق اللّٰه محمد بن عبداللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم۔ عزمت عليك ايتها العين التى فِى فلان بن فلانة بحق اشرا هيا برهيا اذونيا اصباث۔ آل شذى عزمت عليك ايتها العين التى فى فلان بن فلانة بحق شهت بهت انتهت يا قنطاع اللجا بالذى لا يقوى عليه ارض ولاسماء اخرجى يانفس السوء من فلان بن فلانة ما اخرج من المضيق وجعل لموسٰى فى البحر طريقاوالافأنت بريئة من اللّٰه تعالى واللّٰه برئ منك۔ اخرجى يا نفس السوء من فلان بن فلانة الف الف قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔ اخرجى يا نفسى السوء بالف الف لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۔ لَوْاَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ۔

## যাদু গ্রস্থ ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর জন্য

যে ব্যক্তির উপর যাদু করা হইয়াছে অথবা এমন অসুস্থ যে তাহার অবস্থা সম্পর্কে চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন, সাদা চিনামাটির প্লেটে নিম্নলিখিত ইছম লিখিবেন-

يَا حى حين لا حى فى ديمو مة ملكه وبقائه يا حى-

তার পর এই প্লেট ধৌত করিয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত পানি পান করিবেন। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (রঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখিয়াছি এই ইছম ছাড়াও সূরা ফাতেহা লিখিয়া দিতেন।

## হারানো সম্পদের জন্য

কোন বস্তু হারাইয়া গেলে يا حفيظ ১১৯ বার পড়িবেন। ইহাতে কমি বেশী করিবেন না। অতঃপর নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ ১১৯ বার পাঠ করিবেন।

يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ-

(সূরা লুকমান, আয়াত ১৬)

ইনশাআল্লাহ, হারানো জিনিস তাহার নিকট আল্লাহ তায়ালা ফিরাইয়া দিবেন।

## চোর পরিচয় করার জন্য

চোর পরিচয় করার ব্যবস্থা হইল, দুই ব্যক্তি সামনা সামনি বসিবেন এবং একটি বদনা উভয়ের মাঝখানে রাখিবেন। উভয়ের নিজ নিজ শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা বদনাটি উঠাইয়া রাখিবেন। সন্দেহ ভাজন লোকটির নাম বদনাতে লিখিবেন। তাহার পর সূরা ইয়াছিন مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করিবেন। বদনায় যে ব্যক্তির নাম লিখিয়াছেন সে যদি চোর হয় তবে বদনা

ঘুরিয়া যাইবে। যদি বদনাটি চক্কর না দেয় তবে ঐ ব্যক্তির নাম মিটাইয়া অন্য ব্যক্তির নাম লিখিবেন এবং সূরা ইয়াছিন مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করিবেন। এইভাবে একের পর এক সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম লিখিয়া বদনাটি চক্কর না দেয়া পর্যন্ত অনুরূপ আমল করিবেন।

হযরত শাহ্ ছাহেব (র.) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই আমলের দ্বারা বা এইরূপ অন্য কোন আমল দ্বারা চোর সম্পর্কে অবগত হইবেন, তাহার জন্য ওয়াজিব হইল যেন তিনি ঐ ব্যক্তি যে চোর সেই বিষয়ে একীন না করেন। (অর্থাৎ চোর সাব্যস্থ করিবেন না এবং ঐ আমলের ফলাফলকে একটি লক্ষণ বলিয়া মনে করিবেন।

বনী ইসরাইল সূরায় আল্লাহ তায়ালা ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন-

وَلَاتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ - اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا -

(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৬)

## পলাতক খাদিমের জন্য

যদি কোন ব্যক্তির খাদিম পালাইয়া যায় তবে এক টুকরা কাগজে আয়াতুল কুরসী, ফাতেহা ও নিম্নলিখিত দোয়া লিখিয়া অন্ধকার কামরায় দুইটি পাথরের মাঝখানে রাখিয়া দিবেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ فَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَافِيْهِمَا عَلٰى عَبْدِكَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ اَضْيَقَ مِنْ خَلْقِهِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى مَوْلَاهُ بِرَحْمَتِكَ يَاارْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ــ اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ

سَحَابٌ ـ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَاَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ـ
وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُوْرٍ ـ وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ
يُبْعَثُوْنَ ـ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ ط وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُحِيْطٌ ط
بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ
هٰذِهِ الْاٰ يَاتِ اَنْ تُصَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ
وَسَلَّمْ اَنْ تُرَدَّ الْعَبْدَ اِلٰى مَوْلَاهُ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

## হাজত পূরণ হওয়ার জন্য

তুমি যদি চাও যে আল্লাহ তায়ালা তোমার ইচ্ছা বা হাজত পূর্ণ করেন, তবে সূরা ফাতেহা নিম্নরূপ তিলাওয়াত কর। প্রথমে **بسم الله الرحمن الرحيم** পাঠ করিয়া শেষ মিমে যের দিয়া **الحمد لله** কে মিলাইয়া পাঠ কর। এইভাবে রবিবার ৭০বার সোমবার ৬০বার, মঙ্গলবার ৫০বার, বুধবার ৪০বার, বৃহস্পতিবার ৩০ বার, শুক্রবার ২০বার এবং শনিবার ১০ বার।

## ইছতেখারার একটি নিয়ম

কোন মুছিবতে পড়িলে তাহার পরিনাম যদি স্বপ্নযোগে অবগত হইতে চান তবে নিম্নলিখিত আমল করিবেন। অজু করিয়া পাক কাপড় পরিধান করিয়া কিবলামুখী হইয়া ডান কাতে শুইবেন। তাহার পর ১বার ওয়াশশামছ সূরা, ১বার ওয়াল্লাইল সূরা, ১বার এখলাছ সূরা পড়িবেন। অন্য এক বর্ণনায় সূরা এখলাছের পরিবর্তে ওয়াত্তিনি সূরা ১বার পড়ার জন্য বলা হইয়াছে। অতঃপর বলিবেন, হে আল্লাহ, স্বপ্নে আমাকে অমুক অমুক বিষয়ে অবগত করাইয়া দাও। আমার সংকটকে দূর কর, আমাকে বিপদ হইতে নিস্কৃতি দান কর। স্বপ্নে আমাকে এমন ইঙ্গিত দান কর যাহাতে আমি বুঝিতে পারি যে, আমার দোয়া কবুল করা হইয়াছে।

যদি ঐ রাত্রে কিছু দেখেন তবে উত্তম। না হয় ২য়, ৩য় অথবা ৭ম রাত্রি পর্যন্ত সফলকাম হইবেন। শাহ ওলিউল্লাহ (রঃ) বলেন- আমার সাথে সম্পর্কিত অনেকেই বিষয়টি পরীক্ষা করিয়াছেন।

## জ্বরের তাবিজ

যাহার জ্বর আসে তাহার বাহুতে এই তাবিজ লিখিয়া বাঁধিয়া দিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ শীঘ্রই আরোগ্য হইবে। দোয়া হইল এই-

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم ـ براءة من اللّٰه العزيز الحكيم الى ام ملدم التى تاكل اللحم وتشرب الدم وتهشم العظم ـ اما بعديا ام ملدم ان كنت مؤمنة فبحق محمد صلى اللّٰه عليه وسلم وان كنت يهودية فبحق موسى الكليم عليه السلام ـ ان كنت نصرانية فبحق عيسٰى بن مريم عليهما السلام ان لااكلت لفلان بن فلانة لحماوشربت له دماولا هشمت له عظما وتحولى عنه الى من اتخذ مع اللّٰه الٰهاٰاخر ـ لااله الاهو العزيز الحكيم ـ والاانت بريئة من اللّٰه تعالى اللّٰه واللّٰه برئ منک وحسبنا اللّٰه ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة الا باللّٰه العليّ العظيم ـ وصلى اللّٰه على سيدنامحمد واٰله وصحبه وسلم ـ

তাহাছাড়া অন্য ব্যবস্থা হইল, জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির উপর প্রত্যহ বাদ আছর তিনবার সূরা মুজাদালাহ পড়িবেন। ইন্‌শাআল্লাহ জ্বর সারিয়া যাইবে।

এছাড়া অন্য ব্যবস্থা হইল, ইমাম হলবী ছিরতে হলবী কিতাবে যে ব্যবস্থা লিখিয়াছেন তাহাই আমি উদ্ধৃত করিলাম। যদি কোন ব্যক্তি ১বার এই দোয়া পড়েন তবে জ্বর ইন্‌শাআল্লাহ সারিয়া যাইবে।

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم - ارحم جلدی الر قيق وعظم الدقيق عن شدة الحريق يا اُمِّ مِلْدَمْ ان كنت اٰمنت باللّٰہ فلا تصدى الرأس ولا تنتنى الفم ولا تأكلى اللحم ولا تشربى الدم وتحولى عنى الى من اتخذمع اللّٰہ الٰهاآخر -

এই দোয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখাইয়াছিলেন।

যাহার গর্দানে **কণ্ঠমালা** রোগ হইয়াছে, তাহার সমপরিমাণ চামড়ার ফিতা লইয়া নিম্নলিখিত দোয়া ৪১বার পাঠ করিয়া ৪১টি গিরা দিবেন। দোয়া-

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم - اَعُوْذُبِنُور اللّٰہِ وَقُدْرَةِ اللّٰہِ وَقُوَّةِ اللّٰہِ وَعَظْمَةِ اللّٰہِ وَبُرْهَانِ اللّٰہِ وَسُلْطَانِ اللّٰہِ وَكُنْفِ اللّٰہِ وَجَوَارِ اللّٰہِ وَاَمَانِ اللّٰہِ وَحِرْ زاللّٰہِ وَصُنْعِ اللّٰہِ وَكِبْر يَاءِ اللّٰہِ وَنَظْر اللّٰہِ وَبَهَاءِ اللّٰہِ وَجَلَالِ اللّٰہِ وَكَمَالِ اللّٰہِ لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ مِنْ شَرِّ مَااَجِدُ -

## জ্বর নিবারণ

মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ (রঃ) ও মাওলানা শাহ ইসহাক (রঃ) জ্বরগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া তাবিজ গলায় ঝুলাইয়া দিতেন। আয়াত-

قُلْنَا يٰنَارُكُوْنِىْ بَرْدًاوَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ -

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৬৯)

এবং পান করার জন্য নিম্নলিখিত দোয়া লিখিয়া দিতেন।

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ ـ

(সূরা ইয়াছিন, আয়াত ৫৮)

## লাল বর্ণ ফুড়া

লাল বর্ণের ফুড়া খন্ডে খন্ডে শরীরে উৎপন্ন হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ৭বার নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করিবেন এবং ৭বার পড়ার সময় ছুরিকা দ্বারা রুগ্ন ব্যক্তির শরীরের দিকে ইঙ্গিত করিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ الْكَرِيْمِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ وَسُلْطَانِهٖ
ـ اَيَّتُهَا الْحَمْرَةُ جَاءَتْکِ جُنُوْدٌ مِّنَ السَّمَاءِ ـ وَقَالَ سُلَيْمَانُ اَيَّتُهَا
الرِّيْحُ اَجِيْبِيْ دَاعِيَ اللّٰهِ وَمَنْ لَّمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَمَالَهٗ مِنْ مَّلْجَاءٍ
وَّمَالَهٗ مِنْ ظَهِيْرٍ ـ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِالثَّنَاءِ الطَّيِّبِ عَلَى اللّٰهِ يَكْفِيْکَ
وَاللّٰهُ يَشْفِيْکَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْکَ ـ مِنْ كُلِّ اٰفَةٍ تَعْتَرِيْکَ لَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ
مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا
بِرَحْمَتِکَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

## দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা

দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা দূর হওয়ার জন্য প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ পাঠ করিয়া ~~শাহাদত আঙ্গুলির~~ বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের উপর ফুঁক দিয়া নখ চোখের উপর বুলাইবেন।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

(সূরা কা-ফ, আয়াত-২২)

## মুর্ছা ও মৃগীরোগ

মুর্ছা ও মৃগী রোগীর জন্য সোমবার দিবসের প্রথম প্রহরে তাম্র নির্মিত একটি ফলকের এক পার্শে খুদাই করাইবেন।

يَاقَهَّارُ اَنْتَ الَّذِىْ لَايُطَاقُ اِنْتِقَا مُهُ يَاقَهَّارُ ـ

এবং অন্য পার্শে খুদাইবেন-

يَامُذِلَّ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ بِقَهْرِ عَزِيْزِ سُلْطَانِهٖ يَامُذِلُّ ـ

এবং এই ফলক গলায় ঝুলাইয়া দিবেন, ইন্‌শাআল্লাহ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করিবেন।

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (রঃ) এর বাণী এই স্থান পর্যন্ত শেষ হইল।

**নোটঃ** এই সকল আমলের জন্য তাকওয়া, জুহদ, রুহানিয়ত ও দুনিয়ার লোভ ও লালসা হইতে অন্তঃকরণ মুক্ত থাকা দরকার।

## চোখের নিরাপত্তার জন্য

অজু করার পর আকাশের দিকে তাকাইয়া একবার কলিমায়ে শাহাদত পাঠ করিবেন। যাবতীয় বিপদ হইতে চক্ষু মুক্ত থাকিবে। তাহা ছাড়া ইহা পাঠ করার ফলে অনেক উপকার লাভ করা যায়।

তাহা ছাড়া ওয়াল-আছর সূরা পাঠ করিয়া শাহাদত অঙ্গুলীতে ফুঁক দিয়া চোখের চর্তুপার্শে মুছিয়া দিলে চোখ উঠা উপশম হইবে। অন্যান্য বিপদ-আপদ হইতেও চক্ষু নিরাপদ থাকিবে।

## চোখে নিক্ষিপ্ত বস্তু বাহির করার উপায়

এক হাতের তালুতে সরিষার তৈল লইয়া "সূরা কুরাইশ" পড়িয়া ফুঁক দিবেন এবং অন্য হাত দ্বারা তাহা মাড়াইতে থাকিবেন। যাহার চোখে কিছু পড়িয়াছে তিনি হাতের দিকে এক নজরে তাকাইয়া রহিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ চোখে নিক্ষিপ্ত বস্তু চোখ হইতে বাহির হইয়া হাতে আসিবে। ইহা বার বার পরীক্ষিত।

## চোখের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

ইমাম তাহতাওয়ী বর্ণনা করিয়াছেন, মুয়াজ্জিন যখন

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলিবেন, শ্রোতা তখন উত্তরে বলিবেন - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ দ্বিতীয় বার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ শুনিয়া শ্রোতা বলিবেন-

قُرَّتْ عَيْنِى بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِى بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ -

অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের উপর ফুঁক দিয়া চোখের উপর বুলাইবেন। চোখ নিরাপদ থাকিবে।

## চোখের দৃষ্টিশক্তিহীনতা, চোখের মনিতে সাদা দাগ ইত্যাদি নিবারণের জন্য

চোখের দৃষ্টিশক্তিহীনতা, চোখে পর্দা পড়া ও চোখের মনিতে সাদা দাগ পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

গরুর পিত হইতে পানি বাহির করিয়া খাঁটি মধুর সহিত মিশ্রিত করিবেন। সুরমার মত শলাকা দ্বারা চোখে লাগাইবেন। ইন্‌শাআল্লাহ এই সকল রোগ আরোগ্য হইবে। ইমাম দামিরী তাহাই লিখিয়াছেন।

## দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা ও শিরার দূর্বলতা বশতঃ পুরুষত্বহীনতা দূরীকরণের জন্য

চামচিকার রক্ত পায়ে লাগাইবেন। দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা দূর হইবে এবং শিরার দূর্বলতা বশতঃ পুরুষত্বহীনতা দূর হইবে। ইহা انعاظ এর জন্য বিশেষ ফলপ্রদ।

## চোয়ালের বেদনা ও দন্ত রোগের জন্য

চোয়াল বা দাঁতে ব্যথা আরম্ভ হইলে ব্যথার স্থানে অঙ্গুলী স্থাপন করতঃ ৭বার পাঠ করিবেন।

اَللّٰهُمَّ اذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المبارك عندك-

## হাঁপানী ও কাশির উপশম

শিশুদের শর্দি জ্বর হওয়ার পর অনেক সময় শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট দেখা দেয় অথবা কাশির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। দম বা শ্বাস কষ্টজনিত রোগের জন্য নিম্নলিখিত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া কালো সূতায় তিনবার ফুঁক দিবেন এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবেন। তাগা শিশুর গলায় ঝুলাইয়া দিবেন। তাহা ছাড়া কাশির প্রকোপ হইলে এই আয়াত পাঠ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ রোগমুক্তি হইবে। আয়াত-

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ- وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّيْ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ-

(সূরা মু'মিন, আয়াত-৯৭-৯৮)

## গলাবৃদ্ধি পাওয়া

কোন কোন ব্যক্তির গলার সামনের দিক স্ফিত হয় বা বাড়িয়া যায় এবং ঝুলিয়া পড়ে। এমতাবস্থায় 'আলাম নাশরাহ' সূরা একবার এবং وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ তিনবার পড়িয়া তিনটি গিট কালো সূতায় দিবেন এবং গলায় এমনভাবে রাখিবেন, যাহাতে চর্ম স্পর্শ করে। ইন্‌শাআল্লাহ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন।

## বিষাক্ত জন্তু পাকড়াও করার উপায়

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ পড়িয়া যে কোন বিষাক্ত জন্তুর উপর হাত রাখিলে সে অনিষ্ট সাধন না করিয়া আত্মসমর্পন করতঃ আয়ত্বে আসিবে।

(সূরা শু'য়ারা, আয়াত-১৩০)

## কষ্টদায়ক জন্তু হইতে নিরাপত্তামূলক হিছার

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ. তিনবার পড়িয়া কোন কষ্টদায়ক জন্তুর উপর পা রাখিলে ইন্‌শাআল্লাহ কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। সর্পের জন্য ইহা একটি পরীক্ষিত হিছাব। (সূরা ছাফ্‌ফাত, আয়াত-৭৯)

## মাথা ব্যথা

নিম্নলিখিত হরফগুলি লিখিয়া ব্যথার স্থানে বাঁধিয়া দিবেন।

ک س ت ی ف ر ع و ن غ ر ق ش د

## কোমর বেদনা

নিম্নলিখিত শব্দ লিখিয়া ব্যথার স্থানে বাঁধিয়া দিবেন। বহু পুরাতন কোমর বেদনাও আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে দূর হইবে। ইহা পরীক্ষিত-

يا غفور عفج يا غفور عفج يا غفور عفج

## দৈন্যাবস্থা দূর করার জন্য

জুম'আর পর নিম্নলিখিত দোয়া ৭০ বার পড়িবেন। ৪০ জুম'আর মধ্যে ইন্‌শাআল্লাহ্ দারিদ্র দূর হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ يَاغَنِيُّ اَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَّتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَّاكَ بِرَحْمَتِكَ يَاَارْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

## ঋণ পরিশোধের জন্য

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

নিম্নলিখিত দোয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) কে বলিয়াছেন। আয়েশা (রাঃ) হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি পাহাড় সমান স্বর্ণ ঋণ করিয়া থাকেন এবং দোয়া পড়েন তবে ঋণ আদায় হইয়া যাইবে। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) বলেন, কিছুদিন এই দোয়া পাঠ করার ফলে আমার বহু ঋণ ছিল তাহা পরিশোধ হইয়া যায়। দোয়া হইল এই-

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنِىْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِى بِهَاعَنْ رَحْمَةِ مِنْ سِوَاكَ ـ

## চোর, অগ্নি, জলে নিমজ্জিত হওয়া, সুলতানের জুলুম, শয়তানের অনিষ্ট সাধন, সর্প ও বিচ্ছু দংশন হইতে হেফাজতের জন্য

নিম্নলিখিত দোয়া সকাল সন্ধ্যা পাঠ করিলে হেফাজতে থাকিবেন।

بسم اللّٰه ماشاء اللّٰه لا يسوق الخير الا اللّٰه ماشاء اللّٰه لا يعرف السوء الا اللّٰه ماشاء اللّٰه مايكون من نعمة فمن اللّٰه ماشاء اللّٰه لا حول ولاقوة الا باللّٰه۔

## স্বপ্ন দোষ

নিম্নলিখিত দোয়া লিখিয়া কোমরে বাঁধিয়া দিবেন-

يَاارْضُ ابْلَعِىْ مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ۔ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۔

(সূরা হুদ, আয়াত-৪৪)

## যৌনশক্তি বর্ধিত করা

বুক পানিতে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত আয়াত পড়িয়া এক আজল পানিতে ফুঁক দিয়া প্রত্যহ পান করিবেন। সব ধরণের শক্তি বর্ধনের জন্য ইহা পরীক্ষিত আমল।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

(সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১৪)

## শক্তি বর্ধিত হওয়ার জন্য

এশার পর ৭০ বার يَاقَوِىُّ পড়িবে, শক্তি বর্ধিত হইবে। ফরজ নামাযের পর মাথায় ডান হাত রাখিয়া ১১বার يَاقَوِى পড়িলে মস্তিস্কের শক্তি বর্ধিত হয়। এই আমল খুবই উপকারী

## স্ত্রীর স্নেহ মমতা লাভ ও স্ত্রী প্রবোধ

স্ত্রী সহবাসের পূর্বে ৭বার নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করিবেন। শীঘ্র উপকৃত হইবেন।

اِمْرَاَتَ نُوْحٍ وَامْرَاَتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ-

(সূরা তাহ্‌রীম, আয়াত-১০)

## স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য

يَامُقْتَدِرُ ৭০ বার পড়িয়া চিনিতে ফুঁক দিয়া উভয়কে খাওয়াইবেন। ইন্‌শাআল্লাহ বেমিল দূর হইবে।

## সন্তানাদি, স্ত্রী ও জীব-জন্তুর কু-আচরণ দূর করার নিমিত্তে

নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করিয়া ৪টি ফুঁক ডান কানে দিবেন এবং ৩বার বাম কানে ফুঁক দিবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্‌শাআল্লাহ কু-অভ্যাস দূর হইবে। আয়াত-

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

(সূরা আল-ইমরান, আয়াত-৮৩)

## মেয়েলোক ও জীব জন্তুর দুধ বর্ধিত করা

নিম্নলিতি আয়াত ১১বার পাঠ করিয়া লবণে ফুঁক দিয়া খাওয়াইবেন।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاَةُ حَبَّةٍ ط وَّاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

(সূরা বাকারা, আয়াত-২৬১)

## জলাতংক বা অধিক পিপাসা নিবৃতি

যদি কোন ব্যক্তির সদা-সর্বদা পিপাসা লাগিয়াই থাকে, তবে তিনি সূরা ফাতেহা পড়িবেন। যদি কোন ব্যক্তির পিপাসা বর্ধিত হইয়া বহু মুত্র রোগ দেখা দেয়, তবে তিনি বার বার সূরা কাওছার পড়িবেন। ইন্‌শাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করিবেন। ইহা বহুবার পরীক্ষা করা হইয়াছে।

## ক্ষুধার তাড়না

যদি কোন ব্যক্তিকে ক্ষুধা কষ্ট দেয়, তবে সূরা কুরাইশ কয়েকবার তিলাওত করিলে ক্ষুধা অনুভব হইবে না। ইহা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার পাক কালামের বরকত।

## নাভি স্থানান্তরিত হইলে

নাভি স্থানান্তরিত হইলে নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া নাভির উপর বাঁধিয়া দিলে ইন্‌শাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ـ وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ
اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ـ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ـ

(সূরা ফাতির, আয়াত-৪১)

## দুধ বর্ধনের জন্য

দুধ বর্ধিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া সন্তানের মায়ের গলায় দিবেন। আয়াত-

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ - وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ - وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ -

(সূরা বাকার, আয়াত-৭৪)

## বিরাদরানে তরিকতের জন্য বিশেষ মাহফিল

আমাদের পীর ও মুর্শিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ইল্‌মে কেরাত ও ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষা দান ও সর্বস্তরের মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দান করার জন্য ওয়াজ নছিহতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতেন।

এতব্যস্থতা সত্বেও প্রতি মাসে ৩দিন নিজ বাড়ীতে মুরিদগণকে বিশেষভাবে ইল্‌মে তরিকতের তালিম দান করিতেন। প্রতি ইংরেজী মাসের ১ম শুক্রবার বাদ মাগরিব হইতে সোমবার ফজর পর্যন্ত খানেকার ব্যবস্থা ছিল। তাহা ছাড়া বৎসরে একবার এক সপ্তাহকাল খানেকার মাহফিল এবং ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষ্যে রবিউল আউয়াল পূর্ণ মাস এই বরকতময় মাহফিল হইত।

আমি অধম ইমাদ উদ্দীন এই সকল খেদমতের উপযুক্ত নয় তবুও ওয়ালিদ মহতরম (র.) এর পরিচালিত এই সকল মাহফিল অব্যাহত রাখিয়াছি।

ইতি-